নয়া জিন্দেগী

মোহাম্মদ আজরফ

নয়া জিন্দেগী

উপন্যাস

(২য় খণ্ড)

মোহাম্মদ আজরফ

www.pathagar.com

নয়া জিন্দেগী

মোহাম্মদ আজরফ

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগস্ট, ১৯৮৭ ইং
ভাদ্র, ১৩৯৪ বাঃ

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ
জেনারেল ম্যানেজার
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
ম্যানেজার
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ (মুদ্রণ বিভাগ)
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
ফোন ঃ ২০৮৬৭০

১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২
ফোন ঃ ২৮১৪৪৮

১৫০-১৫২, গভঃ নিউ মার্কেট, আজিমপুর,
ঢাকা

বি, সি, বি, এস, লিঃ প্রকাশনা ১৫/৮৭/০০০

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা

NAYA ZINDEGI : Written by Mohammad Azrof, Language in Bengali, Published by : Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area Dhaka, Bangladesh. Price : Tk. 35.00 US $: 2

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সাধারণতঃ উপন্যাসকে মহাকাব্যের সঙ্গে এবং ছোট গল্পকে গীতিকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। একখানা মহাকাব্যে যে ভাবে একটা বিশেষ যুগের মানুষের উত্থানপতন, আশা-আকাংখা বা নানাবিধ ভাবধারা দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবন যুদ্ধে একে অপরের সঙ্গে সংগ্রামে রত রূপে চিত্রিত করা হয়, তেমনি একখানা উপন্যাসকেও সে যুগের মানুষের জীবনের নানা-বিধ দিক চিত্রন করে উপন্যাসিক আপনার সার্থকতা লাভ করেন। গীতি কবিতায় যেভাবে জীবনের ক্ষনিক সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার চিত্র প্রতিফলিত হয়—তেমনি ছোটখাটো একটা ক্ষনিক ঘটনা বা আকস্মিক বিষয়কে কেন্দ্র করে জীবনের প্রতিক্রিয়া তাতে রূপ গ্রহণ করে।

এ ভাবেই এতদিন উপন্যাস ও ছোট গল্পের বিচার হত। তবে সম্প্রতি রাশিয়া থেকে আগত বিভাগ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমাদের সাহিত্যে গৃহিত হওয়ায় রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যে এখন চারটে বিভাগ করা হয়। যে সকল উপন্যাসে একটা দেশের বা জাতির কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ কলেবর ধারণ করে তাকে রাশিয়াতে বলা হয় সাগা, তার পরে আসে উপন্যাস, তারপরে দীর্ঘা-য়িত গল্প এবং পরিশেষে ছোট গল্প।

ইংরেজ কথা সাহিত্যিক জন গলস—
ওয়ার্দির ফরসাইট সাগা সে দীর্ঘ কলেবর উপন্যাসের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আমাদের দেশে এরূপ সাগার প্রকাশ এখনও হয়নি। তবে উপন্যাসের সৃষ্টিতে এ দেশবাসী সত্যিকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজ সিংহ মুঘল আমলে হিন্দু সমাজের মানসিক-তার এক উজ্জ্বল চিত্র। এতে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উৎকটরূপ প্রকাশিত হলেও হিন্দুদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাংক্ষার চিত্র বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে হিন্দুদের সম্প্রদায় হিসাবে চিত্রিত করেন নি, করেছেন জাতি হিসাবে।

তার পরবর্তী উপন্যাসিক কবি গুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সুবিখ্যাত উপন্যাস 'গোরাতে'—ইংরেজদের এ দেশে প্রতিষ্ঠার পরে ইঙ্গ—বঙ্গ বলে যে সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়—তার চিত্র অংকন করেছেন। আবার ঘরে বাইরে নামক সামাজিক উপন্যাসে—এ দুনিয়ার সকল জাতির পক্ষেই চিন্তনীয় এক

www.pathagar.com

মহা সমস্যার উত্থাপন করেছেন। মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে কোন জাতির পক্ষে সক্রিয় ও সহিংস পন্থা অবলম্বন করতে হবে, না সহনশীলতার মাধ্যমে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে—এ সমস্যা তিনি তার অংকিত চরিত্র নিখিলেশ ও সন্দীপের দ্বন্দের মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

শরৎচন্দ্র বঙ্কিম চন্দ্রের রাজা রাজড়ার চরিত্র চিত্রনের মোহের ধার দিয়েও যান নি, এমনকি রবিন্দ্রনাথের উচ্চ মধ্যবিত্ত বা জমিদার শ্রেণীর চরিত্র অংকনেও তার কোন মোহ ছিল না। তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র অংকনেই ছিলেন পারদর্শী। 'শ্রীকান্তের' মধ্যে তিনি বঙ্গ দেশীয় হিন্দু সমাজের যে চিত্র অংকিত করেছেন—তাতে তার স্পষ্ট রূপ এখনও স্পষ্ট হয়েই রয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝির' মধ্যে আফিমের চোরাচালানের ব্যবসায়ী হোসেন মিয়ার নায়ের মাঝি সমাজের চিত্রও ছোট বইখানাকে উপন্যাসের পর্যায়ে উনীত করেছে।

তারা শংকরের 'হাঁসুলী বাকের উপ কথা' ধ্বংসমূলক কাহার বাগদী সমাজের এক উজ্জ্বল আলেখ্য। তেমনি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' বাংলার বিপ্লববাদের একখানা মূর্ত চিত্র। স্বতঃ উক্তির মাধ্যমে এরূপ জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে সতীনাথ অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছেন। তবে এসব উপনাসের মধ্যে মুসলিম জীবনের কোন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়না।

মুসলিম সমাজের লোকেরা যে বহুকাল যাবত এদেশে বাস করে এদেশকে তাদের জন্মা ভূমি বলে গ্রহণ করেছেন এবং দেশ প্রেমকে তাদের ধর্ম এবং ঈমানের অংশ মনে করেন, তার কোন পরিচয় এখনও বাংলা কথা সাহিত্যে খুব স্পষ্ট হয়। এদেশ জয় করার পর থেকে তাদের জীবনেও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারা এদেশকে ভালবেসেও প্রতারিত হয়েছেন।

সিরাজ-উদ্-দওলা এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে যেয়ে শহীদ হয়েছেন। তীতুমীর বাঁশের কেল্লা গঠন করে পরিশেষে ভস্মে পরিণত হয়েছেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহও তার পুত্র মুহসিন উদ্দিন নানা ভাবে নির্য্যাতীত হয়েছেন। আজকের দিনের ইতিহাসবিদ তাদের আত্মোৎসর্গকে স্বীকার করলেও ইংরেজদের প্রধান্যের সময় তা' সম্ভব পর ছিল না।

সিপাহী বিপ্লবের কালে বাংলাদেশে থেকে একদল লোক সুদুর বালাকোটও সিতানাতে যেয়ে ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবন উৎসর্গ করেছে। এগুলোকে কেন্দ্র করে সাগা বা উপন্যাস রচিত হতে পারে।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলিমের জীবনে যে সংকট দেখা দেয় তার ব্যাপক চিত্র আমাদের কথা সাহিতে ফুটে উঠেনি। একদিকে ইউরোপ থেকে আগত ভাষা, রক্ত ও ভৌগলিক কারণজাত জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত একদল লোক অপর দিকে ইসলামী ভাবধারা দ্বারা উজ্জীবিত অপর একদল লোকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে একতা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে।

আবার ইসলামপন্থী মানুষের মধ্যেও অন্যান্য ভাবধারার প্রভাব দেখা দিয়েছে। সোজা কথায় আর্দশের দিক দিয়ে কোন সমাজের লোকদের মধ্যে ঐক্য নেই। একই সমাজের লোকের মধ্যে আবার অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে দেখা দিয়েছে পার্থক্য। পুরোনো দিনের আভিজাত্যের খুনে ধরা সমাজে দেখা দিয়েছে ভাঙ্গন। এরূপ পরিস্থিতিতে এক দল লোক তাদের জীবন আদর্শের সন্ধানে ঘুরছে, তবে তার কোন সন্ধানই পাচ্ছেনা।

ইসলামের যে আদর্শকে গ্রহণ করে দেশ বিভাগ হয়েছিল—তার ব্যাখ্যাতেও দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব। তাই—তারা স্বাধীনতা লাভ করেও সে স্বাধীনতা স্বাদ গ্রহণ করতে পারছেনা। তার কারণ কি?

তারা যা' চায় তাদের জীবনের প্রকৃত দাবী কিনা তাও জানে না। তাই তাদের এ জীবনে দেখা দিয়েছে—সে লাঞ্ছনা গঞ্জনা এ উপন্যাসে তাই চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে। এতে সাধারণতঃ যে শৈলী প্রচলিত তা গ্রহণ করা হয়নি।

আমাদের সাহিত্যে প্রায়ই নায়ক নায়িকাকে পূর্ণভাবে বিকশিত পাত্র পাত্রী হিসাবে গ্রহণ করে তাদের জীবনের উত্থান পতনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়। এতে বুঝা যায়—তারা যেন পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে নাট্য মঞ্চে অভিনয় করার জন্য এসে দেখা দেয়।

নায়ক ও নায়িকারা কিন্তু এতে তাদের জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে। সত্যিকার জীবনেই হউক অথবা কল্পনার জীবনেই হউক জীব মাত্রেরই জন্ম মৃত্যু রয়েছে। কাজেই তাদের নায়ক নায়িকাতে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষা পটে যে ইতিহাস রয়েছে, তাকে বর্ণনা করা লেখক মাত্রেরই কর্তব্য বিধায় —এ উপন্যাসে তা করা হয়েছে।

এতে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে একজন নায়ক এবং অপর জন নায়িকারূপে গড়ে উঠেছেন। তবে এখানেই তাদের জীবনের ইতি হয়নি। তাদের জীবন বিকাশের ধারায় তারা আরও অগ্রসর হয়ে কোথায় যেয়ে দাঁড়াবেন তা'তারা যেমন জানে না- তেমনি লেখকও জানেন না।

www.pathagar.com

এজন্য দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরে তাদের নিয়ে লেখক আরও অগ্রসর হ'তে চান। আর্দশিক দৌহিক ও পরিস্থিতি তাদের জীবন—বিকাশের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন সময় এ আদর্শ কোন সময় অপর আদর্শ গ্রহণ করে তারা পরীক্ষা করেই চলেছে। সত্যিকার জীবন বিকাশের চাবির সন্ধান পাচ্ছে না। তাদের এ পরীক্ষণের যেমন ইতি নেই, তেমনি লেখকের লেখারও ইতি নেই। এজন্য এ উপন্যাসকে সাগার এক উপ-ক্রমানিকারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘকাল যাবত লেখকের মানব চরিত্র পাঠ করে যে জ্ঞান লাভ হয়েছে একে তারই ফল বলতে পারা যায়। নূতন কোন কিছু প্রকাশ করতে গেলে লেখকের পক্ষে নানাস্থান থেকে প্রতিকূল সমলোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তার জন্য যে অবশ্য আমাদের দীর্ঘকালের সংস্কারই দায়ী এ ঘটনা যে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটী শূন্য এ দাবী লেখকের নেই। একে একটা পরীক্ষন-মূলক রচনা বলে গ্রহণ করলে অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা হবে। চরিত্র-গুলোর সৃষ্টিতে যদি মনোবিজ্ঞানের বা অন্য কোন নীতির দিক থেকে কোন ত্রুটি দেখা দেয় তা' হলে তা' সংশোধনের জন্য দেখিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করা হ'বে।

শামসুল আলম
সভাপতি
সরকার নিযুক্ত পরিচালনা কমিটি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:

তারিখ
অক্টোবর-৮৭

www.pathagar.com

লেখকের কথা

এ পুস্তকে যে চরিত্রগুলো চিত্রিত হয়েছে তারা বাংলাদেশেরই মানুষ। মানব-জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে—তারই এক একটা ফর্দ সিলেট থেকে প্রকাশিত আল-ইস্‌লাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে পুস্তকারে প্রকাশিত হত। জীবনে এখন পর্যন্ত কোন স্থায়ী বাসের সুযোগ না হওয়ায় এবং নানা উত্থান পতনের মধ্যে তা' আবর্তিত হওয়ায়—তা' প্রকাশে এত বিলম্ব হয়েছে পুস্তক প্রকাশে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বাস্তাবিকই ধন্যবাদের অতিরিক্ত আরও কিছু জ্ঞাপন করতে হয়।

তাড়াহুড়াতে ছাপা হওয়ায় তাতে ভুলত্রুটী রয়ে গেছে—আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকা তা' ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মোহাম্মদ আজরফ

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১। মরণজয়ী — নসীম হিজাযী
২। শেষ প্রান্তর — নসীম হিজাযী
৩। ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার — নসীম হিজাযী
৪। খুণ রাঙ্গা পথ — নসীম হিজাযী (যন্ত্রস্থ)
৫। হৃদয় নদী — শাহেদ আলী
৬। শা' নযর — শাহেদ আলী
৭। অতীত রাতের কাহিনী — শাহেদ আলী
৮। নিমিত্ত মাত্র — সবিহ্-উল আলম
৯। নিঃসঙ্গ বেদুইন — জহুরুল ইসলাম
১০। ইংলিশ হরফ — এ, জেড, এম, শামসুল আলম
১১। যৎ কিঞ্চিৎ — এস, মুজিবুল্লাহ্
১২। অমর কাহিনী — শাহেদ আলী
১৩। আরবী শেখো — ইস্হাক ওবায়দী
১৪। ভাষা অন্দোলন — মোস্তফা কামাল
১৫। ঘুম ঘুম দুপুরে — লুবনা জাহান
১৬ নয়া-জিন্দেগী (১ম খণ্ড) — মোহাম্মদ আজরফ

www.pathagar.com

একচল্লিশ

'নও-হেলাল' পত্রিকা জোর কদমে এগিয়ে চলে প্রতি সপ্তাহেই জোরালো ভাষায় সম্পাদকীয় বের হয়। 'নও-হেলাল' সমাজে ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন চায়। একতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই সমাজের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন চায়। তবে সে পরিবর্তনের পদ্ধতি নিয়েই তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। গুলশান চায় অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন। পুঁজিপতি শোষকদের সঞ্চিত অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে সমাজের বিত্তহারা সর্ব সাধারণের মধ্যে তা বিলিয়ে দিয়ে, সমাজের অর্থনৈতিক সমতা-সাধন। এতে কেউ বাধা দিয়ে সহিংস পদ্ধতিতেই কাজ হাসিল করতে হবে। এ নিয়ে দু'জনে তর্ক হয়। একরাম বলে—'আমিও পরিবর্তন চাই। তবে আমার ধারণা মানুষের আত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজের সংস্কার সহজ হবে। মানুষকে যদি বুঝতে দেওয়া হয় তোমার নিজের জন্যই তোমার এ দুনিয়ায় আসা হয়নি, তোমার ও অপরের মঙ্গল সাধন করার জন্যই তোমায় এ দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, তোমার নিজের মঙ্গল ও অপর দশজনের মঙ্গলের সঙ্গে অতপ্রোত ভাবে জড়িত, তা হলে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তার অহম্‌বোধ ত্যাগ করে পরার্থপরতার দিকে অগ্রসর হবে। এক্ষেত্রে হত্যা বেলাতিতে লিপ্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায্য কাজ। মানুষের মঙ্গলের জন্যই যদি মানুষ নিবেদিত প্রাণ হয়, তা হলে সে মানুষকে হত্যা করে কি লাভ হতে পারে? প্রশ্ন উঠতে পারে, শরীরে দুষ্ট ব্রন হলে তার উপর ছুরি চালাতে হয়, তার ভিতরকার পুঁজ ও বিষাক্ত রক্ত বের করে দিতে হয়, না দিলে, গোটা দেহ পরে নষ্ট হওয়ার রয়েছে আশংকা। তাই যারা মানব-সমাজে দুষ্ট ব্রনের মত, তাদের ছেটে নির্মূল করতে হবে। তবেই সমাজ-জীবনের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভবপর হবে। এক্ষেত্রে এ উপমা নিতান্তই অচল। কারণ সমাজ দেহ মানব দেহের মত নয়। তার এক অঙ্গ ছেটে দিলে অন্য অঙ্গের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভবপর হয়না। একদা যারা সমাজের অগ্রগতিতে বাধা দেয়, তারাই পরবর্তীকালে সমাজের উন্নয়নে প্রাণপণে চেষ্টা করে। যদিও তারা সমাজের পরিপন্থী হিসাবে তাদের জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল রূপে দেখা দেয়, তাদের সন্তান-সন্ততিগণ হয়ত বৈপ্লবিক ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে পারে। ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল লোকের সন্তানদের

www.pathagar.com

মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা দেখা দেয় এবং অত্যন্ত উৎসাহী. বিপ্লববাদীর সন্তানদের মধ্যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখা দেয়। একরাম ইতিহাসের নজির থেকে তার প্রামাণ্য উপস্থিত করে।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম সে যুগে ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। তার বিরুদ্ধে কোরেইশ দলপতি আবু জেহেল কত ষড়যন্ত্রই না করেছে। অথচ আবু জেহেলের পুত্র আকরামা ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। অপরদিকে হজরত সা'আদ ইবনে আবি ওককাস ছিলেন হজরতের বিশ্বস্ত সাহাবিদের অন্যতম, এবং প্রগতিশীল জীবনধারার এক মস্ত বড় পতাকাবাহী। তারই পুত্র উমর কিন্তু পিতার মতের ছিলেন বিরোধী। তা-না হলে ইসলাম বিরোধী সাহানশাহীর প্রতিষ্ঠাতা দুরাত্মা এজিদের গবর্নর উবেয়দ উল্লাহ যিয়াদের কাজ থেকে পুরস্কার লাভের আশায়, তিনি কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করতেন না" একরাম তাই বার বারই ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের কাছে এ সত্যটাই পেশ করতে চায়, পাপ দিয়ে পাপকে ঠেকানো যায় না। এ প্রসঙ্গে সে প্রায়ই মহামতি টল্‌ষ্টয়ের মতবাদ উদ্ধৃত করে বলে—Don t drive away the Devil with the Belzabab বলাবাহুল্য 'ডেভিল'ও 'বিলজিবাব' উভয়ই শয়তানের অপর দুই নাম। গান্ধীজিও এ পন্থা অবলম্বন করেই অহিংস অসহযোগ মন্ত্রের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই 'নও-হেলালের' সূর্য্যমন্ত্র হবে'—মানব মনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার প্রকৃতিতে রয়েছে প্রেম, দয়া, মমতা। কারণ এ গুলোকে নিষ্পিষ্ট করে আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করলে তোমার পক্ষে আত্মহত্যাই হবে শাবে।

গুলশান তার এ যুক্তি মেনে নিলেও তাতে আপত্তির কারণ খুঁজে পায়—"যারা মানুষের অসহায় তারও দুর্বলতার সুযোগে তাকে শিকারে পরিণত করে,—তারাও ধর্ম ও নৈতিকতার নামেই করে। তারা বুঝতে চায় একদল সেবক ও একদল সেব্য হয়েই জন্ম গ্রহণ করে। সর্ব সাধারণ মানুষের মনে তাদের এ যুক্তি কার্য্যকরী। তাই তারা উপর তলার কর্তাদের আজ্ঞাবহ হয়েই কাজ করতে চায়। প্রকৃত মানব প্রেমিক যারা—তারা সমাজের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণকে হুশিয়ার করে দেন। তারা বিত্তহারা মানুষের প্রতিনিধি হয়েই তাদের চোখ খুলে দেন।

www.pathagar.com

তখন বিত্তবানেরা তাদের উপর জুলুম করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সে সময় বিত্ত হারার পক্ষে অস্ত্র ধারণ না করলে তাদের পক্ষে টিকে থাকা বড়ই মুশ্‌কিল্‌। তার উপর যুগ-যুগান্তের প্রচারণার ফলে সর্ব সাধারণের মনে যে সব ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে, তারা প্রথমে তাদের মুক্তিদাতাকেই আমল দিতে চায় না। এ জন্যই ডিকটেটারশিপের প্রয়োজন হয়। ডিকটেটাররা ডাক্তারের মত তাদের মানসিক প্রাণের চিকিৎসা করেন। প্রয়োজন বোধে তাদের গোটা মাসটাকেই ছেটে ফেলে দেন। এখানেই তাদের বৈপ্লবিক কর্ম পদ্ধতি সার্থকতা লাভ করে।"

গুলশান আরও পরিষ্কার ভাষায় বলে "এদেশে ইংরেজ শাসন আরও দীর্ঘস্থায়ী হ'ত—যদিনা বাঙলার বিপ্লববাদী সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করে ইংরেজদের আতঙ্কিত না করতো, অথবা নেতাজি তার আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতের বাইরে স্বাধীনতা ঘোষণা না করতেন। গান্ধীজির অসহযোগের দ্বারা ভারতবাসীর চেতনা লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই তবে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত না হলে এবং নৌবহর বিদ্রোহ ঘোষণা না করলে সে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হতনা।

এ সব যুক্তিতেও একরাম ফাটল আবিষ্কার করে। সে বলে "স্বদেশী যুগে বাঙলাদেশে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল,—তার মূল উদ্‌গাতা ছিলেন ঋষিশরবিদ। তিনি গীতার ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন—যারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দান করে তারা মরেনা বরং অমর হয়েই আবার জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর এ ধারণায় দীক্ষিত হয়েই একদল বাঙ্গালী যুবক তাই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাজেই সে বিপ্লবের মূলেও ছিল আত্মিক বিপ্লব। কার্ল মার্কসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আজ যারা পূর্বতন ঘুনেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে নির্মূল করে, নূতন সমাজের পতন করতে চাচ্ছে, তারাও আত্মিক বিপ্লবের মন্ত্রেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। তারা জড়বাদী নাস্তিক বটে, তবে তাদের কাছে এ হত্যা এ বিপ্লব বিশ্ববিধানের এক অংগ"।

"আজকের দিনের মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে এত ক্ষ্যাপে গেল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—ধর্ম যে জীবন ব্যবস্থা এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়। তাতে শোষক ও শোষিত বিত্তবান ও বিত্তহীন নামক দুটো শ্রেণী বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ সোজা কথায় পুঁজিপতির পুঁজির প্রসারে ধর্ম সহায়তা করছে। পুঁজিপতিদের মধ্যে যারা দান খয়রাত করেন—মসজিদ,

www.pathagar.com

মাদ্রাসা, মন্দির প্রভৃতি গড়ে তোলেন, অথবা ইস্কুল কলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেন, তারাও প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের সহায়তাই করেন। এতে তারা পরোক্ষ প্রমাণ করতে চান, পুঁজির সৃষ্টিতে মানুষের অপকার হয় না, উপকারই হয়। পুরোহিত গুষ্ঠি বা মোল্লা সমাজ সব সময়ই ভর্তা-ভাজা রূপে তাদের উপদেশ দান করেন। ওরা সামন্তবাদের প্রতিষ্ঠার সময় তার পক্ষে উকালতি করেছেন। তবে সমাজতন্ত্রবাদের সপক্ষে তারা কথা বলতে সম্পূর্ণ নারাজ। কেননা সমাজতন্ত্রবাদ পুরোহিতদের আমল দিতে চায় না। তাদের ধারণা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে, তাদের পক্ষে দান-দক্ষিণা বা গোশ্‌তরুটি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ওরা ভুলে যায় ধর্ম মানব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে পড়িত। কোন ধর্মেই একদল মানুষকে শোষক ও অপর দলকে শোষিত করে রাখতে চায় না। ধর্মের নামে শ্রেণী বিভাগ অধর্মেরই অপর এক নাম। এ জগতে যারা ঐতিহাসিক ধর্মপ্রবর্তক রূপে এখনও মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, তাদের কাজ-কর্মের ও চিন্তাধারায় সাম্যবাদের মন্ত্রই ফুটে উঠেছে। ইহুদি ধর্ম প্রবর্তক হজরত মুসা দুর্দান্ত কপট্‌দের কবল থেকে নির্য্যাতীত বণি ইস্রাইল দের নেতা হয়ে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তক হজরত ইসা-ইহুদিদের সুদের নিড়ল (আড়ত) ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিত্তহীন লোকসহ আক্রমণ করেছিলেন, এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নবুয়ত প্রচার করার পূর্বে টাকা পয়সা হাতে আসলেই দাসদের মুক্তিনপণ দিয়ে তাদের স্বাধীন করে দিতেন। বুদ্ধদেব যুবরাজ থাকা কালে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের ষড়যন্ত্রের ফলে শূদ্রদের ব্যবসার বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র পরিচালনা করেছেন। কাজেই ধর্মকে বড় লোকের মুক্তির উপায়কল্পে সীমাবদ্ধ না করে তাকে মানব জীবনে সর্বাঙ্গীন মংগল বিধানের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলে দেখা যাবে এতে শোষণের কোন অবকাশ থাকতে পারেনা।

'নও-হেলালে' তাই মাঝে মাঝে দেখা দেয় আদর্শিক দ্বন্দ্ব। শ্রেণী সংগ্রামের প্রচারণা কোন সময় হয়ে পড়ে প্রধান, আবার কোন সময় গৌণ। মানবতার মুক্তি হয়ে পড়ে একমাত্র উপজীব্য।

এক্ষেত্রে আরও মজার বিষয় এই যে, যে সাহেবজাদি ফরিদা ছিলেন সনাতন ইস্‌লাম ধর্মে, নিবেদিত প্রাণ, তিনিই শ্রেণী সংগ্রামকে 'নও-হেলালের' মূল মন্ত্রহিসাবে গ্রহণ করেছেন,,এবং যে ডালিয়া ছিল সম্পূর্ণ-ভাবে আধুনিকা সেই এখন এরকমের মতবাদ সমর্থন করে।

www.pathagar.com

বিয়াল্লিশ

ইকবালের আকস্মিক অন্তর্ধানে সাহেবজাদি বেশ অস্বস্তিবোধ করেছেন।- দাসী চাকরানী নিয়ে প্রাক--বিবাহ পর্য্যায়ে ঢলাঢলি করা, তার পরিবারে কোন নূতন ঘটনা নয়। এ রেওয়াজ তার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও ছিল। তিনি তার খান্দানের যে বৃত্তান্ত তার দাদির কাছে পেয়েছেন, তাতে এতে লজ্জাবোধ করার কোন কিছুই নেই। তার দাদি তাকে বলেছেন, তাদের পরিবারে কোন মেয়ে দিতে চাইলে শ্বশুর বাড়ি থেকে একজন সবল ও স্বাস্থ্যবতী চাকরানী তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হত। সে ভাবী বরকে পরখ করে ফিরে, গিয়ে সার্টিফিকেট দিলেই বিয়ে সাব্যস্ত হত। এতে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন, তার বংশের পূর্ব পুরুষেরা বোধহয় বিয়ের আগেই ফতুর হয়ে যেতেন। বাড়িতে অগণিত ঝি-চাকরানী থাকায় তারা মিঞা সাহেবেদের কাছে থেকে যে পাওনা আদায় করতো, তাতে মিঞা সাহেবদের পক্ষে বিবাহের জন্য পুঞ্জি অগ্রিম রাখা সম্ভবপর হতনা। তবে এক্ষেত্রে ইকবাল আরও অগ্রসর হয়ে গেছে। তার বাপ দাদা কেউই চাকরানী নিয়ে পলায়ন করেন নি। বাড়ির দেও-য়ালের সীমার ভিতরেই তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ইকবাল একেবারে অতিরিক্ত সাহস দেখিয়েছে। তবুও একমাত্র ভাইটি তার। তাকে তিনিই লালন-পালন করেছেন। তিনিই তাকে কোণঠাসা করে রেখেছেন। এখন মামুর বাড়িতে সে কি ভাবে চলছে, এবং তার দাম্পত্য জীবনে আবিরা কোন বিঘ্ন ঘটায় কিনা জানবার জন্য তিনি সর্বদাই উৎকণ্ঠিতা। তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তিনি কোন আলোর দিশা পাচ্ছেন না। 'নও-হেলাল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কতদিনই বা টিকে থাকা যায়? একদিন না একদিন এর সংস্রব থেকে সরে পড়তেই হবে। তবে যাবেন কোথায়? তার বাড়ি এখন আর তার নয়। এখন সেখানে রয়েছে আবুলের রাজত্ব। তাকে বললে হয়ত একটা বা দুটো কামরা তাকে ছেড়ে দিতে পারে, তবে তার সঙ্গে রয়েছে তার বউ। ওরা আবার কি ভাববে?

গুলশানের বাড়িতে বর্তমানে ভাড়াটিয়া আছেন একরাম। তার সঙ্গে বাস করাতেও আপত্তির কারণ রয়েছে প্রচুর। তাই কি করা যায় ভেবে না পেয়ে সাহেবজাদি উদভ্রান্তের মত মাঝে মাঝে কেবল ক্লাবের বারান্দায়

www.pathagar.com

পায়চারি করেন। বয়স তার ত্রিশ পার হয়ে চল্লিশের কোঠায় ধাবিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'এক গাছি সাদা চুলও চিরুনীর আচড়ে এসে দেখা দেয়। ওরা যেন তাকে ব্যঙ্গোক্তি করেই বলে যদি সাধ থাকে বিবি তবে এখন থেকেই আয়োজন করো, আমরা বেশী ভাবে আবির্ভূত হলে তোমার আর কোন আশাই থাকবে না।

কাকে তিনি আশা করবেন? কে আসবে তার মত ধাড়ি এক মেয়েকে গ্রহণ করতে? ইত্যাকার নানা উদভ্রান্ত চিন্তা মাঝে মাঝে তাকে পাগল করে তুলে। তবে তিনি সব সময়ই সজ্ঞান তার আভিজাত্য সম্বন্ধে। যার তার কাছে তিনি ধরা দেবেন না। ভাঙ্‌তে রাজি আছেন, তবে মচকাতে মোটেই প্রস্তুত নয়। ইতিমধ্যে আরও এক কাণ্ড ঘটে গেছে। ভূতপূর্ব মিসেস হাকিম চমনের নামে তিন হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনিও জালালাবাদ ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছেন, কেউই বল্‌তে পারে না।

এ দুনিয়ায় চমনের কিছুই ছিলনা। এখন তার নামে ব্যাংক ব্যালেনস দাঁড়িয়েছে তিন হাজার টাকা। সে এত টাকা দিয়ে কি করবে? হয়ত বা 'নও-হেলালের' জন্য একটা পুরাতন প্রেসও খরিদ করতে পারে, না হয় একটা বাড়িও কিন্‌তে পারে। সাহেবজাদির কাছে চমন তথা মিসেস হাকিমের কাণ্ড কারখানা হেয়ালীর চেয়ে আরও দুর্বোধ্য।

www.pathagar.com

তেতাল্লিশ

প্রথম পদক্ষেপেই একরামের বাসার বেশ জমে উঠে। হাকিম হিসাবে ফৌজদারী আইনের অনেক কিছুই তাকে ঘাটতে হয়েছে। তখন তার লক্ষ্য ছিল যাতে উকিল বা মোক্তারেরা আইনের ফাকে ফাকে তার চোখে ধূলা দিয়ে কোন আসামীকে খালাস করে না নেয়। এখন চাকা ঘুরে গেছে। এখন তার প্রধান উদ্দেণ্য হ'চ্ছে আইনের ফাকে ফাকে হয় তার মক্কেলের উদ্দেশ্য সাধন করা, না হয় মক্কেলের পক্ষে অব্যাহতি লাভ। তার এ নূতন জীবন তার কাছে এক হাস্যস্পদ ব্যাপার। উকিল মোক্তা-রেরা ছিল তার কৃপার পাত্র। এখনসে হয়েছে আবার হাকিমদের কৃপার পাত্র। একেই বলে বিধির বিড়ম্বনা। তার নিজের এ ডিগবাজিতে সে নিজেই হাসে। হাসির ব্যাপার বিশ্লেষণ করতে যেয়ে সে দেখ্‌তে পায়--প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নিয়ে হাসে। হাকিম সাহেবেরা তাদের স্ব-গোত্রীর বন্ধু হলে উকিল মোক্তারদের নিয়ে হাসেন। কোথায় কোনদিন কোন মোক্তার ফাকি দিয়ে তার মক্কেলকে খালাস করার চেষ্টা করার সূচনায় হাকিম তাকে ধরে ফেলেন, এ নিয়ে বন্ধুমহলে ফলাও করে তার কৃতিত্ব প্রকাশ করেন, এবং সকলে,মিলে ব্যবহার জীবিদের নিয়ে হাসেন। আবার ব্যবহার জীবি মহলে হাকিমদের বোকামি নিয়ে কত হাসি তামাশা হয়। এক হাকিম নাকি উভয় পক্ষের মোক্তারদের তর্ক শুনে কিছুই ঠিক করতে পারতেন না। যখন বাদীপক্ষের মোক্তার আসামীর বিপক্ষে তার যুক্তি প্রদর্শন করতেন, তখন তিনি বলতেন্ 'আপনার কথাই ঠিক'। আবার আসামীর পক্ষের মোক্তার যখন তার মক্কেলের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য তার যুক্তি পেশ করতেন, তখন বলতেন "আপনার কথাই ঠিক' শেষে বাড়িতে যেয়ে তখনকার দিনের রূপার টাকা দিয়ে সত্যাসত্য নির্ধারণ করতেন। যদি উপর থেকে টাকা ফেললে রানী বা রাজার মাথা দেখা দেয়, তা হলে আসামী দোষী, অপর দিকে টাকা পড়লে আসামী নির্দোষ। তেমনি মাষ্টার বা অধ্যাপকেরা ছেলেদের নিয়ে হাসেন আর ছেলেরা শিক্ষক বা অধ্যাপকদের নিয়ে হাসে। কোথায় কোন ছেলে পরীক্ষার হলে নকল করতে গিয়ে কি কি অভিনব কৌশল দেখিয়েছে তা' শিক্ষকদের দল ফলাও করে বর্ণনা করেন, অপরদিকে কোনদিন কোন ছেলে ইন্‌ভিজিলেটরদের ফাঁকি দিয়ে শতকরা আশি নম্বর পেয়েছিলো

www.pathagar.com

তা সবিস্তারে বর্ণনা করে ছাত্র মহলে প্রশংসা লাভ করে। একরাম এ সব কাহিনী জানে। তাই উকালতিতে ভর্তি হয়ে এখন সে তার পূর্ব-বর্তী জীবনের হাকিমদের কৃপার পাত্র হয়েছে, সে সম্বন্ধে সে স্থির বিশ্বাসী তবে অন্য উপায়ও নেই।

সম্প্রতি সে তার আম্মার একখানা পত্র পেয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন তার পক্ষে এখনই বিয়ে করা কর্তব্য এবং পাত্রী তিনি পছন্দও করেছেন। এখন দিন স্থির করে চিনি-পান পাঠিয়ে দিতে হবে। সে তিনচার দিনের জন্য বাড়িতে যেতে পারবে কিনা। বেশ মজার ব্যাপারই বলতে হবে। বিয়েতে তার সম্মতি আছে কিনা এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে সটান সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলা। অর্থাৎ বাঙলাদেশের অন্য সব মায়ের মত তিনিও মনে করেছেন বিয়েই মানব জীবনের সব রোগ শোক নাশক একমাত্র ঔষধ, অনেকটা আয়ুর্বেদীয় মকরধ্বজের মত।

www.pathagar.com

চৌচল্লিশ

মিসেস হাকিম জালালাবাদ ত্যাগ করার পূর্বে চমনের উদ্দেশ্যে একখানা দীর্ঘ পত্রও লিখেছেন। তাতে তিনি তার দানের মূল উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করেছেন। তা'তে তিনি বলেছেন—

প্রিয় চমন,

আগামীকাল তোমাদের এ শহর ও এ জিলা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে যাব। আমার বাপের বাড়ি বল্‌তে কিছুই নেই। বাপ একজন ছিলেন বটে, তবে তিনি সামাজিক সম্বন্ধে পিতা বলে পরিচিত ছিলেন না। তিনিই আমাকে মানুষ করেছেন এবং হাকিমের হাতে তুলে দিয়েছেন। তবে তিনি এখন পরলোকগত। তাকে কবর থেকে তুলে এনে তার জীবন কাহিনী ঘাটাঘাটি করা ভদ্রলোকের কাজ নয়। মেয়ে হয়ে, সে কাজ আমি করতে পারবো না। হাকিম আমায় তালাক দিয়ে অনুশোচনায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা চলে যাওয়ার পরে এসে আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে যায়। ক্ষমা করবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করে। তবে আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি বহু সে আমায় ঠকিয়েছে আমি আর তার ঠকার পাত্রী হতে চাইনে। ও কৈশোর থেকেই আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরেছে। পচা নর্দমা থেকে মেয়ে কুড়িয়ে এনে আমার কাছে থেকে দূরে রেখে, ওদের নিয়ে খেই খেই নেচেছে। আমায় ও রেখেছে পোষাকী কাপড়ের মত, তার মতলব আদায় করার জন্য। সাহেব সুধা-আসলে সে আমাকে সামনে ধরতো, পাটি দিতো। আসলে আমার প্রতিভার কোন আকর্ষণ ছিল না। ওই আমায় লাল পানি খাওয়া অভ্যেস করিয়েছে। ওই আমায় নানা লোভাতুর মানুষের পানে ঠেলে দিয়েছে। ওর ধারনা ছিল আমি যদি পতিপ্রাণা নারী হই তা'হলে ওর পাশবিক কাজ কর্মে বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। তোমার কোন দোষ নেই। আমি তোমায় টেনে নিয়েছি পিচ্ছিল পথে। মনে কত সাধ ছিল—তোমার মত একটি ছেলে হবে। তোমার মত শিক্ষিত হবে। তার জন্য একটা ফুটফুটে বউ ঘরে আনব। তার কিছুই হলনা। তোমার জীবনে সামাজিক সম্মা-নের মূল্য আছে।

পুরুষ মানুষ হও আর যাই হও না কেন, তবু এ কেলেঙকারীতে তোমার চরিত্রে কালো দাগ পড়বে। তাই এ টাকা গুলো পাঠালুম—আমার হয়ে

www.pathagar.com

আমার ছেলের মতই, একটা সুন্দর বউ ঘরে আন্‌বে, এবং মেয়ে হলে আমার নামে তার নামকরণ করবে। আমার আসল নাম তোমার জানা নেই বোধহয়। আমার আব্বা আমাকে 'পবন' বলে ডাকতেন। যেখানেই থাকি তোমার অলক্ষ্যেই তোমার খোঁজ-খবর নেবো। আপাততঃ ঢাকায়ই যাচ্ছি। বড় শহর দরিয়ার মত, তাতে যেমন হাঙ্গর কুমীর থাকে, তেমনি ঝিনুক ও মুক্তাদিও থাকে তা'তে সব কিছুরই একত্রে বাস সম্ভব হয়। দোয়া নিও।

বিগত দিনের মিসেস হাকিম--

চিঠিখানা পাঠ করে স্তব্ধ হয়ে চমন বসে রয়। মায়ের সমান বয়স, ওজনে ও ভারি কিক চালে—চাষীদের চেয়েও গম্ভীর। মানবীয় ধর্মও তার মাঝেও রয়েছে পুরোপুরি, অথচ তার মত এক অপরিপক্ক একটি ছেলেকে নিয়ে লোফালুফি করতেও তার ত্রুটি নেই। তার চিঠির ভাষায় বুঝা যায়—তার অন্তরের অন্তঃস্তলে কলুষ ধারার মত স্নেহের নদী ছিল প্রবাহিত। অথচ বাস্তবের আচরণে মনে হত, তিনি একজন আস্ত রাক্ষুসী--আশ্চর্য এই নারীর মন।

চমন ব্যাপার খানার আদ্যোপান্ত একরামের কাছে খুলে প্রকাশ করে। একরামও কিছুটা বিহ্বল হলেও অবশেষে তার মানসিকতার সূত্র খুঁজে পায়। মেয়েরা যাই হউক না কেন, আসলে তারা সকলেই মা। জীবন নাট্যের পূর্ববর্তী অংকে তাদের ভূমিকা আর যাই হউক না কেন, অন্তিম সময়ের ভূমিকায় তারা দেখা দেয় মা রূপে। তাই এতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার মত কিছুই নেই।

এখন চমনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। চমন তার কাছে কেবল ভাই-ই নয় ছেলেও বটে। তবে চমনের মেয়েলি ভাব এখনও সম্পূর্ণ যায়নি। পুরোপুরি পুরুষ হয়ে এক মেয়ে ছেলের জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা—তাই বা কে বলতে পারে? তবে আশার কথা এই যে তাকে আদেশ করলে সে তা লংঘন করতে পারবে না। একরামের মনে তাই হেনার রূপটাই ভেসে উঠে। দুজনই মেয়েলী ভাবাপন্ন। হেনার চরিত্রে মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের স্ফুলিঙ্গও বিচ্ছুরিত হয়। একরাম তাই হেনার মতামত পরখ করতে চায়।

www.pathagar.com

পঁয়তাল্লিশ

সৈয়দা ফরিদা ও গুলশানের মধ্যে এখন বেশ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে প্রগতিকে উপলক্ষ্য করে। গুলশান যদি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদকে তার রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে প্রকাশ করে, তা হলে সৈয়দা ফরিদা তার সঙ্গে বাকুনিনের নৈরাজবাদকে তার একটা অংগ বলে জুড়ে দেন। বাঁশ থেকে কঞ্চি আরও দৃঢ় হয়, এটা জানা কথা। এ ক্ষেত্রে কিন্তু বাঁশে ও কঞ্চিতে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বলাবাহুল্য কঞ্চির কাছে বাঁশ সব সময়ই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। একেই বলে ধর্মান্তর। একদা যে সাহেবজাদি পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলার সময় পর্দার আড়ালে থাকলেও বোরকা পরে আলাপ করতেন—এখন সেই সাহেবজাদিই গভীর রাতে গুলশানের কামরায় বসে যৌন সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। রাজনৈতিক চেতনার স্রোতে তার মনের যত সব জড়তা আড়ষ্টতা ছিল, সবই কর্পূরের মত উবে গেছে। তাদের এ বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে ডালিয়া বিশেষ ভাবেই সংকুচিতা হয়। তবে এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কোন উপায় নেই। এ ক্লাবে রয়েছে পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। যে যে ভাবেই চলুক না কেন, অপরের পক্ষে তাতে বাধা দেওয়ার আইন নেই।

একরামের কানে এসব কথা পেঁৗছেছে। তবে সে বর্তমানে চমনের ভবিষ্যত নিয়েই খুব ব্যতিব্যস্ত। সে সাত তাড়াতাড়ি চমনের একটা হিল্লে করতে চায়। তার সঙ্গে হেনার সম্বন্ধ পাততে চাহিলে ফয়েজ-উল-হাসানের দ্বারই হতে হবে। তার কাছেই আবদুর রহমান চৌধুরী হেনাকে সঁপে দিয়ে গেছেন। হেনা বহুদিন তার বাড়িতে রয়েছে। এ হিসাবেও তার মতামত নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। হেনা বাবুল কর্তৃক বিতাড়িত হলেও বহুদিন ছিল বাবুলের সঙ্গে জড়িত। তার মনোভাব হয়ত বাবুলের কাছে ব্যক্ত করেছে।

একরাম তাই ফয়েজ-উল-হাসানের বাড়িতে যেয়ে উপস্থিত হয়। বাবুলের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় একরাম বুঝতে পারে হেনা কিছুতেই চমনের মত এক অর্ধ—নারীশ্বরকে তার জীবন পথের যাত্রী হিসাবে, গ্রহণ করবে না। ওর মধ্যে নাকি পুরুষোচিত কোন লক্ষণই নেই। হেনা এমনি লজ্জাশীলা কুমারী হলেও নারী হয়ে সে নারীত্বের অবমাননা করবে না। মেয়ে হয়ে সে আরেক মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না।

www.pathagar.com

তা'হলে ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকেন আরও দু'জন নারী ডালিয়া ও সাহেবজাদি। এরাও কেউই চমনের মত ছেলেকে গ্রহণ করতে রাজি হবে না। সাহেবজাদির কোন প্রশ্নই উঠে না। বয়সে তিনি চমনের অনেক বড়। ডালিয়া চমনের সম বয়সী হলেও চমনের এ কেন্নোর মত স্বভাব তার মোটেই পছন্দনীয় নয়। একরাম তাই পড়েছে মহা ফাপরে। চমনকে নিয়ে •কি যে করা যায় ভেবেই পায়না।

একরাম একটু অস্বস্থিকর মন নিয়েই ক্লাবে ফিরে যায়। বেলা পড়ে গেছে। এখন তাকে আবার তার চেম্বারে ফিরে যেতে হবে। মক্কেলেরা বোধহয় আগে থেকেই এসে বসে রয়েছে।

www.pathagar.com

ছেচল্লিশ

সুইস টিপে একরাম তার তৈরি ব্রিফখানা হাতে নেবে এমন সময় ঝটিতি চমন এসে তাকে কদমবুসি করে বললে 'আমি ঢাকায় যাচ্ছি ভাইজান আমার জন্য দোয়া করবেন' ঢাকায় যাবে চমন? হঠাৎ একরামের চিন্তার স্রোত অন্যদিকে বইতে শুরু করে। তবু আপনাকে যথাসাধ্য সামলিয়ে সে বলে—

: ঢাকায় তুমি আপাততঃ কি করতে চাও শুনি?

: অকপট সুরে চমন উত্তর দেয়—

: আইন পড়বো —

একরামের মনের সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে আসে —

: থাকবে কোথায়?

চমন এবার বড় ফাপরে পড়ে। মাথা নীচু করে বলে —

'প্রথমে তো কোন না কোন হলে যেয়েই উঠবো, তারপরে সুবিধাজনক স্থানে সরতে হবে। চমনের এ প্রস্তাব একরামের মোটেই মনঃপুত হয়নি। সারা জীবন গলগ্রহ হয়ে চমন গড়ে উঠেছে। হঠাৎ মিসেস হাকিমের অযাচিত দানে আলাউদ্দিনের প্রদীপ জ্বেলে রাতারাতি বড় লোক হয়ে চমন কিনা এখন কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চায়। তবে এতে কারো কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারেনা। তাই একরাম মৌনাবলম্বন করে তার সম্মতি প্রকাশ করে। ঢাকা মেইল জালালাবাদ থেকে ছাড়ার আর বেশী সময় নেই গতিকে চমন তাড়াতাড়ি একরামের কাছে থেকে বিদায়নিয়ে একটা ট্যাকসি করে রেলওয়ে ষ্টেশনের পানে ধাওয়া করে। সঙ্গে সঙ্গে গুলশান ও সাহেবজাদি উভয়েই এসে উপস্থিত।

একরামের চেম্বারে তখনও লোকজন রয়েছে। কারো ছেলে খাসিয়া পাহাড় থেকে কালোবাজারে অনেকগুলো কমলালেবু নিয়ে এসে ধরা পড়েছে। কারো ভাই চেরা, মউডন, বাইরং প্রভৃতি খাসিয়া পাহাড়স্থিত বাজার থেকে হিন্দুস্তানী কাপড়, তৈল প্রভৃতি আমদানী করে ধরা পড়েছে, কারো নিকট আত্মীয় লণ্ডনবাসী হওয়ার উগ্র আকাঙ্খায় পাসপোর্ট জাল করার অভিযোগে এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছে। একরামকে এসব অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাঁচিয়ে দিতে হবে। অবশ্য তার পারিশ্রমিক তারা মোটা অংকেই দিবেন।

www.pathagar.com

একজন মেয়ে এতক্ষণ চুপচাপ বসে রয়েছিলো। সে-ই এখন আলাপ জুড়ে দেয়। তার এক মস্ত বড় বিপদ। তার মেয়ে স্থানীয় মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ করতো। তারই মতের বিরুদ্ধে একজন ডাক্তারকে বিয়ে করেছে। ডাক্তারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রয়েছেন ঢাকায়, তার আম্মার সঙ্গে। ডাক্তারকে এর জন্য তার আম্মা খুব দোষারূপ করেছেন।

ডাক্তার আম্মার এ গালাগালি খুবই সহ্য করেছে। তবে এ বিয়ের পরে তার স্ত্রী তার সামনেই বের হয়না। তাতেও ডাক্তারের কোন আপত্তি ছিল না। তবে যা'তা গালাগালি দেয়। ডাক্তারের প্রথম পক্ষে এক ছেলে ও দুটো মেয়ে। তারাও তাদের আব্বার সামনে বেরোয়না। তবু ডাক্তার প্রতি মাসেই একবার ঢাকা যেয়ে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে নানা ভাবে সাধ্য সাধনা করে, আম্মার পায়ে পড়ে মাফ চায়। এ নিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে ডাক্তারের প্রায়ই লড়াই হয়। তার মেয়ে বলতে চায়—'তারা যদি তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারে তাহলে তুমিও তাদের পরিত্যাগ কর'। ডাক্তার কিন্তু এতে মোটেই রাজি নয়। এ নিয়ে সেদিন ডাক্তারের সঙ্গে তার মেয়ের বচসা হয়েছিল, দু'জনেরই উষ্মা চরম সীমায় পৌঁছে গেল, ডাক্তার তার মেয়েকে শেণ্ডেল দিয়ে মারতে শুরু করে। তার মেয়ে অনেক ঘা' সহ্য করে কাকুতি মিনতি করে মুক্তি না পেয়ে, শেষে তার বুকের মধ্যে লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে ,মুক্তি পায়। তবে এ অপমানে বিক্ষুব্ধ হয়ে ডাক্তার ডাক সাইটে বাঘের মত আবার আক্রমণ করতে উদ্যত হলে—তার মেয়ে উপায়ন্তর না পেয়ে হাতের কাছের বাকসো থেকে এসিডের বোতলটা লুকে নিয়ে ডাক্তারের মুখের উপর দুই তিন আউন্স এসিড ঢেলে দেয়। এতে ডাক্তার নিবৃত্ত হলেও তার বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। কখন কি হয় না হয় বলা যায় না। তার মেয়ের বিরুদ্ধে এখন সে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। তাই সে এসেছে উকিল সাহেবের সাহায্য পেতে। সে কিন্তু নগদ টাকা আনতে পারেনি। তার বা তার মেয়ের নগদ টাকা বলতে কিছুই নেই। সে এনেছে একখানা পুরাতন সাতদানী কাকন। এর মূল্য নির্ধারণ করে—সে এখনো একরামের কাছেই রেখে যাবে। একরামের ফিস্ যা' হয় তা আদায় করে, কাঁকর খানা ওয়াপস নেবে।

সাহেবজাদি ও গুলশান জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তবে এরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেননি। এসব মানুষের রূপ দেখে

www.pathagar.com

তাদের মনে হল এতো সমাজ নয়, একখানা বিরাট চিড়িয়াখানা, তাতে বাঘ ভালুকের সঙ্গে হাঙ্গর কুমীর ও নানা জাতীয় বাঁদরও রয়েছে।

যাক্। একে একে মক্কেলেরা সকলেই উঠে গেলো। এখন চেম্বারে মাত্র গুলশান ও সাহেবজাদি। কথাটা গুলশানই প্রথম তুললে (আমরা অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করেছি—আমাদের পক্ষে এখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মোটেই সহজ নয় তাই আপনার কাছেই এলাম। আমাদের একটা বিহিত ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। আগামী পরশু আমরা পরস্পরের সঙ্গে সারা জীবনের মত যুক্ত হতে চাই। তবে কোন মোল্লাকে ডেকে এনে আমরা সে কাজ করতে পারবো না। আপনিতো জানেন ভণ্ডামি আমাদের ধাতে নেই। আমরা উভয়েই নাস্তিক—কাজেই কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারবো না। তাই আপনার কাছে এলুম—যাতে কোন হাকিমের কাছে ঘোষণা করে তা' আইন সঙ্গত হয় আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

গুলশানের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবজাদি মাথা নত করে রইলেন। গুলশানের স্বর যত উপরে উঠতে লাগলো সাহেবজাদি মাথার ঘোমটা ও তত দীর্ঘ হতে চললো, এবং মাথাও সে অনুপাতেই নীচের দিকে ঝুকে পড়লো। একরাম তাদের আশ্বাস দিয়ে বললো—

এতে কোন বাধা বিপত্তির কোন কিছুই নেই আগামী কাল আপনারা দু'জনেই কোর্টে চলে গেলে আমি সে বন্দোবস্ত করবো।

একরামকে দীর্ঘ সালাম দিয়ে তারা দু'জনেই চলে গেলেন। একরাম চিত্রার্জিতের মত বসে রয়। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কোথাকার পানি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

যে সাহেবজাদি পান থেকে চুন খসে পড়লে মনে করতেন ইসলাম নষ্ট হয়ে গেলো, সেই সাহেবজাদিই আজ গুলশানের মত এক নাস্তিককে বরণ করেছেন—তারই মতবাদ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

সাতচল্লিশ

গুলশানের এ ব্যবহারে হেনা সত্যিই অপমান বোধ করে। তার না হয় রূপ নেই। তার মধ্যে না হয় বিপ্লববাদীর উষ্ণতা নেই। এ জন্যই কি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সে তো আধুনিক কালের প্রগতিবাদী মেয়েদের মত ধেই ধেই নাচতে পারেনা। সে জানে সে প্রথমে নারী, তার পরে রয়েছে তার অন্যান্য পরিচয়। কোনও একটা বিশেষ ভাবে অভিভূত হয়ে এসব মেয়েরা কতদিন খুবই নাচে। আবার ভাটার শেষে এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এদের জীবনে যে, তারা যদি তাদের পূর্ব পর্য্যায়ের ফটোগ্রাফের সঙ্গে বর্তমান কালের প্রতিকৃতির তুলনা করতো, তা হলে তারা নিজেরাও লজ্জায় মাথা হেট করতে বাধ্য হত।

হাস্যে লাস্যে নৃত্যে গানে সর্বদা চঞ্চলা বাবুল বেগম আজ কেমন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঘরকন্না করছেন। তাহলে প্রাক উদ্বাহ জীবনে এত বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে বেড়াতেন কেন? সে গুলো কি তা হলে খরিদদার জুটাবার কৌশলই ছিল? তা হলে তিনি সে ক্ষেত্রে যে ভূমিকার অভিনয় করেছেন—তা' বাজারের মেয়েদের চেয়ে কোন অংশে কি শ্রেষ্ঠতর? ডালিয়ার কথাই ধরা যাক, এত চঞ্চলতা এত চটুল তার পরে এখন যোগীনি সেজে বসে আছেন। কোন বন্ধুর প্রশংসা লাভ করতে পারেননি বলেই সংসারের প্রতি এই অনীহা? আর সাহেবজাদি সৈয়দা ফরিদা? সকলকে ছাপিয়ে উঠেছেন তিনি। পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলবার সময় ভিন্ন কামরায় খিল দিয়েও যার স্বস্তি লাভ হত না—,গায়ে বোরকা চড়িয়ে নিতেন, তিনি বর্ত্তমানে পাগল হয়ে গিয়েছেন গুলশানের মত এক ডাহা নাস্তিকের জন্য এবং তাকে বরণ করেছেন ধর্মত্যাগ করে। সে কিছুতেই যাত্রা ছাড়িয়ে আতিশয্যের পানে ছুটে যাবেনা। এতে যদি কেউ এগিয়ে আসে আসুক। না আসে সারা জীবন কুমারীর জীবনই সে যাপন করবে। সমাজের চোখে সে হয়ত নিন্দনীয় হবে। মেয়েছেলে ব্রহ্মচারিণী হয়ে শুদ্ধ ও পবিত্র যাপন করেছে এ কথা তো মুসলমান সমাজ কেউ বিশ্বাস করবে না। মেয়ে হলে তার স্বামী চাই-ই-চাই। অর্থাৎ মেয়েদের স্বামী না হলে চলে না। স্বামী না পেলে মেয়েরা, ভ্রষ্টা হয়। অথচ রাবেয়ার মত কুমারীকে ওরা শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করে। কাজেই এ সমাজের সমালোচনার কোন মূল্য নেই। এ সমাজের লোকেরা ভুলে গেছে সমালোচনা একটা বিশিষ্ট শিল্প।

www.pathagar.com

ওটা দেখা দেয় সমাজ জীবনের শেষ পর্যায়ে। চোখের সামনে চোর, ডাকাত খুনে লম্পট, দাঙ্গাবাজ লোকদের দেখে ওরা মনে করে সমাজের সকলেরই মানস বুঝি এদের ধাচেই গড়া। স্বামী-ত্যাগী নারী, পতি হত্যাকারী নারী, বা বার কিলামিনীদের দেখে ওরা মনে করে নারীর মন বুঝিবা সর্বদাই কাম রিপু দ্বারা পরিচালিত।

যে কোন ভদ্র ঘরের বউ হয়ে নাই বা সে গেলো তার জন্য কি জীবনের সব পথই রুদ্ধ হয়ে গেলো ? সে কি ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেলের মত কোন ও এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেনা ? সে কি শেল্মা লেখের লেক বা সাইগ্রিড আনডসেটের মত একজন কথাশিল্পী হতে পারেনা ? সে কি যোয়ান অব আর্কের মত স্বদেশের বুকে স্বদেশ প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেনা ? আর কিছু না পারুক সেকি ভ্রাতৃ-সম কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে একযোগে আমাদের সাহিত্যে একটা নূতন ধারার প্রবর্তন করতে পারে না ? খৃষ্টিয়ানা জজিয়ানা বসেটি যদি তার ভাই দান্তে গ্রেব্রিয়েল রসেটির এক যোগে প্রিরাফেলইট মুভমেন্ট এর উদ্গাতা হতে পারেন, তা হলে সে কেন এবং বিধ কোন আন্দোলন আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে না ? তার বয়স আছে শক্তিও আছে, টাকাও আছে। তার না-ই কি ? নাই তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এ দুর্দিনে তাকে উৎসাহ দিতে পারে এমন একজন দোসর। না-ই থাকলো দোসর। সে একাই এ সংসার সমরাঙ্গনে প্রাণপণে যুদ্ধ করে অগ্রসর হবে। আর্থার হিউ ক্লাফের একটা উক্তি তাকে চাঙ্গা করে তুললে Say not the Struggle naught availth—অর্থাৎ উদ্যম ব্যর্থ হয় একথা বলোনা ভাবতে ভাবতে তার মাথার দু'পাশের দুটো রগ ফুলে উঠে। মনে হয় শরীরে যা' রক্ত ছিল সবই জমাট বেধেছে তাতে।

হেনা তাই বাধ্য হয়েই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মনের বল তার যতই বেড়ে যাচ্ছে, শরীরের দিক থেকে সে তাকে ততই দুর্বল মনে করছে। তার উপর পোড়া চোখ দু'টো কিছুতেই বাগ মানে না। ঝর্ ঝর্ ধারায় অশ্রুর বান তাতে এসে দেখা দেয়।

www.pathagar.com

আটচল্লিশ

'নও-হেলাল' পত্রিকা নিয়েই এখন একরাম ও ডালিয়ার যত বিভ্রাট। গুলশান ও সাহেবজাদী উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছেন মধুচন্দ্র যাপন করতে। তবে কোন পাহাড় শৃঙে নয়, অথবা সাগর সৈকতে নয়, একেবারে ভূ-গর্ভে। সেখানে অবশ্য কয়লার বা সোনা-রূপার কোন খনি আবিষ্কার করবেন না। এদেশের মানুষকে তাদের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেবেন এবং সংগবদ্ধ হয়ে কিভাবে তা আদায় করতে হয় তার পদ্ধতিও শিখিয়ে দেবেন।

এতদিন গুলশান 'নও-হেলালের' মাধ্যমে সর্বদাই প্রচারণা করেছেন। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে। একরাম দেখতে পায় তার এ বিশ্লেষণে মস্ত বড় ত্রুটি রয়ে গেছে। গুলশান স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নিয়েছে এ দুনিয়ায় রয়েছে দুটো শ্রেণী—বিত্তবান ও বিত্তহীন। কাজেই বিত্তহীনেরা তাদের অধিকার আদায় করার জন্য বিত্তবানদের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সমরে আবির্ভূত হবে এ সত্যটা অবধারিত। একরাম স্পষ্ট দেখতে পায় বিত্তবানদের মধ্যেও একদল লোক রয়েছে বিত্তহীনদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং বিত্তহীনদের মধ্যেও একদল লোক রয়েছে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। ওরা বিত্তবানদের ধন-দওলত বন্টন করে সকলে মিলে উপভোগ করতে চায়না। কেমবলমাত্র একক ভাবে তারাই উপভোগ করতে চায়। ওরাই ছদ্মবেশে কলকারখানার নানাবিধ মজদুর আন্দোলনে যোগদান করে, মিলের মালিকদের সব তথ্য সরবরাহ করে। ওদের হাতে টাকা পয়সা সঞ্চিত হলে, ওরা ছোট খাটো দোকানাদি খুলে বসে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা ক্ষুদে পুঁজিপতি হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই সাম্যবাদে বিশ্বাস এক মানসিক ব্যাপার। এর সঙ্গে সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কোন অপরিহার্য্য যোগ নেই।

একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে স্ব-বোধ, স্ব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেমন রয়েছে, তেমনি স্বজাতি প্রেম মানব-প্রেম প্রভৃতি গুণাবলীও রয়েছে। এ দুনিয়ায় যারা মহা-মানব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাদের মধ্যে আত্ম-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিজড়িত থাকে, আত্মীয় চেতনা। ওরা মানব সাধারণকে তাদের আত্মীয় বলেই তাদের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় যোগসূত্র আবিষ্কার করেন। এদের তাই

www.pathagar.com

জীবনের ব্রত হয় মানুষের মধ্যে সে আত্মিয়তার যোগসূত্র স্থাপন। সে আত্মিয়তার বিকাশ স্থাপনকল্পে এরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেন। ওরা তাদের জীবন কালে কেউই সম্পূর্ণ সফলকাম হননি। তবে এদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই এখনও মানবসমাজ সে গন্তব্যের পানে অগ্রসর হচ্ছে। একরাম স্পষ্ট উপলব্ধি করে, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা নামক মানব জীবনের দ'টো সাধারণ বৃত্তি থেকে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ নামক দু'টো মতবাদের উৎপত্তি।

মানুষকে স্বার্থপর হিসাবে ধরে নিলে তার পক্ষে বিত্ত সঞ্চয়, বিত্তের কল্যাণে অপরকে শোষণ করা প্রভৃতি অনিবার্য্য ভাবে দেখা দেয়।

অপরদিকে মানুষের মধ্যে পরার্থপরতা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তা'হলে সে বিত্তবান হয়ে অপরকে শোষণ করবে না, বরং তার বিত্তকে সে নিজে যেমন উপভোগ করবে, অপরকেও উপভোগ করবারও সুযোগ দেবে। তাই যাতে চিরতরে মানুষের এ পরার্থপরতাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি পরার্থপরতা প্রধান হয়ে উঠে, তাহলে অতি স্বাভাবিক ভাবেই স্বার্থপরতা তথা পুজিবাদের অবসান হবে। মানুষের দ্বারা আর মানুষের হত্যার কোন প্রয়োজন থাকবে না। কাজেই সাম্যবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে, পরার্থপরতার বিকাশ। বর্তমান সভ্যতার নানাবিধ কোন্দল কোলাহলের মধ্যে তা' অসম্ভব মনে হলেও, এই পথেই শুরু হতে পারে মানুষের যাত্রা। গুলশান মানুষের মুক্তির পথ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে তার সংগ্রামের মধ্যে। সে সংগ্রামে একপক্ষ বিত্তবান অপরপক্ষ বিত্ত-হারা। একরাম সে সংগ্রামের স্থল দেখতে পায় স্বার্থপরতার অনুকূল শিক্ষা দীক্ষা এবং পরার্থপরতার বিকাশে সহায়ক শিক্ষা ও পরিবেশ। তাকে তাই 'নও—হেলালের' সুর অন্য খাতে বইয়ে দিতে হচ্ছে। সে জানে এতে একদল খুব খুশী হয়েই তাকে বরমাল্য দান করবে। ওরা ভাববে আর যা-ই হউক শ্রেণী সংগ্রামের প্রথম কোপ থেকে তারা অব্যবহতি পারে। অপর দল তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ব্যঙ্গোক্তি করবে। ওরা বল্‌তে এটা হচ্ছে ভদ্রবেশে সাম্যবাদকে ঠেকিয়ে রাখার এক উপায়। যে যাই বলুক না কেন সে তার মতবাদে অচল ও অটল থেকেই অগ্রসর হবে সম্মুখ পানে।

www.pathagar.com

ঊনপঞ্চাশ

চমন এসে উঠেছিলো সলিমউল্লাহ হলে। সেখানে স্থানের সংকুলান নেই গতিকে, বাধ্য হয়েই তাকে যেতে হল ইকবাল হলে।

আইনের ছাত্র গতিকে, বিশেষ ভাবে পড়াশুনা করা দরকার হয় না। বন্ধুত্বও কারো সঙ্গে বিশেষ ভাবে জমে উঠেনি। তাই তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাশে যেতে হয়। অকৃত্রিম বন্ধু জুটলে, না গেলেও চলতো। হলে বা অন্যত্র ঘুরে বেড়ালে ও ক্লাশে তার উপস্থিতি দেখা যেতো।

ঢাকায় আসার কয়েক দিন পরে হলের ব্যারাকের সামনের লেনে সে পায়চারি করছে, এমন সময় একখানা গাড়ি এসে উপস্থিত। আশে পাশের ছেলেরা তার পথ ছেড়ে দিলে, গাড়ী থেকে নেমে এলেন মিসেস হাকিম এবং চমনকে সাপটে ধরে জোর করেই গাড়িতে তুলে গেণ্ডারিয়ার তার বাসায় নিয়ে গেলেন। চমন আপত্তি করার কোন সুযোগই খুঁজে পেলো না।

সে মিসেস হাকিমের সঙ্গে কোন যোগ করে ঢাকায় আসেনি। ঢাকার পথে রওয়ানা দেবার আগেও তাকে কোন খবর দেয়নি। তিনি যে কি করে জানলেন। সে মুসলিম হলে এসে উঠে, পরে এই হলে চলে এসেছে তা কিছুতেই বুঝতে পারেনি। সে তার কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছে নিশ্চয়ই। সে টাকার দওলতেই, তার পক্ষে সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা, লক্ষা পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসা সম্ভবপর হয়েছে। তা'না হলে এক পাও নড়বার তার পক্ষে সম্ভাবনা ছিল না। টাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে দান করলেও, সে টাকার দাবীতেই যে তিনি তার আদেশ প্রতি পালন করতে তাকে বাধ্য করেছেন, এ কথাটি বুঝবার বয়স চমনের হয়েছে।

সামনে একমাত্র ড্রাইভার। পিছনের সিটে সে ও মিসেস হাকিম। তিনি সে সিটের অর্ধেকের ও বেশী দখল করেও যেন তৃপ্ত হতে পারেনি। তাই তার এক জানু দিয়ে চমনের একখানা পা চেপে ধরেছেন। পুরুষালী কণ্ঠে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন —

www.pathagar.com

: গেণ্ডারিয়ায়—বাড়িতে

হাবা গোবা গোবিন্দ রামের মত চমন এতক্ষন বসে থাকলে ও স্বাভাবিক ভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে।

: গেণ্ডারিয়ায় বাসা নিয়েছেন বুঝি?

মিসেস হাকিম প্রতিবাদের সুরে বলেন --

: নেইনি—এটি আমার পিতার দান। বহুদিন পরে ফিরে এলাম আবার জন্মদাতার স্মৃতি ঘেরা সেই বাড়িতে'।

গাড়ি ততক্ষণে গেণ্ডারিয়ায় পৌঁছে গেছে। মিসেস হাকিম আগেই নামলেন এবং চমনের হাত ধরে তাকেও টেনে নিয়ে চল্‌লেন। বড় নির্জন স্থান। কিছু দূরে সাধনা ঔষধালয়ের কারখানা। সব সময় মানুষের আনাগোনা হৈ হুল্লোড়ের আওয়াজ শোনা যায়। তবে আশে পাশে যে ক'ঘর পাড়া প্রতিবেশী রয়েছেন তারা যেন সাধনার কারখানার এক তীব্র প্রতিবাদ। সেখানে অতিশয় শোরগোল হয় গতিকে, এরা যেন মৌনাবলম্বন করে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করছেন। মিসেস হাকিম তাকে নিয়ে বসার ঘরে একই সোফায় পাশাপাশি বসেন। প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করেন সে ল' ক্লাশে ভর্তি হয়েছে কিনা? চমন সম্মতি জানা তাকে আদর করে চুমো খেয়ে মিসেস হাকিম বলেন --

: তা' হলে আমার এ দান বৃথা যাবে না দেখছি --

ল' পাশ করে নাও—ঢাকায় বা দেশে যেয়ে তোমার ইচ্ছামত উকালতি করো আপত্তি নেই, তবে হ'লে থেকে অনর্থক পয়সা খর্চ করে কি লাভ? চমন মৃদু হেসে চুপ করে রয় কোন প্রতিবাদ করে না।

মিসেস হাকিম এবার আরও জোরালো ভাষায় বলেন --

আর যাই করো—আজকে রাত্রে তোমায় এখানেই থাকতে হবে। তোমার কাছে পূর্ব-পত্র লিখেছিলাম আমার বাপের বাড়ি বল্‌তে কিছুই নেই, তাকে এখন শোধরিয়ে বলছি আমার বাপের বাড়ি এটা নয় এটা হচ্ছে আমার বাপের দেওয়া বাড়ি। আমি তো আগেই বলেছি চাকরানীর গর্ভে আমার জন্ম, এবং আমার বাপ আমার মাকে বিয়েও করেনি। তবে পিতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার আইনানুগ ছেলেদের তার বাপ দাদার বসত ভিটে দিয়ে গেলেও, আমায় বঞ্চিত করেননি। মারা যাওয়ার আগে এ বাড়িটা আমায় লিখে দিয়ে গেছেন এবং দলিলপত্র রেজিষ্টারী করে ডাকযোগে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

নিজের পেটে তো আর ছেলে পিলে ধরিনি, তাই ওরা মণিবের ছেলের সুখ তোমার চেহারাতেই দেখতে চায়। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। আমি নিজেও জানিনে। ছেলের মত তোমায় আদর সোহাগ করতে গিয়ে এখন মাকড়শার মত নিজের জালেই জড়িয়ে পড়েছি। তোমায় আমি স্নেহ করি, ভালবাসি, তোমার সংস্পর্শে আবার আমি নব-যৌবনের আনন্দ পেতে চাই। তবে তোমার মধ্যে পুরুষ-জনোচিত কোন গুণই নেই। তুমিও মেয়েদের মতই নিষ্ক্রিয় —

ইতিমধ্যে সলিমের বউ একটা ডিমে মুরগীর রেজালা নিয়ে আসতে দেখে মিসেস হাকিম চুপ হয়ে বসে থাকেন

খানা শেষ হয়ে গেলে তিনি মনের মত করে পান তৈরি করেন। কাশীর জর্দা যোগে সে পান সেবন করতে করতে চমনকে নিয়ে তার শোবার কামরায় হাজির হন। তারই পালংকে বসে আবার শুরু করে দেন তার জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

তোমরা মনে করো মেয়েরা সর্বদাই নিষ্ক্রিয়। তা মোটেই নয়। প্রাণী-জগতে দেখতে পাওনা, আহ্বান আসে মেয়েদের তরফ থেকে।

গাভী ঋতুমতী হলে হাম্বা হাম্বা রবে পাড়া শরগরম করে তোলে। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ষাড়ের কাছে যায়। তেমনি ছাগীর ঋতু হলে সেও মে মে করে পাঠাকে আহ্বান করে। মুরীর পেটে ডিম দেখা দিলে সে ককর ককর শব্দে রাতাকে আহ্বান করে। আমাদের দেশে যাদের তোমরা একেবারে ভদ্রঘরের কুলবধূ বলে সম্ভ্রম কর, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মেয়েদের হোষ্টেলে তো আর বাস করোনি। সেখানে প্রায় কামরার মেয়েরাই জোড়া জোড়া। একজন স্বামী অপর জন স্ত্রী। এসব স্বামী রূপিনী মেয়েকে রীতিমত সক্রিয় পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। রাত হয়ে গেছে—তুমি আমার পাশের কামরায়ই শুবে—এসো তোমার কামরাটা দেখিয়ে দেই —

খুব বেশী বড় না হলেও সুন্দর ঘর। পূর্ব দিকে দু'টো কামরাই প্রায় সামনের পাচিল পর্য্যন্ত লম্বিত। মাঝখানে ড্রইং রোম। তার দক্ষিণ দিকে মিসেস হাকিমের শোবার ঘর। উত্তরের কামরা রাখা হয়েছে কোন অতিথি অভ্যাগতের জন্য। লম্বা কামরা গুলোর মধ্যে দক্ষিণের কামরাকে ভাগ করে, মিসেস হাকিমের কামরার পার্শ্ববর্তী কামরাকে রাখা হয়েছে তার প্রসাধনের জন্য। অপর পার্শ্বের কামরায় অর্গান, হারমোনিয়াম তবলা, রেডিয়ো সেট।

www.pathagar.com

চমন দেখতে পায় একটা প্রিয়দর্শন কিশোর ও সুন্দরী কিশোরী মিসেস হাকিমের কাজ ফরমায়েশ করছে। ওদের দিকে সবিস্ময়ে তাকাতেই মিসেস হাকিম তার অনুসন্ধিসোর বিষয় অবগত হয়ে উত্তর দেন ---

: ওটি আমার ছেলে ও ওটি তার বউ। এখানে এসে ছেলেটিকে আমি পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি ওর নাম আবদুল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়েও দিয়েছি। এদের বেশ মানিয়েছে। কি বল চমন ---?

চমন কোন উত্তর দিলো না। এমন সময় মিসেস হাকিমের পুত্রবধূ এসে খবর দিলো।

: আম্মা খানা তৈরি---

মিসেস হাকিম চমনকে নিয়ে খানার কামরায় চলে গেলেন। অন্য কোন মেহমান নেই। কেবলমাত্র তিনি ও চমন। তাই তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে তার জীবন কাহিনীই পরিবেশন করতে শুরু করলেন।

দেখো চমন, মানুষ অভ্যাসের দাস।- কথায় বলে --- আদত যায়না মলে --- আর ইল্লত যায় না ধুইলে' এতদিনের অভ্যাস এখন ছাড়ি কি করে? রাতের বেলায় একটু হুইসকি না খেলে ভাল ঘুম হয় না। তোমাদের মত পুরুষ মানুষ পাশে না থাকলেও ঘুম হয় না। ডি, এফ, ওর কাছে যখন ছিলুম তখন কোন বাধা সংকোচ ছিল না। অন্য কোন পুরুষ মানুষ না পেলে ডি, এফ, ওর সেই চাকরটীকেও কাছে রাখতাম। এখানে এসে উঠার পর আর তা' সম্ভবপর হয়নি। এখানকার লোকেরা জানে আমি এক ডি, এফ, ওর বিধবা। আমাদের ধন দওলত রয়েছে প্রচুর। আমার মান ইজ্জত বিস্তর। এখানে যার তার কাছে নিজেকে খাটো করা সম্ভবপর নয়। তোমাকে এখানে পরিচয় দিয়েছি আমার এক বোনপো বলে। তোমায় যখন ইকবাল হল থেকে আনতে যাই তখন সলিম ও সলিমের বউ খুব খুশী হয়েছে।

মেঝেয় কার্পেট পাতা। চারদিকে কুশন চেয়ার ইত্যাদি।

মিসেস হাকিমের কামরায় তার বিগত যুগের জীবন আলেখ্যের চিহ্নস্বরূপ রয়েছে, ভাসকর বর্মা, রাফেল ও হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের আঁকা নানা ছবি। পালংকের পাশে একটি কাচের আলমারিতে সকচ হুইসিকর বোতল গুলো থরে থরে সাজানো। বিজলীর আলোকে তারা যেন মুখ ব্যাদান করে হাসছে।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে সকলেরই খানাপিনাও শেষ হয়ে গেছে। সলিম ও তার স্ত্রী দক্ষিণের কামরায় তাদের নিজের ঘরে চলে গেছে। তারা কামরায় ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। তবে উত্তর দুয়ারী জানালা গুলো খোলাই থাকলো। মিসেস হাকিম চমনকে নিয়ে গেলেন তার ঘরে। সেটি অর্গান তবলার কামরা থেকে কাঠের পার্টিশান করা এক কামরা। তাতে রয়েছে একখানা পালংক। একটা ড্রেসিং টেবিল ও একটা কাপড়ের আলনা। তার পাশেই বাথরুম। শরৎকালের প্রথম দিক। তখনও আকাশ সম্পূর্ন মেঘমুক্ত হয়নি। আবছা অন্ধকার ও আলোকের খেলার অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়েছে মাটির এ ধরণী। চমনের কামরায় সব কিছু তাকে দেখিয়ে দিয়ে মিসেস হাকিম এলেন তার নিজের কামরায়। চমন পাঞ্জাবিটা আলনায় রেখে একখানা তহবন্দ পরে তার দরজা বন্ধ করে মশারীর নীচে যাবে এমন সময় মিসেস হাকিম ড্রইং রুমের মধ্য দিয়ে তার কামরায় এসে তাকে টেনে নিয়ে বলেন —

: রাত তো এমন কিছুই হয়নি চলো আরও একটু গল্প স্বল্প করা যাক। তবে ইতিমধ্যেই তিনি এক অপূর্ব সাজে সজ্জিতা হয়েছেন। কুচকে যাওয়া মুখের আদলকে স্নো দিয়ে বেশ পালিশ করেছে। ব্লাউস খুলে নিয়ে লাল টকটকে রঙের এক শাড়ি পরেছেন এবং খোঁপায় দুলিয়ে দিয়েছেন ফুলহার। ঠোঁটে লিপষ্টিক ও নাকে পালিশ দিতেও ভুল করেন নি। হঠাৎ চমনকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বারান্দায় চুপি চুপি তাকে বললেন —

: এসো ওদের প্রণয়লীলা দেখি —

চমন আপত্তি করে বললো —

: মা হয়ে ছেলের প্রণয় লীলা দেখাবেন—লজ্জা হয় না আপনার?

: এবার মিসেস হাকিম ক্ষ্যাপে গেলেন —

: মা হয়ে কি ছেলে ও ছেলের বউর মধ্যে কি রূপ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা দেখতে পারিনে?

ওদের মধ্যে যদি মনের মিল না হয়,—তা হলে তো ওদের পৃথক করে দেওয়াই দরকার। মায়েদের পক্ষে এ তথ্য নেওয়া তো অত্যন্ত প্রয়োজন। চমন আর কোন বাক্য ব্যয় না করেই তার অনুসরণ করে। মাত্র মাস খানেক আগে তাদের বিয়ে হয়েছে ছেলেটির বয়স কুড়ির বেশী হবে না, মেয়ের বয়স সবে মাত্র ষোল। দুই জনেই কৈশোর অতিক্রম করেনি।

www.pathagar.com

কাজেই আদরে সোহাগে তারা গলে পড়েছে তার পরেই, শুরু হয়েছে বিলোসন। মেয়েটী একটু স্পর্শকাতর তাই একটু সুর করেই বলে —

ঃ উদু তুমি কিছুই জানোনা—কেবল ব্যথা দেও এ সব শুনে জেনে চমনের কান দু'টো লাল হয়ে যায়। মিসেস হাকিমেরও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে আরম্ভ করে। এরপরে চমনকে নিয়ে আসেন মিসেস হাকিম তার কামরায়। আলমারি থেকে সোজা ও হুইসিকর বোতল বের করে দু'টো ডিকেন্টারে দু'টো প্যাগ সাজিয়ে চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে দু'খানা প্লেট বের করে নেন। তা'তে রয়েছে মুরগির কাটলেট। একটা কাটলেট নিজের মুখে পূরে অপরটি এগিয়ে দেন চমনের মুখে। সেও তারই অনুসরণ করে কাটলেটটি শেষ করে তার কামরায় রওয়ানা দেবার উদ্যোগ করলে—তিনি তাকে ধরে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তার মুখে ডিকেপটারটা তুলে ধরেন। জীবনে আর কোন দিন লাল পানির আস্বাদ না পেলেও গুরুরূপিনী এই মহিলার তাগিদে আস্তে আস্তে সমস্ত গ্লাসটি শেষ করে সে টল্‌তে থাকে মিসেস হাকিম তাকে তার নিজের পালংকেই শুইয়ে দেন। অতঃপর কামরার দরজা গুলো বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে তিনি এসে শয্যা গ্রহণ করেন। চমনের পাশেই।

সকালে তার কামরায় যেয়ে আয়নাতে মুখ দেখে সে আৎকে উঠে। এক রাতেই তার চোখের কোণে স্পষ্ট কালিমা পড়েছে এবং তাকে দেখায় এক বৎসরের জীর্ণশীর্ণ রোগীর মত।

চমন তার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা গামী বাসের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকে।

www.pathagar.com

পঞ্চাশ

হেনার জীবনে এক সঙ্গে দেখা দিয়েছিল সুখ ও দুঃখ। সে বি,এ পাশ করেছে, তবে ফয়েজ-উল-হাসানের বিবির কাছে থেকেও পেয়েছিল নানা-বিধ অপমান। ফয়েজ-উল-হাসান যতই হেনাকে আদর সোহাগ করতে থাকেন, তার বিবির মনে ততই দেখা দেয় ঈর্ষা। এ ঈর্ষার মূল যে কি তা' তিনি নিজেই জানেন না। হয়ত এটি বাবুলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে তার প্রতি আক্রোশ, না হয় তো, তার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বি বলেই তার হিংসা-কাতর মনের প্রকাশ।

আসলে হেনা কারো প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়। বাবুলকে সে আপনার জ্যেষ্ঠা ভগ্নির মতই মনে করে। ফয়েজ-উল-হাসানকে তার আব্বার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করে।

তবে কেন জানিনা মাঝে মাঝে বেগম সাহেবার ভাষা বাবুলের ভাষার চেয়েও তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিতো। সেদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। মজুমদারীর কাছে তার এক আত্মীয়ের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে গিয়ে-ছিলেন। ড্রইং রুমে হেনা ও ফয়েজ-উল-হাসান বসে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। রাত তখন ন'টা। হঠাৎ রিকশা যোগে ফিরে এসে বলেন —

ঃ কিগো এখনও তোমাদের আলাপ শেষ হল না?" চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষপাত করে দু'জনকেই অভিভূত করে গেলেন। বাবুলের নোটিশ সে আগেই পেয়েছে। তবে পরীক্ষার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। হেনা তাই ঠিক করেছিল এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। বর্তমানে তাদের নিজের বাড়িতে একরাম রয়েছেন। তা'তে বাড়ির যেমন হেফাজত হচ্ছে, তেমনি তা' থেকে মাসিক একশত টাকা সে ও গুলশান পাচ্ছে। কাজেই একরাম রসুলকে ব্যতিব্যস্ত না করে, অন্য কোথাও থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। তবে যত সব মুসকিল ফয়েজ-উল-হাসানকে নিয়ে। তিনি কি এতো সহজে তাকে যেতে দিবেন? তবে তিনি দিন্ আর না-ই দিন্, তাকে যেতেই হবে। কথাটা ফয়েজ-উল-হাসানের কাছে কি ভাবে উত্থাপন করবে, এই ছিল হেনার কাছে আসল সমস্যা।

www.pathagar.com

মধ্যাহ্নে খানার টেবিলে ফয়েজ-উল-হাসন ও পরিবারের অন্যান্য লোকের উপস্থিতির মধ্যেই সে বলেছিল —

: "বেশ আরামেই এতদিন এখানে কাটিয়েছি চাচাজান, এখন কোথাও চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে,—তাই আগামীকাল এখান থেকে চলে যেতে চাই চাচাজান —

চাচাজান উত্তর দেবার আগেই চাচীজান বলেন—তোমাকে তো নোটিশ আগেই দিয়েছিল বাবুল—তা-ই করো'—

ফয়েজ-উল-হাসান এর উপরে কোন মন্তব্য না করায়, সে অতি সহজেই ক্লাবে উঠেছিল। এখানেও কিন্তু তার স্বস্তি নেই। সে কোনও এক নিরিবিল জায়গায় বসে বসে পড়াশুনা করতে চায়। তবে জালালাবাদ শহরে এত শীঘ্র ভাড়াটিয়া বাড়ি পাওয়া যাবে না। মেয়েছেলে সে। কাজেই চাকরির সব দুয়ারও তার জন্য খোলা নয়। ইস্কুলের মাষ্টারী পোষ্টাপিসের কেরাণী টেলিফোন অপারেটর সে হ'তে পারে। তার বড়ো, আর কি চাকুরি সে পারে? তার গান গাওয়ার শিক্ষা নেই, নাচতেও সে জানেনা। কোন প্রগ্রামও তৈরি করার তার অভ্যাস নেই। তা না হলে ঢাকায় রেডিয়ো পাকিস্তানে একটা চাকরি পাওয়া তার পক্ষে সহজ হ'ত। এ ছোট জালালাবাদ শহরে তার মত এক গ্রাজুয়েট নারীর পক্ষে আর কোন উচ্চ পদের জন্য প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। হেনা তাই ঠিক করলো সে ঢাকাই যাবে। ঢাকাতে তার এক মামু একটা ব্যাংকে বড় চাকুরি করেন। এ সম্বন্ধে একরাম ও ডালিয়ার সঙ্গেও তার আলাপ আলোচনা হয়েছে। ডালিয়ার একান্ত ইচ্ছা সে এম,এ পরীক্ষা দিয়ে কোন কলেজে এবং সম্ভব হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ুক। একরামের ইচ্ছা ঢাকায় তার মামুর বাড়িতে তাকে আপাততঃ রেখে, কোন পথের দিশার সন্ধান করা। তবে এ সম্বন্ধে তাদের উভয়ের কোন দ্বিমত নেই যে, হেনার পক্ষে ঢাকায় যেয়েই পথের সন্ধান করা উচিৎ।

হেনা তাই উভয়কে কদমবুসি করে ঢাকা মেইলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় —।

www.pathagar.com

একান্ন

একরাম তার উকালতি নিয়েই ব্যস্ত। তার উদ্দেশ্য হাতে কিছু টাকা নিয়ে তার মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়া। তবে 'নও-হেলালের' তদারক সে সব সময়েই করেছে। 'নও-হেলাল' প্রত্যেক শুক্রবারে বের হয়। সেজন্য বৃহস্পতিবার বিকাল বেলাটা সে 'নও—হেলালের' কার্য্যালয়ে অর্থাৎ ক্লাবেই কাটায়। সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের শিরোনামা সে-ই লিখে দেয়। ওদের ক্লাব মীরা বাজারে। 'নও—হেলাল' ছাপা হয় শারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে অর্থাৎ চালিবন্দরে। কাজেই এ উভয়ের দূরত্ব বেশী নয় বলে, তার পক্ষে প্রুফ দেখা বা ছাপার তদারক করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। ডালিয়া ডাক বিলি বা কাগজ বিলির সব ব্যবস্থাই করে। এজন্য তাকে দিন রাত খুবই পরিশ্রম করতে হয়। তার উপর স্থানীয় একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হিসাবেও তাকে খাটতে হয় দিনরাত। এজন্য ইতিমধ্যেই তার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। ক্লাবেরও এখন সে ব্যতীত আর দ্বিতীয় কেউ নেই। গুলশান ও সাহেবজাদি সেই যে ভূগর্ভে বিলীন হয়েছেন, আর তাদের পাত্তাই পাওয়া যায় না। এতে তার পক্ষে, পড়াশুনা করার বা 'নও—হেলালের' জন্য খাটার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। জীবনের প্রথম দিকের সঙ্গে বর্তমান কালের সে মাঝে মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করে। কোথায় ছিল হাস্য-লাস্য-বিলাসিতা-পূর্ণ উদ্দাম-চঞ্চল জীবন, আর কোথায় এত বড় দায়িত্ব-পূর্ণ পত্রিকা পরিচালনার মত কাজ। সাত কোটি মানুষের সুখ-দুঃখ জীবন মরণের সঙ্গে বিজড়িত পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপার। এতো আর সস্তা বুলি আউড়িয়ে গণ-মানসে হুযোগের স্বষ্টি করা নয়। অথবা সরকারের ঘোর পাশবিক ক্রিয়া কলাপের প্রশংসা করে কোন মনসরদারী লাভ নয়। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি জাতির সামনে আলোপ্রবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত হওয়া এর মূল উদ্দেশ্য। নানাবিধ সমস্যার জটিল আবর্তের মাঝখানে একটি অতি ছোট একটি অতি তুচ্ছ তরণী নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। এ তরণীতেই থাকবে আদর্শের মশাল। লেলিহান শিখা বিস্তার করে। অন্ধ পারাবারে অর্ধনিমগ্ন জাতি তারই আলোকে পথের দিশা পেয়ে সে ছোট তরণীকে অনুসরণ করে কূলের সন্ধান পাবে। সেখানেও তাকে বসে থাকলে চলবে না। অন্ধকার রাতে এ জাতিকে নিয়ে যেতে হবে উত্তুঙ্গ পর্বতমালার সুউচ্চতম শিখরে। এতে যদি একটি পদক্ষেপেও

www.pathagar.com

ভুল হয় তা'হলে কেবল তাদের পতনই হবেনা। গোটা জাতিই হাজার ফিট নীচে কোন ধারা পথে যাত্রা করবে তা' কেউই বলতে পারেনা। তাই কেবল ফাকা কথার বুলেট ছুড়লেই চলবে না। ইদগাহের ময়দানে বা গোবিন্দচরণ পার্কে ভাষার তুবড়ি জ্বাললেই হবেনা বিষয় টাকে আরও গূঢ়ভাবে অনুধাবন করে দেখতে হবে এবং তাকে কি ভাবে তার মন্‌জিলে মকসুদের পথে নিয়ে যাওয়া যায়, তার সন্ধান করতে হবে।

একরামের সঙ্গে এ বিষয়ে তার প্রায় প্রত্যেক দিন নানাবিধ আলোচনা হয়। একরামের ধারনা মানবতার পূর্ণ বিকাশই হবে পাকিস্তানের লক্ষ্য। এ মানবতার বিকাশের অর্থ মানব মানসের পরাথিতার বিকাশ। মানুষ যখন তার আত্মকেন্দ্রিক বাসনা পরিহার করে মানব কেন্দ্রিক বাসনাতে অভ্যস্থ হবে, তখনই মানব জাতির হবে সত্যিকার মুক্তি। মানুষ এ পথেই অগ্রসর হচ্ছে তবে এতে সকল যুগেই দেখা দিচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা। আপনাদের নিজেদের স্বার্থ আদায় করার জন্য একদল লোক এতে নানাবিধ কুয়াশার সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। ডালিয়া বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করে আসছে, প্রথম জীবনে যারা ছিলেন ঘোরতর প্রগতিবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী, ব্যবসায় বাণিজ্যে বা কোন কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠিত হলে পর, এরাই সমাজতন্ত্রের চৌদ্দ পুরুষের উদ্দেশ্যে লা'নত বর্ষণ করেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের নামে ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের নামে এরা সমাজতন্ত্রকে গাল দিতে থাকেন। আবার সমাজতন্ত্রবাদে যাদের অতিরিক্ত বিশ্বাস, তারা এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত নানাবিধ মূল্যমানকে সরাসরি করেন অস্বীকার। কবিদের সাহিত্যিকের বা ধর্ম প্রবর্তকের কথাতে ওরা খুঁজে পান বিগত যুগের পুঁজিবাদের সমর্থক বাণী। অন্য কোন কিছুই নয়। অথচ ডালিয়া দেখতে পায় এদের প্রচারণার দওলতেই মানব সমাজ ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে আত্ম-বিলাস থেকে সমাজের উন্নয়নমূলক মানসিকতার পর্য্যায়ে। তবে এ পথে অগ্রসর হতে হলে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। তার জন্য চাই নানাবিধ অনুশীলন।

www.pathagar.com

বায়ান্ন

চমন নিজেই বুঝতে পারে না কিসের আকর্ষণে সে রোজই একবার গেণ্ডারিয়ায় যেয়ে মিসেস হাকিমের বাড়িতে হাজিরা দেয়। একবার তার চরণ দর্শণ না করলে সে ভীষণ অস্বস্থি অনুভব করে।

সেদিন রবিবার। ল' ক্লাশের কোন বালাই নেই। তার আবার ছেলেরা ছুটে চলেছে পল্টন ময়দানে। মাওলানা ভাসানী বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিফহাল করবার জন্য এক সভা আহ্বান করেছেন। চমন তাই সোজাসুজি চলে যায় মিসেস হাকিমের ওখানে। দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। কয়েক বার টোকা দেওয়ার পর দরজা খুলে গেল বটে, তবে মিসেস হাকিম যেন বিপর্য্যস্ত হয়েই দরজা খুলে, তার পিঠের উপর দরজা আবার বন্ধ করেছেন। দক্ষিণ দিকের কামরার দুয়ার বাহিরে থেকে বন্ধ থাকলেও তা' থেকে অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

চমন ড্রইং রুমে বসতেই মিসেস হাকিম তার সামনে এক গেলাস শরবত রেখে আবার চুপি চুপি চলে গেলেন—সে কামরার পাশের জানালাতে। চমন দেখতে পায় তিনি দিনের বেলায়ই আড়ি পেতে কি যেন শুনছেন। চমন তো আগেই জানে সেলিম ও তার স্ত্রীর দখলে রয়েছে এ কামরা। তাদের দাম্পত্য-লীলা তো তাকে সঙ্গে করেই তিনি সেদিন রাতে প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন। তবে আজকের দিনের বেলায় এ দৃশ্য পান করার তার উৎকট প্রচেষ্টা কেন?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মিসেস হাকিম ফিরে এলেন।

চমনের বিস্ময় বিমূঢ় ভাব বুঝতে পেরে তিনি নিজেই তার জওয়াবে বলেন—

গতকাল সেলিম তার বউকে নিয়ে গেছে তার শ্বশুর বাড়িতে। ওরা সেখানে আজও থাকবে। ওদের ঘরে বর্তমানে রয়েছে পাড়ার একটি ছেলে ও তার বউ। ছেলেটি আমাকে আম্মা বলে ডাকে। সে বিয়ের পরে তার বউকে নিয়ে এসেছে আমায় সালাম করতে। তাই ওদের ওই কামরায়ই দিয়েছি বিশ্রাম করার জন্য।

চমন বুঝতে পারে কিসের উদ্দেশ্যে তিনি সে বিশ্রামের আয়োজন করেছেন। তাই একটু শ্লেষের সুরেই বলে।

www.pathagar.com

: এভাবে আড়ি পেতে দৃশ্য উপভোগ করা কি আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে? এ দৃশ্য দেখতে না পেলে রাতে ঘুম হয়না বুঝি?

মিসেস হাকিম প্রতিবাদ না করে বরং তার কথাতে সায় দিয়েই বলেন ---

: হ্যাঁ ঠিকই বলেছো চমন যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন আমার ভীমরতি ধরেছে। এসব বিষয়ে আলাপ আলোচনা বা এ সংক্রান্ত দৃশ্য দেখতে না পেলে আমার অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ হয়। তুমি তো জানোই চমন--- আমার নিজের সৃজনী শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। লোপ পেয়েছে বলেই আমি অপরের সৃষ্টির দৃশ্যে আনন্দ পাই। এ জন্যই বোধহয় বুড়ো-বুড়িরা যৌনতত্ত্ব নিয়ে আলাপ আলোচনায় আনন্দ পায়। এজন্যই তারা অশ্লীল কথা বলতে এতো ভালবাসে। তোমারও যখন যৌবন শেষ হয়ে যাবে চমন, তখন আমাদের মত তোমারও এ পথেই আসতে হবে। বলে সোহাগ করে চমনের মুখ খানা তার পানে টেনে নেন। চমন তার হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়তেই তিনি বাঘিনীর মত তাকে সাপটে ধরার চেষ্টা করেন। চমন তাকে ঠেলে দিয়ে গজ্‌গজ্‌ করে বেরিয়ে যায়। এ বেহায়া বুড়ির কাছেও সে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে।

ইতিমধ্যে মিসেস হাকিমের অপর ছেলে দানেশও তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী তাদের কামরা থেকে বেরিয়ে আসে—ব্যাপার খানা কি জানতে চায়। মিসেস হাকিম তাদের দু'জনকেই আবার তাদের মিলন বাসরে ঠেলে দিয়ে বলেন —

: তোমরা বিশ্রাম করগে। আমার এক মাথা পাগলা বোনপোর সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়েছে এ পর্য্যন্তই ---

তারা মুচকি হেসে আবার তাদের কামরায় চলে যায়। মিসেস হাকিম কিন্তু আর দৃশ্য উপভোগ করতে কোন প্রয়াস পান না। তিনি তার কামরায় যেয়ে সটান শুয়ে পড়েন। আজকে চমনের মত এক পুচকে ছেলেও তাকে প্রত্যাখান করার সাহস পেলো। এতদিন পর্য্যন্ত যাকে তিনি মানুষ বলেই গণ্য করতেন না আজকে কিনা সে-ই তার পৌরুষ-দেখিয়ে অবলীলা ক্রমে তাকে প্রত্যাখ্যান করে গেলো।

www.pathagar.com

তেপান্ন

মামার বাড়িতে এসে উঠেছে বটে তবে হেনার নিজেই কাছেই তার এ আগমন বাঞ্ছনীয় বলে মন হয়নি। মামা ও মামী উভয়েই খুব ভাল লোক। তবে হাবিব ব্যাংকে তিনি হাজার টাকা বেতন পেলেও ফি বছরেই তাদের বাড়িতে এসে আবির্ভূত হন হয়ত একজন খোকা না হয়ত একটি খুকী। এদের বর্তমান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেরো। এতগুলো ছেলেপিলে নিয়ে তার মামী সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। বাইরের লোক দূরের কথা—আপনার জন সম্বন্ধেও কোন খবর রাখা সম্ভবপর হয়না। হেনাকে তার মামাতো বোন আদিলার কামরায় জায়গা দেওয়া হয়েছে। সেই মামা মামীর সর্বপ্রথম সন্তান। সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। তার কাছে তার পিতা-মাতা এ সৃষ্টি, কুশলতা মোটেই ভাল লাগে না। তাই একদিন অনুযোগের সুরে তাকে সম্বোধন করে বলে।

ঃ হেনা আপা, তুমিতো এলে তোমার মামার বাড়িতে, তবে ,খোকা খুকির কান্নার চোটে তোমার বোধ হয় রাতে ঘুম হয় না—হেনাও স্পষ্ট চোখের সামনেই দেখতে পায় বেলা আটটা নাগাদ তার মামী ওদের মলমূত্র পরিস্কার করতেই নিযুক্ত থাকেন। কোন মতে তার মামার জন্য একটু নাস্তার ব্যবস্থা করে দিয়েই তিনি আবার ফিরে যান—কোন্দলরত এ শিশুব্যূহের মাঝখানে। এরা বড়ই হিংস্র। কারো পাতে একটা ডিম পড়েছে কি না পড়েছে অমনি সকলেই একসঙ্গে চেচিয়ে উঠে, 'আমায়ও আস্ত একটা ডিম দাও—

মামী বেচারীকে তাই এদের খাবার পরিবেশনকালে খুব সাবধানে হাত ঘুরাতে হয়। এদের দৃষ্টি খুবই প্রখর। একটু এদিক সেদিক হলে তার আর রক্ষা নেই। এহেন পরিস্থিতিতে আর কত দিনই বা থাকা যায়। এদের খানার টেবিল যেন একটা মহাযুদ্ধের আসর। হেনার এ আসরের মধ্যে স্থান সংকুলান যদিও বা হয়, এবং তার মামানী যদিও তার পরিচর্য্যায় একটু ও ত্রুটী করেন না, তবুও এ ডনকুইসটদের মত ভাই বোনদের কাছে থেকে সে দূরে সরে যেতে পারলেই বাঁচে। ইতিমধ্যে তার মামা কয়েক জায়গায়ই তার জন্য দরখাস্ত দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি সম্বন্ধে সে নিশ্চিত বলা যায়। একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদে তাকে নিশ্চয়ই বহাল করা হবে। তবে হেনার তাতে এক অসুবিধা

www.pathagar.com

দেখা দেবে। তার মামার বাড়ি মালিবাগে। এখান থেকে সে ইস্কুল তিন মাইলেরও কম হবে না। এতদূর থেকে সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ কি ভাবে করতে পারে? কাছে কোথাও বাসা লওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ নূতন প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীগণের জন্য কোন কোয়ার্টার এখনও তৈরি হয়নি। বাসা পাওয়া গেলেও মুশকিল, সেখানে সে একা থাকবে কি করে?

এসব ভাবনা চিন্তার কোন শেষ নেই। যাক্‌গে। যা কপালে হবার তা-ই হবে। ইতিমধ্যে ঢাকায় শোরগোল উঠেছে কাগমারীতে এক বিরাট সাহিত্য সভা হবে এবং তাতে যোগদান করবেন পশ্চিম বঙ্গের প্রবোধ কুমার সান্যাল কাজী আবদুল ওদুদ, নরেন্দ্রদেব, রাধা রানী দেবী প্রমুখ সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকাগণ। এদের আগমন উপলক্ষে কার্জন হলেও এক সাহিত্য সভা হবে এবং এসব বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ তাদের ভাষণ দান করবেন। মালীবাগ থেকে কার্জন হল বেশী দূরে নয়। হেনা তাই একাই একখানা রিকশায় আরোহন করে কার্জন হলের গেটে উপস্থিত হয়। নামতে যাবে এমন সময় চমনের সঙ্গে তার দেখা। চমনকেও দেখাচ্ছে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত। হেনাই তাকে প্রথমে সম্বোধন করে বলে — 'কি হে চমন অপরের টাকায় অন্ন ধ্বংস করে বুঝি তা হজম হয় না? চমন তার কথায় সায় দিয়ে বলে —

'ঠিক তাই হেনা, ওর টাকা আমি ফেরত দেবো ভাবছি, ও আমায় নিয়ে ডুবতে চায় কোন অতল সমুদ্রে তা' আমি এখনও বুঝতে পারিনি —
ইতিমধ্যে সভা আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজী আবদুল ওদুদ তার ভাষণ দিচ্ছেন —

: তিনি প্রথমেই আক্ষেপ করে বলেন 'আজকে এ কার্জন হলেই আমায় পরিচয় দিতে হচ্ছে অথচ ঢাকায় থাকা কালে প্রত্যেক সপ্তাহেই আমরা কার্জন হলে কোন না কোন সভার আয়েজন করতাম। বাংলাদেশ আজ বিভক্ত, তবে বাংলার সংস্কৃতির বিভাগ হয়নি, এ সংস্কৃতি এক ও অবিভাজ্য কোনদিন একে দ্বি-খণ্ডিত করা যাবে না। অন্যান্য বক্তার ভাষণ না শুনেই হেনার কাছে এসে চমন বলে
'চলো হেনা তোমার বাসায়, তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে—
রিকশায় উঠেই চমন আলাপ শুরু করে —

www.pathagar.com

'তুমি যে পাশ করেছো সে খবরও পেয়েছি। ঢাকায় যে চলে এসেছো সে খবরও রাখি। তবে ঢাকায় কোথায় এসে উঠেছো জানিনে, গতিকে তোমার খবর নিতে পারিনে। আমি ঠিক করেছি মিসেস হাকিমের তিন হাজার টাকা আমি ফেরত দেবো। ওর মত এমন রাক্ষুসে মেয়েছেলে আমি আর কোথাও দেখিনি। ল' পড়ছি। চেষ্টা চরিত্র করলে একটা চাকরিও পেয়ে যেতে পারি, হেনা, যাকে উৎসাহ দিয়ে বলে —

'তাই তো করবেই, ব্যাটা ছেলে হয়ে পরের উপার্জিত ধনে ভাগ বসাবি— তা আমার চোখে মোটেই ভাল দেখায় না। মেয়ে ছেলে হয়েই আমি আর মামুর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাইনে। বালিকা বিদ্যালয়ে দরখাস্ত দিয়েছি। আশাকরি চাকরি পেয়ে যাবো তবে সেখানে একা থাকবো কি করে?

থাকা নিয়েই যত, সমস্যা' চমন আমতা আমতা করে বলে —
'আমারও চাকরি হয়ে গেলে আমি ইকবাল্ হ'ল ছেড়ে দেবো। এতো লোকের সঙ্গে একত্র বাস করে নিজের পছন্দসই চলা যায় না। তুমি আগে বাসা তৈরি করো আমিও এসে তোমার সঙ্গে যোগ দেবো তবে আমরা উভয়েই অবিবাহিত এ নিয়ে সমাজে বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে নানা কথা উঠতে পারে।

হেনার ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠে —

'এতকাল কাটালাম ক্লাবে অনাত্মীয় পুরুষ ও নারীদের মধ্যে আর এখন সংকুচিত হবো? তাদের আলাপ আলোচনা শেষ হতে না হতেই রিকশা এসে মালীবাগে পৌঁছে যায়। রিকশা থেকে নেমে চমনকে নিয়ে হেনা বাড়িতে প্রবেশ করে। সর্বপ্রথমে তার মামীই অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকালে হেনা বলে —

'ও আমাদের অভিভাবক একরাম রসুল সাহেবের চাচাতো ভাই, গতবার বি,এ ডিগ্রি নিয়ে ল' পড়ছে, ইকবাল হলে থাকে—আমরা এক সঙ্গেই মানুষ হয়েছি।

চমনের বাপের নাম এনায়েত রসুল জেনে এবং তাদের মূল বাড়ি নোয়াখালির ছাগলনাইয়াতে জেনে হেনার মামী তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন —

'তুই হয়ত জানিসনে—তোর আম্মা ছিলেন আমার আম্মার আপনার খালাতো বোন। তোর কোন খবরই আমরা এতদিন পাইনি। ভাগ্যিস্ আজ

www.pathagar.com

তোকে নিজের বাড়িতেই পেয়ে গেলাম। খুব ভাল হয়েছে রে আমাদের এ ভাগ্নির একটা হিল্লে কর ওতো ঢাকায়ই চাকরি পেয়ে যাবে—এখন একটা ভাল পাত্র দেখে তাকে সঁপে দিতে পারলে তার মামু ও আমার ভাবনার শেষ হ'বে। আমার তো মনে হয়—তুই এখনও বিয়ে থাওয়া করিসনি। তোর জন্যেও তো একটা বউ ঘরে আনা দরকার। আমার সঙ্গে সম্বন্ধে অবশ্য একটু বাধে। তুই আমার রক্ত সম্পর্কে ভাই আর ও হচ্ছে ভাগ্নি। তবে তোদের মধ্যে তো কোন রক্ত সম্পর্ক নেই তোদের দু'জনকেই মানাবে ভাল।

তার এ দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে চমন মুচকি হাসি হাসে আর হেনা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়।

www.pathagar.com

চুয়ান্ন

ঢাকাতে রওয়ানা দেবার পূর্বেই হেনা জানতে পেরেছিলো---সৈয়দা ফরিদার সঙ্গে তার ভাই গুলশানের শাদি মোবারক সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাতে তার বিশেষ কোন আপত্তির কারণও ছিল না। কারণ যে উদ্দেশ্যে তার আব্বা গুলশানকে লালন পালন করেছিলেন সে উদ্দেশ্যে এতে ব্যর্থ হয়নি। বংশের একমাত্র বেটা ছেলে বলে বংশের প্রদীপ জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি তাকে সযত্নে ভরণ-পোষণ করেছিলেন। তার সঙ্গে গুলশানের গাটছড়া বেঁধে দেওয়ার সাধ যে তার আব্বার ছিল তা আব্বা আম্মার কথা বার্তায় বেশ স্পষ্ট হয়েও উঠেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত গুলশান তাকে প্রত্যাখান করেছে। এতেও তার কোন আফসোস নেই। সৈয়দা ফরিদা বংশ গৌরবে তাদের চেয়েও উচচ পর্য্যায়ের। কাজেই তার গর্ভজাত সন্তান অতি স্বচ্ছন্দেই তাদের বংশের প্রতিনিধি হয়ে বংশ গৌরব রক্ষা করতে পারবে। তবে গোলমাল বাধালো বিয়ের প্রকার নিয়ে।

এ বিয়েতো ইসলামী কায়দায় হয়নি।
হয়েছে অতি আধুনিক পদ্ধতিতে। দু'জনেই হলফ করে বলেছেন। তারা কোন ধর্মে বিশ্বাসী নন। তা'হলে এ বিয়ের ফলে যে সব ছেলেমেয়ে আসবে তারা তো জন্মের আগেই পাকা পোক্ত নাস্তিক হয়েই আবির্ভূত হবে। ওরা কি আর তাদের বংশ গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে পারবে বা তার কোন মূল্য দেবে?

গুলশানের অর্ন্তধানে আরও একটা সমস্যা জটিল হয়েই দেখা দিয়েছে। তার আব্বা আম্মা সহ হজ্জ যাত্রার প্রাক্কালে তার ও গুলশানের নামে তার সমুদয় সম্পত্তি দান করে গেছেন। গুলশানের অবর্তমানে সে একাকী এ সম্পত্তির উপসত্বই বা ভোগ করবে কি করে? দান বিক্রি বা হস্তান্তর করা তো দূরের কথা বাসার ভাড়াও তো সে একা নিতে পারবেনা। এজন্য উভয়ের যুক্ত সই থাকা চাই। হেনা তাই ভাবতে থাকে, আব্বাও গেলেন, আম্মাও গেলেন গুলশান ভাইও গেল শেষ পর্য্যন্ত তার আপন বলতে রইলো কে?

www.pathagar.com

কাজেই তাকে সংগ্রাম করেই অগ্রসর হতে হবে এ দুনিয়ায়। এর পরিণতিতে সে কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে। সে নিজেই কিছু জানে না। তবে তাকে চলতে হবে শত বাধা বিপত্তি স্বত্ত্বেও। হেনার মানস-রাজ্যে চলছে প্রচাণ্ড ঝড়। ঠিক সে সময়ই তাদের বাড়ির দুয়ারে একজন ডাক পিয়ন এসে উপস্থিত। তার হাতে মস্ত বড় একখানা রেজিষ্টারী করা খাম। সই করে খাম খানা হাতে করে হেনা হকচকিয়ে যায়। কোন দুঃসংবাদ এতে নাই তো? কম্পিত হস্তে হেনা খাম ছিড়ে তার ভিতরকার কাগজ বের করে দেখে তা এক বিরাট দান পত্র। গুলশান তার সমুদয় অংশ হেনার নামে দান করে এ দলিল সম্পাদন করে দিয়েছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে হেনা দলিল খানা আদ্যোপান্ত পাঠ করতে যাবে এমন সময় দলিলের ভিতর থেকে একখানা মস্ত বড় চিঠি মাটিতে পড়ে যায়। হেনা সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করে –

স্নেহের হেনা,

ছেলে বেলায় মা-বাপকে হারিয়ে নানীর গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম। নানী আমায় ছেড়ে কোথাও যেতেন না কোন কাজ কর্মই করতেন না। ছ'বছরের বয়সে তোমার আব্বা আমার চাচাজান নানীর কোল থেকে নিয়ে এনে তোমাদের বাড়িতেই ঠাঁই দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ও চাচী আম্মার কাছে যে আদর আপ্যায়ন পেয়েছি, বোধ হয় মা বাপের কাছেও তা' পেতাম না। কত আদর সোহাগ করেই চাচাজান আমায় মানুষ করেছিলেন। তার একমাত্র ভরসা ছিলাম আমি। আমাদের বংশে, এ পুরুষে আমি ছাড়া আর কোন ব্যাটা ছেলে নেই। তাই শেষ কূল প্রদীপকে (?) তিনি অতি যত্নে প্রতিকূল বাতাস থেকে ঘিরে রেখেছিলেন তার মহান ব্যক্তিত্বের আড়াল দিয়ে। তবে ফল ফললো সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি চেয়েছিলেন আমি একজন পরহেজগার মুত্তাকি মুসলমান হয়ে গড়ে উঠবো পাঁচবার নামাজ পড়বো—আল্লাহ্ রসুলের নাম নিয়ে সব কাজ কর্ম করবো। হয়ত বা আমি সেই রূপ ভাবেই গড়ে উঠতাম, তবে যে পরিস্থিতিতে তিনি আমায় গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন—তাতে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি আমায় এমন সব সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিলেন যারা সর্বদাই সকল ধর্মকে নিয়ে উপহাস করতো। ওদের কাছে জীবনটাই ছিল সত্য। বেহেশ্‌ত্-দোজখ, পরকাল সবই ছিল মিথ্যা।

www.pathagar.com

ওরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলো ধর্মের ধ্বজাধারী, হিয়া লম্বা দাড়ি-বিশিষ্ট লোকদের দ্বারা যত অপকর্ম হয়, তথাকথিত নাস্তিক লোকদের দ্বারাও তা হয়না। কাজেই ধর্ম তো নয় ধার্মিকের রূপ দেখে ওরা ধর্মকে বর্জন করেছে। ওরা অতি ছেলে বেলাতেই আমার মনে এ সব ধারণার ছাপ এত গাঢ় ভাবে একে দিয়েছে যে আমার পক্ষে সে গুলো তুলে উপরে ফেলে দিতে হবে। আমি তাই আমার পথ বহু আগেই বেছে নিয়েছি। এ জন্য চাচাজান বা চাচী আম্মার মনে খুব চোট লেগেছে। নিশ্চয়ই, তবে এ পথ ছাড়া আমার পক্ষে অন্য কোন পথ ছিল না। তবুও চাচাজান আমায় কত স্নেহ করতেন তার প্রমাণ রয়েছে তার দান পত্রে। তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি ভাগ করে তোমার নামে অর্ধেক ও আমার নামে অর্ধেক দান করে গেছেন। তবে তাঁকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করা স্বত্ত্বেও আমি তার এ দান গ্রহণ করতে পারলুম না। কেননা আমি এ দানের যোগ্য নই। যে ধারনা পোষণ করে তিনি এ সম্পত্তিতে আমাকে ভাগ দিয়েছেন, সে ধারণার অনুকূল কোন কাজও আমার দ্বারা সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই তার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী তোমাকেই আমি তার এ দান ফিরিয়ে দিলাম। তুমি এ সম্পত্তি গ্রহণ করবে কোন আপত্তি করোনা।

তার এ দান আমি গ্রহণ নাই করলাম, তবুও তার প্রতি আমার আরও কর্তব্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন আমার মাধ্যমেই যেন আমাদের বংশের প্রদীপটি চিরকাল জ্বলে থাকে। তা'ও বোধহয় আর ঘটলো না। সৈয়দাকে বিয়ে করেছি জানতে পারলে চাচাজান নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। কারণ তিনি সিলেটে থাকাকালীন সৈয়দা'র যে রূপ দেখেছেন তা'তে তার পক্ষে আহলাদিত হওয়া-ই কথা। তবে বর্তমানে সে সৈয়দা আর নেই। সে এখন পাকাপোক্ত নাস্তিক। সে আমার মত ঝানু নাস্তিককেও ডিঙিয়ে গেছে। আমার মাঝে কোন সময় কোন দুর্বলতা দেখা দিলেও সঙ্গে সঙ্গে শোধরে নেয়। নব-দীক্ষিত লোকের পক্ষে যা' অতি স্বাভাবিক তা-ই তার আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে।

যা, হোক তুমি বিয়ে থা' করে সুখী হও এবং তোমার রক্তের মাধ্যমেই এ বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক এই কামনা করি।

তুমি বর্ত্তমানে ঢাকায় আছো জেনেই তোমার ঠিকানায় এ দলিল পাঠিয়ে দিয়েছি। একরাম সাহেবকেও আমি জানিয়ে দিয়েছি এখন থেকে ভাগাভাগি

www.pathagar.com

করে তোমার নামে যেন, মনি-অর্ডার যোগে সব টাকা পাঠানো হয়। আমার খোঁজ খবর নিও না, কারণ আমার ঠিকানা ভূগর্ভ। এপথে যখন পা বাড়িয়েছি তখন মৃত্যুকে যে কোন সময় বরণ করতে পারি। তবে এর জন্য আমার আফসোস নেই। এ দুনিয়ার শত শত মজলুমের মুক্তির জন্য আমার মত একটি অপদার্থ লোকের যদি জীবনের অবসান হয়, তা হলে আপনাকে ধন্য মনে করবো।

চাচাজানের কোন চিঠি পত্রাদি পেলে একরাম সাহেবকে জানিয়ো। তার মারফতে আমি তা' জানতে পারবো। এ লোকটির প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাইনি। যদিও আমার মত উগ্র সাম্যবাদী নয়, তবু তার মনে এ দুনিয়ার মানুষের প্রতি রয়েছে অসীম সহানুভূতি।
আশাকরি ভালই আছো।

তোমার ছন্নছাড়া
ভাই
গুলশান

www.pathagar.com

পঞ্চান্ন

বাবুলের সঙ্গে সদ্য আগত ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আহাদ কবীরের বিয়েতে শহরের গণ্যমান্য অনেক লোকই যোগদান করেছিলো। তবে 'নয়া-জিন্দেগী' ক্লাবের কোন সদস্যকেই দাওয়াত দেওয়া হয়নি। তার কারণ বাবুল চায়নি যে তার জীবনের এ সন্ধিক্ষণে ঘর ছাড়া বিবাগীর দল এসে তাকে টিটকারি দিক।

বাবুলের জীবনে এ প্রতিহিংসা যে দেখা দেবে তার জন্য ক্লাবের সকল সদস্যই প্রস্তুত ছিল। ওরা জানতো এ মেয়েটির বাইরের দিকটাই সত্যি, ভিতরে ওর সব কিছুই মেকি। বাবুলও যে এ সম্বন্ধে একেবারে অচেতন তা' নয়। তবে ও মনে করতো তার এ উল্লসিত আলাপ আলোচনার দ্বারা সে তার অন্তরের মানুষটিকে চাপা দিতে পারবে। তাতে কিন্তু সে মোটেই সফল হয়নি। তার স্বামীও মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তার আসল স্বরূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আহমদ কবীর স্পষ্ট দেখতে পায় বাইরে সে যত আধুনিক বলে বিজ্ঞাপন ছড়াক না কেন, আসলে এ মেয়েটি অত্যন্ত স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। দাম্পত্য জীবনে যে উদার দৃষ্টি ভঙ্গির প্রয়োজন এবং উভয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উভয়ের যে সজাগ ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন বাবুলের তা' মোটেই নেই। স্বামী তার কাছে তার প্রয়োজনের জোগানদার মাত্র। সে যা' চায় স্বামী তাই দেবে। পারস্পরিক আদান প্রদানের কোন প্রশ্ন এতে নেই।

বেগম ফয়েজ-উল-হাসান মেয়ের এ ব্যবহার লক্ষ্য করে শংকিত হয়েছেন। তবে মুখ ফুটে কথা বলতে সাহস করেননি। তিনি জানেন, তার স্বামী মেয়েকে এত আস্কারা দিয়ে গড়েছেন তার মতের বিরুদ্ধে কোন কথাই সহ্য করবে না। তাই নানাভাবে তাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন এ ভাবে দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি হয় না। উপদেশ স্থলে নয় সখীজনোচিত মন্ত্রণা দেওয়াও তিনি নিরাপদ মনে করেননি। তাই যাতে আহমদ কবীর কোন আঘাত না পায়, এজন্য তিনি অবসর সময়ে তার সঙ্গেই নানা আলাপ আলোচনায়, সময় কাটান। ওদিকে আবার ফয়েজ-উল-হাসানের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মাত্র সেদিন বিয়ে হয়েছে বাবুলের,

www.pathagar.com

এরই মধ্যে মেয়ে তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। যে মেয়ে ছিল আব্বাগত-প্রাণ। আজ অহোরাত্রের মধ্যে সে একবারও আব্বার কাছে দিয়েও যায় না। জামাইটি রাতের বেলা থাকে তার মেয়েকে নিয়ে। আর দিনের বেলা তার শ্বাশুড়ীকে নিয়ে। তিনি একান্ত ভাবেই নিঃসঙ্গ।
তিনি জানেন তার অবর্তমানে এ সম্পত্তির মালিক হবে তার মেয়েই। বিবিও একটি অংশ পাবে। এজন্য তার হিতাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধবেরা তার জীবন কালেই সমস্ত সম্পত্তি তার মেয়ের নামে হস্তান্তর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে তিনি দুঃসাহসের কাজে হাত দেননি। তার ভয় হয়েছিল পাছে রাজা লিয়ারের মত তাকে পথে পথে ঘুরে মরতে হয়। তার বিবিও এতে সম্পূর্ণ সম্মত হননি। তারও আশংকা ছিল বাবুল বা জামাই এ সুযোগ পেলে তাকে হেনস্থা বা অবহেলা করতে পারে।

ফয়েজ-উল-হাসান তাই আপনার বুদ্ধির তারিফ করে এতদিন পর্য্যন্ত সব কিছু সহ্য করেছেন। তবে এ পরিস্থিতি এখন তার কাছে অসহ্য। নিজের উপার্জিত সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকবে না, অথবা নিজের বাড়িতে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না এ কথাটা ভাবতেও ব্যথা লাগে। এতদিন তিনি মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে সবকিছু সহ্য করেছেন। তবে এখন তার মনে ভবিষ্যতের চিন্তা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। তার আত্মীয় স্বজন বহু আগেই তাকে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করেছেন। তবে এ বিষয়টি বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ বেমানান বলে, এতদিন পর্য্যন্ত তিনি তা' পরিহার করেছেন। এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ প্রত্যাহার করা তার পক্ষে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তার মনের এ দ্বৈতভাব তার বিবির অজ্ঞাত ছিল না। তাই কোন নারীর সঙ্গে তার মেলামেশাকে তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি যে হেনাকে তিনি বাবুলের মত তারই আরও এক মেয়ে বলে মনে করতেন, তার সঙ্গেও বেশীক্ষণ আলাপ আলোচনা করলে তার বিবির মনে ঈর্ষা দেখা দিতো। তিনি লেখাপড়া খুব বেশী করেন নি। তবে সেলাইর কাজে ছিলেন সুদক্ষা। তাই নিয়ে দিনরাত মশগুল থাকলেও স্বামীর প্রতি কড়া নজর রাখতে ত্রুটি করতেন না।
বর্তমানে মেয়ে ও জামাইর দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখা দিলে, তিনি তার মধ্যে সেতু হয়ে তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে ঢেকে রাখবার সাধনায় ছিলেন মগ্ন।

www.pathagar.com

তবে এতেও তিনি সফল হতে পারেননি। ইতিমধ্যে তার জামাই এক টেলিগ্রাফ পেয়ে ঢাকাতে চলে গেছে। তাকে নাকি ঢাকা সেক্রেটারিয়েটে কাজে যোগদান করতে হবে। অকস্মাৎ মাথায় বাজ পড়লেও মানুষ বোধহয় এতো ভীত হয় না। এখন তিনি কোন কূল সামলাবেন? জামাই যখন বদলি হয়েছে, তখন অগ্যতা বাধ্য হয়েই তার মেয়েকেও তার সঙ্গে ঢাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেখানে তিনি না থাকলে মেয়ে জামাইর এ বিপরীতমুখীন স্বভাবের মধ্যবর্তী হয়ে কে কাজ করবে? তাই তাকেও তাদের সঙ্গেই যেতে হবে।

এ দিকে তার স্বামী কিছুতেই সিলেট ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। তার অনুপস্থিতিতে তিনি যদি আবার?

ভাবতেও তার গায়ে কাটা দেয়। তাই জীবনের এ নিরন্ধ্র অন্ধকারে তিনি দেখতে পেলেন কতকগুলো আলোর কণা সেগুলো তারই চোখ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

www.pathagar.com

ছাপ্পান্ন

লালমাটিয়ার কাছে ঢাকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরি পেয়ে হেনা বিদ্যালয়ের কাছেই এক বাড়িতে উঠে যায়।

কোন পুরুষ মানুষ সঙ্গে না থাকায় প্রথমে সে বড়ই বিব্রত বোধ করে। তবে ইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাড়িও কাছে থাকায় তিনি সব সময়ই তার খোঁজ খবর করেন।

তিনি ইস্কুলের এক বুড়া দফতরীকে হেনার বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। একটি বুড়া ঝি সকালে এসে হাট বাজার করে এবং রান্নাবান্না করে রাত্রে চলে যায়।

আশে পাশে এতগুলো লোক থাকা স্বত্ত্বেও হেনা তাকে একান্তই নিঃ-সহায় ও নিঃসঙ্গ বলে মনে করে। ইস্কুল বসে দশটায়। ন'টায় গোসল করে, নাস্তাদি সেরে, সে ইস্কুলে যায়, আবার একটায় বিরতির সময় ফিরে এসে খানা খায়। বিকেল চারটা পর্য্যন্ত তার ক্লাশ। সব সময়ই মেয়েদের সঙ্গে চেচামেচি করতে হয়। তাকে দেওয়া হয়েছে ক্লাশ এই-টের ইংরেজী পড়ানোর ভার। সেভেন এ তাকে নিতে হয় অংক এবং সিকস-এ নিতে হয় সমাজ-পাঠ। মেয়েরা যেন তাকে সমীহ করতে চায় না। প্রথম যেদিন সে ইস্কুলে যেয়ে উপস্থিত হল, তাকে দেখে মেয়েরা মনে করেছিলো, বুঝিবা কোন মেয়ে ভর্তি হওয়ার জন্যই এসেছে। তার চেহারা আগাগোড়া নিতান্ত কচিই রয়ে গেছে। মেয়েদের আবার বয়স অনুমান করা যায় না। বিয়ে না করা পর্য্যন্ত সকল মেয়ের বয়সই ষোল। ছেলেপিলের মা হ'লে কুড়ি, আর প্রথম মেয়ের বিয়ে দিলে চল্লিশ। ইস্কুলের কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা তো বটেই। এ দুনিয়ার সকল মেয়েই মানুষের যৌন-জীবন সম্বন্ধে খুটিনাটি জানতে চায়। সে অবিবাহিতা জেনে মেয়েরা যেন আরও একটু সাহস পেলো। তার আদেশ পালন করতে গড়িমসি করা যেন তাদের ফ্যাসন হয়ে দাঁড়ালো। হেনা সবই বুঝতে পারে। তবে জীবনের এ প্রথম কর্মে যাতে কোন বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সব কিছুই মুখ বুজে সহ্য করে যায়। তবে ক্লাশ এইটের কয়েকটি মেয়ে যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে বলে তার মনে

www.pathagar.com

হয়। সেই স্কুলে যাওয়ার আগে খড়িমাটি দিয়ে বোর্ডে মাঝে মাঝে ছোট খাটো কবিতা লিখে রাখে। তারা ইতিমধ্যে তার একটা মানান সই নামও রেখেছে।

একদিন ক্লাশে ঢুকেই যা' প্রথমে তার চোখে পড়ে তা-হচ্ছে

ললিতা সখীর রঙখানি কালো —
মুখের আদল মিষ্টি মধুর ভালো —

তা'হলে তারা তার নাম দিয়েছে ললিতা সখী। এ নাম তো অতি পরিচিত। শ্রী রাধিকার সখী ললিতার নাম বাঙলা ভাষাভাষী কে না জানে? এতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। হেনা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনেনা। এমনি ধারায় আপন কাজ কর্ম সেরে যায়। তবে ওরা আস্কারা পেয়ে একটু বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়। একদিন দেখে বোর্ডে লিখা রয়েছে

ললিতা সখীর সুবল, আসবে কবে?
সে ভাবনায় মরছি ভেবে ভেবে —

এর ইঙ্গিত হেনার কাছে অতি স্পষ্ট। রাগে ও লজ্জায় তার কর্ণমূল লাল হয়ে পড়ে। আপনাকে যথাযথ সংযত করে সে বলে —

'তোমাদের আমি আপন ছোট বোনদের মতই মনে করি, সে জন্যই তোমাদের কোন অপরাধ হয়ে থাকলেও তাতে রুষ্ট হইনে। তবে দেখতে পাচ্ছি তোমরা যেন আমার এ দুর্বলতার সুযোগে একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছো। বিয়ে থাওয়া আমার যেমন হয়নি তোমাদেরও হয়নি এ নিয়ে কি রাত দিন ভেবে চিন্তে মরতে হবে —

লায়লা নাম্নি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বললে —

'আপনি হয়ত জানেন না আপা আমাদের পারভীনের বিয়ে হয়ে গেছে, ওর স্বামী বর্তমানে করাচীতে কাজ করে —

পারভীন লায়লার হাতে এক খামচা দিয়ে বলে —

'লায়লার বিয়ে এখনও হয়নি আপা, তবে ওর ফুপাতো ভাইর সঙ্গে ঠিক হয়ে আছে। ওর এম,এ, পরীক্ষার ফল বের হলেই ওদের বিয়ে হবে —

হামিদা বলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বলে —

www.pathagar.com

'জেস্‌মীনেরও বিয়ের পাকা আলাপ হয়ে গেছে, ওর এক বন্ধুর সঙ্গে — জেস্‌মীন তীব্র প্রতিবাদ করে বলে —

'না আপা ও মিছে কথা বলছে,, আমার কোন বন্ধু নেই ওরই এক বন্ধু রয়েছে—সে সিনেমার ষ্টার —

এভাবে এ, ওর, ও অপরের হয়ত বা বিয়ের, না হয় প্রেমের সম্পর্কের বিষয় তার কর্ণ গোচর করে। ফলে সেদিন ক্লাশে বিয়ের আলোচনাই হয়—পড়াশুনা কিছুতেই অগ্রসর হয় না। এর কিছুদিন পরে হেনা পাঠ্য পুস্তক বাড়ি থেকে আন্‌তে ভুলে যায়। তাই সামনের সারির যুথিকা বলে একটি মেয়ের কাছে থেকে তার বই নিয়ে সে দিনের পাঠ্য বিষয় মেয়েদের বুঝিয়ে দেয়। সে ক্লাশটি ছিল শেষের দিকে। ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করে বেরিয়ে যায়। কাজেই তাকে বাধ্য হয়েই বইখানা তার বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। অনেক গুলো পাঠ এখনও বাকী রয়েছে। নভেম্বর মাস এলো বলে। ইতিমধ্যে এগুলো শেষ করা যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে সে বোর্ডের তৈরি সে পাঠ্যপুস্তক খানা উলটাতে থাকে। ঠিক মাঝামাঝিতে একখানা ফটোগ্রাফ ও এক-খানা চিঠি পেয়ে সে তার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করার লোভ সামলাতে না পেরে তা পাঠ করে। চিঠিখানার অক্ষর দেখলেই বুঝা যায়, পুরুষ মানুষের হাতে লিখা। তাতে রয়েছে —

প্রেয়সী যুথিকা—সেদিন রমনা পার্কে জীবনের যে স্বাদ পেয়েছি তা কোনদিনই ভুলবো না। আমার মনে হয়। তুমিও ভুলবে না। তবে এভাবে তো চোরের মত জীবনকে ভোগ করা যায় না। তার সুযোগও মিলে বা ক'দিন? তাই বলছি হয় তোমার আব্বা আম্মার সম্মতি নিয়ে আমার সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধতে প্রস্তুত হও, না হয় ওদের সঙ্গ পরি-ত্যাগ করে আমার সঙ্গে উধাও হতে প্রস্তুত হও। আমি আর এ দোদুল্য-মান দোলায় দোল খেতে প্রস্তুত নই, তোমার যে পথ পছন্দ হয় পত্রপাঠ মাত্র আমাকে জানাবে। যদি কোনটাই পছন্দ না হয়, তা'হলে তোমার তৃতীয় পথ তুমি নিজেই আবিষ্কার করবে। তোমার পিছনে যত টাকা ব্যয় করেছি, তার জন্য আমার কোন খেদ নেই জীবনে কত টাকাই তো এ ভাবে খুইয়েছি। আমার চুমো নিও, ভালই।

তোমারই
আদ্‌নান

www.pathagar.com

চিঠি পড়ে হেনার বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠে।
এইমাত্র ক্লাশ এইটের মেয়ে। এরই মধ্যে জীবন সুখ উপভোগ করতে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেছে। কেবল নিজেই প্রস্তুতি নেয়নি। অপরকেও আনন্দ বিতরণ করেছে। সাবাস মেয়ে বটে। যদি এ কেলেঙকারী ইস্কুল কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়, তা হলে তো, তারা, অবিলম্বে তাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। হেনা তাই মনে মনে ঠিক করে ওকে তার বাড়িতে ডেকে এনে এ বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করে দেবে।

হেনা ছেলেটির ফটোগ্রাফ দেখে অনুমান করলে, খুব সম্ভব কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আধুনিক ফ্যাসানের অবিন্যস্ত চুল। দাড়ি গোপ কামানো হলেও জুলফি নেমেছে—কানের গোড়া পর্য্যন্ত। সব কিছু না জেনেও হেনা তার সাহস ও দায়িত্ব জ্ঞানের জন্য তাকে প্রশংসা না করে পারেনি।
পরের দিনও ইস্কুলের বই নিয়ে হেনা ক্লাশে গেল না। যূথিকার বই দিয়েই কাজ সেরে ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যূথিকাকে ডেকে তাকে অনুসরণ করতে বলে সে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। এরপরে সেদিন তার কোন ক্লাশ নেই গতিকে তার হাতে রয়েছে প্রচুর অবসর। কাপড় ছেড়ে সাদামাটা একখানা শাড়ি পরে হেনা একখানা চেয়ারে বসে, অপর খানাতে যূথিকাকে বসতে ইঙ্গিত করে বলে—
'আদ্‌নান কে?
নিমিশের মাঝেই যূথিকার শ্যামল মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে আমতা আমতা করে উত্তর দেয়—
'এ নাম আপনি জান্‌লের কেমন করে?
হেনা নীচের ঠোঁটকে চেপে একটুখানি ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে বলে—
'যে ভাবেই জানি না কেন—তুমি আমার উত্তর দাও
যূথিকা মাথা নীচু করে বলে—
'ওর বাড়ী রাজশাহীতে, এখানে কনট্রাকটারের কাজ করে, খুব টাকা পয়সা ওদের'—
'ওর সঙ্গে তোমার পরিচয়—কতদিনের
'এই মাত্র মাস দেড়েক হ'বে।
কোথায়?

www.pathagar.com

'আমাদের বাড়িতেই সে এসেছিল আব্বার সঙ্গে আলাপ করতে
'তোমাদের বাড়ি কোথায়?
'মগবাজারে—
'কেন সে এসেছিল?
'সে এসে আব্বাকে বল্‌লে ওরা নাকি উত্তর বঙ্গ এসোসিয়েশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে আমাদের বাড়িও যখন রংপুরে আব্বাকে চাঁদা দিতে হবে—
'তোমার আব্বা কি বললেন—
'তিনি বললেন আমি গরীব মানুষ, এক টাকা দিতে পারি এর বেশী আমি দিতে পারবো না
সে এ চাঁদা নিলে?
'হা আপা নিলে
'তারপর?
তারপরে আব্বা আমায় একটা টাকা এনে দিতে বললেন এবং সে ইতি-মধ্যে একখানা রশিদ কাটলে—
আমি তার হাতে টাকা তুলে দিতেই সে বললে ওবুঝি আপনার মেয়ে, বেশ তো মেয়ে, ওকে নিয়ে আমার ওখানে একদিন যাবেন—
তোমার আব্বা কি করেন?
'তিনি সেক্রেটারিয়েটে দ্বিতীয় ডিভিশনে চাকরি করেন—
'মাইনে কত?
মাইনে মোটে তিন শত টাকা—
'তোমার ক'টা ভাই বোন?
সবে মিলে ছ' ভাই ও তিন বোন
তুমিই সর্বজ্যেষ্ঠ
'হা আপা—
'এরপরে তার সঙ্গে তোমার দেখা কোথায়?
সে একদিন আব্বা আম্মা ও আমাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। রামকৃষ্ণ মিশন রোডে, বিরাট তেতলা বাড়ি। মস্ত বড় গাড়ি, সব কিছুই রয়েছে তবে বাড়িতে কোন মেয়ে ছেলে নেই।
"তা হলে সে অবিবাহিত?
আমার তো তাই মনে হয়—

www.pathagar.com

'এরপরে তার সঙ্গে তোমার আবার সাক্ষাৎ হল কখন?
এরপরে সে রোজ আসতো আমার ও ছোট ছোট ভাই বোনদের জন্য কাপড় আনতো, সে আমাদের ঘরের ছেলের মত হয়ে গেলো। আদ্‌নান ভাইর সঙ্গে আমিও অবাধে মেলামেশা করতাম।
রমনা পার্কে তোমার সঙ্গে তার দেখা হল কবে?

আমাদের বাড়িতে এসে বললে যে সন্ধ্যায় খালুজান 'মধুমিতায় একটা ভাল ছবি দেখানো হচ্ছে, চলুন না খালা আম্মা ও যূথিদের নিয়ে। আব্বা আপত্তি তুলে বললেন, "না বাবা আমাদের দ্বারা তা' হয় না। আমরা বুড়ো মানুষ এসবে আমাদের মানাবে না। সে তখন বললে তা হলে যূথি, প্রীতি, রাখীদের দেন—ওদের দেখিয়ে আনি। আব্বা তাতে সম্মত হলে আমাদের তিন বোনদের নিয়ে ও মধুমিতায় যায়। সিনেমা দেখা শেষ হলে ও বলে 'এত দূর যখন এসেছো তা হলে রমনা পার্কের বাতাস উপভোগ করে যাও—। আমরা যখন পার্কে পৌঁছেছি তখন রাত দশটা। লোকজন বিশেষ নেই। প্রীতি ও রাখীকে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে ও বলে—তোমরা একটু আলাপ করো—আমি যূথিকে নিয়ে ওদিকে একটু ঘুরে আসি—

বলে যূথিকা থেমে যায়। হেনা তার পরবর্তী অধ্যায় সহজেই কল্পনা করতে পারে। তবে এতে যূথিকার সম্মতি কতটুকু ছিল তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে—

'আদ্‌নানই কি তোমার জীবনে সর্ব প্রথম পুরুষ?
যূথিকা অধোবদনে তাতে স্বীকৃতি প্রকাশ করে।
'হেনার ভাষা এখন আরও স্পষ্ট হয়ে পড়ে—

'তা হলে তোমার পক্ষে তার দাবীতে সম্মতি প্রকাশ করা উচিত। হঠাৎ যূথিকা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদনের স্রোতে ভাটার টান পড়লে সে আবার বলে—

'আব্বা বলেন লোকটা উচচ শিক্ষিত সুশ্রী, দরাজদিল বটে, তবে পাকা লম্পট, জুয়াড়ী আর মাতাল, ওকে বাড়িতে আমল দিতেও সংকোচ দেখা দেয়। কিছুতেই ওর হাতে মেয়েকে সঁপে দেওয়া যায় না।

ও পরিণত বয়সেও বিয়ে থা করেনি। তার কারণ ও ফুলে ফুলে মধু চায়, কোথাও জড়িয়ে পড়তে চায় না।

www.pathagar.com

হেনা সব কিছুই বুঝে—যুথিকাকে উদ্দেশ্য করে বলে—'চিঠিখানা ও ফটোগ্রাফ ছিড়ে ফেলে দেওয়াই উচিৎ। যদি অপ্যতা রাখতেই চাও, বাকসোবন্দী করেই রাখবে, এ ভাবে পুঁথি পুস্তকের পাতায় রেখে জীবনের কলঙ্কের ছাপের বিজ্ঞাপন প্রচার করো না—

'জি আচ্ছা আপা' বলে যুথিকা চলে যায়।

www.pathagar.com

সাতান্ন

বর্তমানে 'নয়া-জিন্দেগী' ক্লাবে ডালিয়াই একমাত্র বাশিন্দা 'নও হেলাল' পত্রিকার প্রকাশনায় তাকে খাটতে হয় অমানুষিকভাবে। তা' ছাড়া দু'একটা টিইশানীও করতে হয়—তা না হলে বালিকা বিদ্যালয়ের বেতন দ্বারা ব্যয় সংকুলান করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। যদিও পূর্বের ডালিয়া সে আর নয়, সাটামাটা চালে চলতে পারাতেই সে সন্তোষ লাভ করে, তবুও বন্ধু-বান্ধব বা বান্ধবীরা এলে, তাদের আপ্যায়ন করতে সে কিছুতেই দ্বিধাবোধ করে না। এতে প্রতি সপ্তাহেই তাকে পণের থেকে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করতে হয়। মাঝে মাঝে বাজার থেকে পুঁথিপুস্তকও সে কিনে আনে। একটা ছোট খাটো লাইব্রেরীও সে গড়ে তুলেছে। তবে তার কাছে যেন সবই ফাকা মনে হয়। কোথাও যেন কোন ফাক রয়ে গেছে—এবং সে ফাকেই যত সম্ভব অসম্ভব চিন্তা এসে তার মাথায় ভিড় করে।

আজকে একরামের সঙ্গে, তার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। হয়ত বা কোন জটিল মোকদ্দমার ফাইল ঘেটে লোকটা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। আজকে 'নও-হেলাল' পত্রিকার সম্পাদকীয় সে লিখতে পারবে না। হয়ত বা বাসা থেকেও লিখে পাঠিয়ে দিতে পারে। ডালিয়ার সত্যিই দরদ হয় এ লোকটার জন্য। বয়স তার প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। তবে ঘর সংসার পাত্‌বার কোন আয়োজনই নেই। তার ব্যবহারে বুঝা যায় না, তার মধ্যে কোন দুর্বলতা রয়েছে কিনা। অথচ এ মানুষই একদিন তার হাত চেপে ধরেছিলো। সেও ক্ষমা করেনি। যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলো। না জানি কোন সাধনার বলে সে মানুষই আজ মহামানবে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে যতটুকু ময়লা ছিল, সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে।

ডালিয়ার মনে মাঝে মাঝে অনুশোচনা দেখা দেয়। সেদিনের তার সে রণ-রঙ্গিনী মূর্ত্তির কথা মনে পড়লে সে লজ্জায় লজ্জাবতী লতার মত জড়সড় হয়ে পড়ে। একরামের পায়ে পড়ে সেদিনের তার এ অপ-রাধের জন্য ক্ষমা চাইতে তার ইচ্ছা হয়। তবে এতে একরামকে খাটো করা হয়। তার জীবনের এক দুর্বল মুহূর্ত্তকে আবার মস্ত বড় করে তুলে

www.pathagar.com

ধরে, তার সত্যিকার বিভাকে ম্লান করে দেওয়া হয়। শহরে ইতিমধ্যেই তার নামের সঙ্গে একরামের নাম যুক্ত হয়ে নানা কিমভূত কিমাকার কাহিনী তৈরি হয়েছে। এক অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে এক অবিবাহিতা যুবতী রাত দিন একসঙ্গে ঘোরাফিরা করেন। ওদের মধ্যে আবার কোন রক্ত সম্বন্ধ নেই। এ নিয়ে ডালিয়ার আব্বা বা ভাইয়েরা তাকে তিরস্কার করলে সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। দু'জনেই আবার সমাজ-সংস্কার করতে চায়। এরূপ জঘন্য জীবন যাপন করে কোন মুখে এরা এসব বাণী প্রচারে সাহসী হয়? ইত্যাকার নানাবিধ রটনা যে তাদের সম্বন্ধে রটেছে, সে সম্বন্ধে ওরা দু'জনেই ওয়াকিফহাল। তবে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ হয়নি বলে—এ দুর্গন্ধে শহরের বাতাস বিষাক্ত হয়নি।

ডালিয়া তার ভবিষ্যতের কোন পথই খুঁজে পায়না। সে এখন কি করতে পারে? কোন চাকুরি নিয়ে অন্য কোথাও সরে পড়বে? এত বড় অপমান সহ্য করার পরেও সে ছেড়ে দেবে তার মূল লক্ষ্য? এতদিন তার কাছে আদর্শটা ছিল নীহারিকা পুঞ্জের মত। নানাবিধ আলাপ আলোচনায় এবং বিশেষ করে একরামের সাহচর্য্যে তা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে দেখা দিচ্ছে। এখন চাই কাজ আর কাজ। সে পথে প্রথম পদক্ষেপ হবে ইসলামের নামে যত কুসংস্কার বা আবর্জনার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে সমূলে উৎপাটন। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের চরম বিকাশ দেখিয়ে অন্যকে সে পথে আহ্বান করা। অনেকদিন থেকেই ডালিয়া ভেবেছে একরামকে তার মনের কথা খুলে বলবে। তবে একরামের উপস্থিতিতে সে এতো সংকুচিত হয়ে যায়, সে সম্বন্ধে কোন শব্দ উচচারণ করাও তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না—

উদ্‌ভ্রান্তের মত এবং নানাবিধ চিন্তার জালে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেই একরাম এসে উপস্থিত। প্রথমেই সে প্রশ্ন তুললে আমাদের ভাষা নিয়ে। এ ভাষা তো বিলকুল বাঙলা ভাষাই। তবে তার মধ্যে রয়েছে অনেক আরবী, ফার্সি ও তুর্কি শব্দ, যে গুলো বহাল থাকবে—না তাদের ছাটাই করে তাকে আবার সংস্কৃত, নেষা করে তুলতে হবে। এ নিয়ে নাকি ঢাকার, সাহিত্যিক মহলে তুমুল বাক বিতণ্ডা হচ্ছে। ডালিয়া এ প্রসঙ্গের মূলসূত্র আবিষ্কার করতে পারে না। ভাষা গড়ে উঠে ভাবের বাহন হয়ে। ভাবের মধ্যে আরবী ফার্সি তুর্কি বা অন্যান্য ভাবের উপাদান থাকলে তা হলে অবলীলাক্রমে ভাষায় ফুটে উঠবেই। তাকে ছেটে দেওয়ার অর্থ

www.pathagar.com

হচ্ছে এ সব ভাবের মৌলিক উপাদান গুলোকেও ছেটে দেওয়া। তা হলে তো এ দেশে মুসলিমদের আগমন কাল থেকে যে সব ধ্যান-ধারনা বাঙলা ভাষায় রূপ পাচ্ছে, তার সব কিছুকেই পরিত্যাগ করতে হবে? এদের সব কিছুই কি এখন আগন্তুক বেদুইনের মত ভাষার রাজ্যে থেকে মরুভূমিতে বিদায় নেবে? এদের জন্য কি ভাষার রাজ্যে স্থায়ী ইমারত তৈরি হবেনা? তা হলে কি মুসলিম আমলের তৈরি তাজমহল দিওয়ানে-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস,, শীষ মহল, খাস মহল, সিকদরা, শাহদারা প্রভৃতি ইমারত গুলোরও নাম, পরিবর্তন করতে হবে? ষাট গম্বুজের নাম ষাট চূড়া করে দিতে হবে? দোয়াত, কলম, কালি, উকিল মোক্তার আমলা পেশকার সেরেস্তাদার প্যাদা, মোহরের প্রভৃতি শব্দেরও সংস্কৃত প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে হবে?

একরামও এ বিষয়ে ডালিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে, একরাম এ মানসিকতার আদি সূত্র বের করতে চায়। কেন এখন পর্য্যন্ত এ সব সাহিত্যিকদের মনে, এ হীনমণ্যতা বোধ রয়েছে?

একরামের ধারনা দীর্ঘকাল ইংরেজ তথা হিন্দুদের আধিপত্যের মধ্যে বাস করার ফলে, বাঙলা দেশের মুসলিম সমাজে এ হীনমন্যতা বোধ দেখা দিয়েছে। তবে ডালিয়া এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রমত পোষণ করে। তার মতে বাঙলাদেশের অধিক সংখ্যক মুসলমান অত্যন্ত হিন্দু থেকে ধর্মান্তরীত।

দীর্ঘকাল বর্ণ হিন্দুদের দাসত্ব করার ফলে, এখনও তাদের মানস থেকে সে হীনতাবোধ লোপ পায়নি। এ জন্যই চাটুয্যে বাড়ুয্যে, গাঙ্গুলি ঘোষাল, মুখুজ্যে বা ঘোষ, বোস, গুহ মিত্র প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের পানির জন্য ওরা লালায়িত। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণও সে পেশ করে। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সময় যে সব তোখাড় ছেলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বিলাতে যেতো, তাদের প্রায় সকলেই ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দু। পাঠ শেষ করে বিলাত থেকে ফিরে আসা কালে ওরা বিলাত থেকে মেম নিয়ে আসতো। তার কারণ, ওরা মনে করতো, মেম সাহেবেরা তাদের থেকে উন্নত সমাজের মানুষ। তেমনি মুসলিম যুবকদের মধ্যে যারা কৃতবিদ্য, তারা হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। কাজী নজরুল

www.pathagar.com

ইসলাম বা হুমায়ুন কবিরের মনে এ হীনমন্যতা বোধ ছিল বলেই তো তারা এ পথে পা দিয়ে ছিলেন —

ডালিয়া আরও শুনেছে ঢাকায় নাকি এখন মুসলিম মেয়েরা হিন্দু স্বামী গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার মূলেও তো সেই একই মানসিকতা বর্ত্তমান। এতে তার ধারনার স্বপক্ষে আরও নজির পাওয়া যাচ্ছে।

ডালিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে একরাম তার মত সম্বন্ধে আরও প্রত্যয়শীল হয়ে সম্পাদকীয় লিখে, তার হাতে দিয়ে বিদায় নেয়।

www.pathagar.com

আটান্ন

আহমদ কবীর ঢাকায় বদলি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার বিবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন নি। বাবুল তার পিতা, মাতার কাছেই সিলেটে ছিল। তবে সে বেশীদিন কবীরকে আপনার ইচ্ছায় চলাফেরা করার স্বাধীনতা দিতে ধৈর্য্য অবলম্বন করতে পারেনি। তাই কোন নোটিশ না দিয়েই হঠাৎ একদিন আজিমপুরা কলোনীতে এসে উপস্থিত।

প্রথম কয়েকদিন সংসার গোছানোতে বাবুলের কেটে যায়। সব ক'টি কামরা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে—যাতে ব্যবহারের পক্ষে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য বাবুল লেগে যায়। তার নিজেরও কতকগুলো অভ্যাস আছে। প্রস্রাব খানা ও পায়খানাতে ফেনাহিল রোজ না দিলে সে ব্যবহার করতে পারে না। বেসিনগুলো রোজ পরিষ্কার না করলেও তা'তে সে দুর্গন্ধ পায়। এ সব গুলো সাজানো গোছানোতে অবশ্য তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিজের সুখ সুবিধা ষোল আনা আদায় করা।

আহমদ কবীর তার উপস্থিতিতে সুখী অথবা দুঃখীত হয়েছে কিনা বুঝবার উপায় নেই। সে বেচারী বড় নিয়মনিষ্ঠ মানুষ। ঘড়ির কাঁটার মত সব কর্তব্য সম্পাদন করে যায়। এ সব কর্মের সম্পাদনার ফাকে তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ হাসি-কান্না সবই চাপা পড়ে।

আজিমপুরা কলোনীর কামরা গুলো পায়রার খোপের মত। তাতে বাস করা চলে, তবে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায় না। বাবুল এতদিন সিলেটের একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে লালিত পালিত হয়েছে। আব্বা আম্মা ও সে ব্যতীত এ বাড়িতে অন্য বিশেষ কোন লোকজন ছিল না। সেখানে তার দখলেই ছিল দু'টো কামরা। এখন তার দখলে বলতে গেলে কিছুই নেই। একটা সোবার ঘর একটা তথা কথিত ড্রইং রুম, বাথরুম ও পায়খানা এক কামরাতেই। অবশিষ্ট রান্নাবান্নার ঘর। এখানে প্রসাধনের কামরাই বা কোথায় আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে আয়েশ করে বসার জায়গাই বা কোথায়? সব চেয়ে বড় অসুবিধা দাঁড়িয়েছে শয়ন কক্ষে। কবীর বাতি না নিভিয়ে শুতে পারে না। ওদিকে আবার একটু মিটমিটে আলো না থাকলে বাবুলের ঘুম হয় না। এ দুইয়ের সমাধান করা এত ছোট্ট এক বাড়িতে সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া আর ও নানা বিষয়ে সব সময়য়ই মতানৈক্য দেখা দেয়। বাবুল, ঝাল খুব পছন্দ করে। কবীর ঝাল

www.pathagar.com

মোটেই সহ্য করতে পারে না। বাবুল পান সুপারী কাশীর কিমাম সহ সেবন করতে পটু। কবীর পানের গন্ধই সহ্য করতে পারেনা। বাবুল স্নো ও এশেনেস তার দেহকে করে তুলে সুরভিত, কবীরের কাছে এ গুলো নিতান্তই ভাল লাগার ব্যাপার। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি হয়। কবীর তা সহ্য করলেও বাবুল তা' সহ্য করতে পারে না। সে তার আম্মার কাছে তার বর্তমান অসহনীয় পরিস্থিতির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছে। তাতে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। অবিলম্বেই তিনি ঢাকায় এসে তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করবেন। বাবুল ঢাকায় এই প্রথমে আসেনি। ছেলেবেলায় তার আব্বা ঢাকাতে বাংলা-বাজার বালিকা বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করে ছিলেন। ঢাকা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কাজেই তার পক্ষে ঢাকা অপরিচিত স্থান নয়। সে এসেই পুরাতন বন্ধু ও বান্ধবীদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছে। ধান-মণ্ডিতে এক আত্মীয়ার বাড়ীতে একজন সিনেমা প্রযোজকের সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি নাকি তার সঙ্গে আলাপ করে প্রশংসার সহিত মন্তব্য করেছেন ফিল্মে তাকে মানাবে ভালো।

তার নিজস্ব কোন আয়ের পথ সম্পর্কে অথবা তার সহজাত প্রতিভা বিকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধে সে ইতি পূর্বে কোন ভাবনা চিন্তা করেনি। হাস্যে লাস্যে গানে আমোদে প্রমোদে জীবনকে উপভোগ করা অথবা জীবনী শক্তিকে ক্ষয় করে দেওয়াই ছিল তার কাজ।

কবীরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝে এসব চিন্তা তার মানসে বিদ্যুতের প্রভার মত দেখা দিত। প্রযোজকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই এ চিন্তা তার কাছে আবেশের মত দেখা দিল। এক-রাত্রে কবীরের কাছেও সে এ প্রসঙ্গটি তুলে, কবীর তো হেসে লুটোপুটি। সে বলে—

'ভদ্র ঘরের বউ হয়ে তুমি যাবে সিনেমাতে পার্ট দিতে? তা'হলে ঘরে আর বাজারে ব্যবধান থাকবে কোথায়? নিতান্ত ঝাঁজের সুরে বাবুল বলে -- 'কেন ভদ্রঘরের মেয়েরা কি সিনেমাতে অংশ গ্রহণ করে না? শর্মিলা ঠাকুর কি ভদ্র ঘরের মেয়ে নয়? বিগত যুগের তারকাদের মধ্যে সাধনা বোস কি ভদ্র ঘরের মেয়ে ছিলেন না?

কবীর এতে একটু রুষ্ট হয়ে বলে—

'দেখো মেয়েদের মধ্যে একটা নাড়িগত হীনমন্যতা বোধ রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য যেমনি কুলবধূ নানাবিধ সেবায় পতিকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন, তেমনি বাজারের মেয়েরাও অর্থের বিনিময়ে তাদের মক্কেলদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছে। এতে কিন্তু গৃহলক্ষীরাই পরাজিত হয়েছেন। কারণ বার বিলাসীনীগণ গান বা নাচের মোহে আবিষ্ট করে ভদ্র ঘরের ছেলেদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হত। তারা তাদের ঘরে হুইস্কি বা, শ্যামপেনও রাখতো। এজন্য বিলাসী ছেলে মাত্রই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হত। এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে ভদ্র ঘরের মেয়েরাও গান বাজনা শিখে তাদের পতিদেবদের ভুলিয়ে রাখতে চায়। এতে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও তারা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। তাই আরও, এক ধাপ ডিঙিয়ে ভদ্র ঘরের মেয়েরা নৃত্য কলাতে পারদর্শিনী হয়। এতে তারা সম্পূর্ণ সফলকাম না হয়ে, শেষে পতিদেবদের মত সন্তোষ বিধানের জন্য মদের বোতল বাড়িতেই রেখে দেয়। তবে এতেও তারা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কারণ ইতিমধ্যে সিনেমা মহলে যা কাপড় চোপড় পরিধান করা হয়, তাতে যৌন অঙ্গ এমন পরিষ্কার রূপ নেয় যে তাতে যুবক কোন পৌঢ় বা বৃদ্ধ লোকেরাও আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। তাই এবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে, বারাঙ্গনাদের সঙ্গে নয়—চিত্র তারকাদের সঙ্গে। এর পরবর্তী পর্য্যায়ে হয়ত কুলবালাদের সংগ্রাম করতে হবে নগ্নকায় মানবীদের সঙ্গে। তবে এতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে নারীদের বেশভূষা সবই আবর্ত্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে পুরুষদের আকৃষ্ট করার নীতিতে।

তুমি যদি ফিলমে নামো—তা'হলে বুঝতে হবে তুমি নারী ধর্মের আসল উদ্দেশ্য সফলতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরাজিত। কবীরের এ সব মন্তব্যে বাবুল জ্বলে উঠে—

'কেবল মেয়েদের বেলাই এ কথা সত্যি বলে তুমি ঘোষণা করছ, পুরুষের বেলা এ কথা সত্যি নয়? তবে কেন যুগে যুগে পুরুষের বেশ ভূষায় চুলদাড়িতে আচার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়? আজকের দিনে কেন ছেলেরা টেডি প্যান্ট পরে তাদের বস্তিদেশকে ফলাও করে জাহির করে? কেন মেয়েদের মত সাজগোজ না করে পথে বের হয় না? তা কি মেয়েদের মনোরঞ্জনার্থে নয়?

'কবীর তার প্রত্যুত্তরে বলে—

'কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে এ মনোবৃত্তি দেখা দিলেও তা' সার্বজনীন নয়। অথের চাবিকাঠি এখনও রয়েছে পুরুষের হাতে। কাজেই

www.pathagar.com

সেই কাঠিই সমাজ জীবনের চাকা ঘুরাচ্ছে। তাই দেখতে পাওনা প্রায় সকল দেশেই বারঙ্গনা মেয়েরা। যেখানে নারীরা কর্মক্ষেত্রে উপাজন-শীল সেখানে পুরুষেরাও সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও তাদের সংখ্যা অল্প। যেখানে রাষ্ট্রের হাতে থাকে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি সেখানে পুরুষ বা নারীর পক্ষে দেহ বিলাসী বা দেহ পসারিনী হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

বাবুল এখানে একটা মস্ত ফাটল দেখতে পায় —

'তা হলে মেয়েদের এ হীনমন্যতা বোধ জন্মগত বলে অভিযোগ করছ কেন? এটা তা'হলে তাদের পরিবেশ থেকেই সৃষ্টি হয়।

কবীর এতে সায় দিয়ে বলে —

'হয়ত বা যুগ যুগান্তের পরাজয়ের ফলে বন্দিনী মেয়েদের মানসে এটা সংস্কারে পরিণত হতে পারে, তবে বর্তমান কালে ও এ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তারা এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আসলে মেয়েদের সাজগোজ বা পরিপাট্য পুরুষের মনোরঞ্জনেরই এক একটা কৌশল —

বাবুল এতে আরও শক্ত হয়ে বলে,

'এ জন্যই আমরা একটু স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করলেই তোমরা ক্ষ্যাপে যাও —

মুচকি হেসে কবীর বলে—

'এজন্য ক্ষ্যাপে যাই তোমরা স্বাধীনতার নামে শুরু করে দাও অনাচার। তোমাদের মাত্রাজ্ঞান খুব কম। বাধন একটু শিথীল হলেই তোমরা এক একজন নিজেকে ক্লিওপেট্রার আসনে বসাতে চাও। বাবুলের ভাষায় আগুন ঝরে পড়ে —

'আর তোমরা সুযোগ পেলেই নিজেকে মনে করো এক এক সাহরিয়ার রোজ রাতেই তোমাদের জন্য একটি কুমারী চাই যাকে পরদিন ভোরেই তোমরা জল্লাদের হাতে সমপণ করতে পারবে তাই না?

www.pathagar.com

উনষাট

একরাম আবদুর রহমান সাহেবের পত্র পেয়েছে। সকলকে দোয়া করে তিনি তাকে তাদের উভয়ের জন্য দোয়া করতে বলেছেন। গুলশানের বিয়ে বা হেনার পাশের কথা তিনি একরামের পত্রে জান্‌তে পেরে খুশীই হয়েছেন। তবে হেনার জন্য তার মনে রয়েছে নানাবিধ দুশ্চিন্তা। মেয়ে এখন সম্পূর্ণভাবে বিবাহ যোগ্যা। এখন তো আর অপেক্ষা করলে চলবে না যেখানেই হোক্ তাকে পাত্রস্থ করতে হবে। যে কোন অবস্থায় পাত্রটি যেন সদবংশজাত হয়। হেনার বিয়ে সম্বন্ধে একরাম তার আগেও ভেবেছে। তাকে এখন যেখানেই হউক বিয়ে দেয়া কর্তব্য। তবে সে শিক্ষিতা মেয়ে তারও একটা মতামত রয়েছে।

একরাম ভাল ভাবেই জানে হেনা যে ধাতের মেয়ে, তার পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন যুবককে বেছে নেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই এ সম্বন্ধে তার মতও নিতে হবে। চমনের সঙ্গে হেনার মিলন সম্বন্ধেও একরাম একাধিক বার চিন্তা করেছে। তবে মিসেস হাকিমের সঙ্গে ও যে ভাবে পিছল পথে অগ্রসর হয়েছে, তা'তে হেনার মনে নিশ্চয়ই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। চমন তার আপন চাচাতো ভাই। তার সম্বন্ধে একরামের মনে দুর্বলতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে এ দুর্বলতার জন্য হেনার মত এক অপাপবিদ্ধ বালিকাকে তাদের মতের বিরুদ্ধে কারও উপর সে চাপিয়ে দিতে পারবে না। এ জন্য সে আবদুর রহমান সাহেব, হেনা ও চমন তিনজনের কাছেই পত্র দেবে। ওদের কাছে থেকে অনুকূল মত পাওয়া গেলে, তবেই দৃঢ় পদক্ষেপে সে এ পথে অগ্রসর হবে। তার আগে নয়।

তার এ মানসিক অবস্থার সময় হঠাৎ ফয়েজ-উল-হাসানের বাড়ির চাকর এসে উপস্থিত। তিনি অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যেন একরাম সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে বলে আসে। নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও একরাম তার অনুরোধ রক্ষা করতে প্রবৃত্ত হয়।
তাকে দেখেই কোন ভূমিকার অবতারনা না করে ফয়েজ-উল-হাসান বলতে শুরু করেন ---

www.pathagar.com

'দেখো বাবা একরাম বহুদিন থেকে যে কথাটা তোমাকে বলি বলি করেও বলি নাই তা বলতে হল। তোমাদের খালাম্মার মত এত আত্মকেন্দ্রিক মেয়ে ছেলে আমি কোথাও দেখিনি। বিয়ের পর থেকেই আমি তা' মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। তবে ভদ্রতাশীলতার খাতিরে আমি তা' কারো কাছেই প্রকাশ করিনি। ওর পেটে কোন ছেলে আসেনি। তাতেও আমার কোন আফ্‌সোস ছিল না। তবে মেয়েটিকে শত চেষ্টা স্বত্ত্বেও আমি মানুষ করতে পারিনি। মেয়ে বলেও সব আবদার আমি সহ্য করে নিয়েছি। মেয়ের পক্ষ নিয়ে তার মায়ের সঙ্গেও বহু ঝগড়া ঝাটি করেছি। তবে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি মেয়ে তার আম্মার চেয়েও আরও স্বার্থপর। তুমি হয়ত জানো কবীর এখান থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে হয়েছে। আজ ক'দিন হল মেয়েও তার কাছে চলে গেছে। মেয়ে ও জামাই দু'জনের মধ্যে সব সময়ই খিটিমিটি লেগে আছে। তাদের এ কলহে মধ্যস্থতা করার জন্য মেয়ের মা ও ঢাকায় চলে গেছে। এ বুড়ো বয়সে আমি এখন সম্পূর্ণ একা। আমার তাই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে —

তারপরে একটু ঢোক গিলে আবার বলেন—

'তোমরা হয়ত জানো না, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ মেয়ের নামে আমার যথা সর্বস্ব লিখে দেবার জন্য চাপ দিয়েছেন। আমিও এক সময় প্রস্তুত ছিলাম। তবে আমার আত্মীয় স্বজন তা'তে মোটেই রাজি হননি। ওরা আমাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করার জন্য খুবই সাধাসাধি করেছে। তাতেও আমি সম্মত হইনি। এখন আমার এ বিপন্ন অবস্থায় তুমি কি করতে বল —

বলে উৎসুক হয়ে একরামের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এর উত্তর একরাম কি দেবে ? নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার জীবনের সুখ, সুবিধার কথা তিনি নিজেই ভালভাবে জানেন ও বুঝেন। তবে এই বয়সে আবার সংসার পাতা সে এক ভীষণ সংকটজনক ব্যাপার। এর পরিণতিতে তার পূর্বতন সংসার একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। একরাম তাই আমতা আমতা করে বলে —

'খালা আম্মাকে নিয়ে এলেই তো সব গোলমাল শেষ হয়ে যায় খালুজান — এতক্ষণে যেন বিষুবিয়সের আগ্নেয়গিরির উৎপাৎ শুরু হয়। ফয়েজ-উল-হাসান গর্জে উঠেন —

www.pathagar.com

'সে আসবেনা—সে আসবেনা একরাম, তুমি তাকে জানো না সে তার মেয়ে নিয়েই থাকবে। আমি মরি অথবা বাঁচি, বেহেশতে যাই বা জাহান্নামে যাই—তার কিছুই যায় আসে না। সে তার নিজেকে নিয়ে ও মেয়েকে নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। তাই আমি সিদ্ধান্ত করেছি আবার বিয়ে করে নতুন সংসার পাতবো। একরাম অনেকক্ষণ চিত্রাপিতের মত বসে রয়। তার মুখ দিয়ে কোন শব্দই বের হয় না। অবশেষে আপনাক খুব শক্ত করে সে বলে—

'সে কি আপনার পক্ষে ভাল হবে খালুজান? আপনার এ বয়সে?

ফয়েজ-উল-হাসান ধৈর্য্য হারা হয়ে বলেন—

'ভাল হ'তে হবে একরাম, আমি পাত্রীও ঠিক করেছি। আমারই দূর সম্পর্কের এক মামাতো বোন। ষোল বছরে ওর বিয়ে হয়েছিল, শতের বছরে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে রয়েছে। এখন বয়স সবে মাত্র কুড়ি। এরই মধ্যে ওকে আমার এ শূন্য সংসারে নিয়ে আসবো চুলোয় যাক তোমার খালাম্মা ও ওর সেই জল্লাদমুখো মেয়ে—

www.pathagar.com

ষাট

মিসেস হাকিমের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে, চমন একটা টুইশানী জোগাড় করে খুব মিতব্যয়ীতার সঙ্গে চল্‌তে শুরু করে। তার একান্ত ইচ্ছা মিসেস হাকিমের ওই তিন হাজার টাকা সে ফেরত দেবেই দেবে। তবে ইকবাল হলে থাকলে যথেষ্ট খর্চ বাধ্য হয়েই করতে হয়। তাই অন্য কোথাও যেয়ে একটু সাবধানে চলে, কোনমতে মিসেস হাকিমের টাকাটা ওয়ারাস দেওয়ার বাসনায়, সে মালীবাগের বাসায় হেনার অনুসন্ধান করে। সে চাকরি পেয়েছে এবং সে বলতে গেলে খালি বাড়িতেই থাকে শুনে চমন সেখানে যেয়ে উপস্থিত হয়।

তার এ আগমনে হেনা সুখী হয়েছে না ব্যথিত হয়ে হয়েছে বুঝা গেল না। পূর্বে যে সাহসী বুকের পাটা তার ছিল, এখন যেন আর নেই। মামুলি সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সে তাকে পাশের কামরার খাটে বিছানা পাতবার নির্দেশ দেয়।

রাতে খাবার পরে, শু'তে যাবে এমন সময় দেখা যায় বালিকা বিদ্যালয়ের সে বুড়ো দফতরী তার পাততাড়ি গুটাতে গুটাতে মন্তব্য করছে— 'এতদিনে আমি রেহাই পেলাম, এখন আপনারা দু'জনে আরামেই থাকতে পারবেন—

এ কথার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট। হেনার কানের মূল লাল হয়ে উঠে। তা' হলে কি বুড়ো মনে করেছে চমনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে? এ নিয়ে ইস্কুলেও কথা উঠা অনিবার্য্য। যে সন্দেহ পিশাচ এ সব মেয়েদের দল। ওরা চমনের উপস্থিতিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করবেনা। ওদের কাছে পুরুষ মাত্রেই পর পুরুষ এবং সে বিশ্বাসের অযোগ্য।

হেনা তাই মনে মনে স্থির করলে এ সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে একটা ফয়সলা করবে।

তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি বিবাহিতা এবং চারটি সন্তানের জননী। চমন যদি তার ওখানে থাকে তা'হলে কারো কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারেনা।

সকালের দিকেই তার ক্লাস। কাজেই চমনকে নিয়ে নাস্তা সেরে সে ইস্কুলের দিকে ধাবিত হয়। ক্লাশে প্রবেশ করেই সে বুঝতে পারে

www.pathagar.com

খবরটি ঝড়ের বেগে ইস্কুলে রটে গেছে। বোর্ডে মেয়েরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখেছে —

ললিতাদির কপাল বড়ই ভালো
এতদিনে দেখা দিয়েছে সুবল সখার আলো

আপনাকে খুব সংযত করে হেনা সেদিন পাঠ শেষ করে যূথিকাকে সঙ্গে করে বাড়িতে ফিরে আসে। যূথিকার চোখ মুখে সপ্রতিভ মৃদু মধুর হাসি। হেনা পথিমধ্যেই তাকে প্রশ্ন করে 'এ দু'লাইনকে লিখেছে বলতে পারো?

যূথিকা স্পষ্ট উত্তর দেয় —
'জেসমিন

'তোমরা আমার বাড়িতে যে একটা লোক এসেছে তা কার কাছে থেকে জানলে?

'তা বলতে পারিনে—তবে ইস্কুলে আসতেই সকল মেয়ের মুখেই সে একই কথা শুনতে পেয়েছি —

'তাকে কি বলে জেনেছো —
'শুনেছি সে নাকি আপনার এক বন্ধু

যূথিকাকে বিদায় দিয়ে হেনা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাড়িতে ফিরে যায়। সেখানে সে চমনকে রেখে এসেছিল। তাকে দেখেই তিনি বলেন —
'তোমায় আর ভাবতে হবেনা হেনা চমনের বিষয় আমি ওর সঙ্গে আলাপ করেছি। সে আমাদের এখানেই থাকবে অবশ্য খানাপিনা তোমরা ওখা-নেই চলবে —

হেনা যেন হাফ ছেড়ে বেঁচে যায়। যাক কলঙ্কের অর্ধেক কালিমা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তবে বাকি অর্ধেক তো রয়েই গেলো। এ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে কবে?

হেনার মনের এ অবস্থায় তার মামী হঠাৎ এসে উপস্থিত। তিনি তার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সব সময়েই ব্যস্ত থাকেন বলে, কোনদিনই কারো বাড়িতে যাওয়ার অবসর পান না। আজকে তার হঠাৎ এ আবির্ভাবে হেনা যেমন বিস্মিত হয়েছে তেমনি তিনি নিজেও বিস্মিত হয়েছেন। কৈফিয়ত দিবার ছলে তিনি বলেন —

www.pathagar.com

'তুমি যেদিন চলে এলে সেদিন থেকেই ভাবছি তুমি কি ভাবে আছো একবার দেখে আসবো। সময় করে উঠতে পারিনে যাক্ দেখছি ভালই আছো।

সেদিন তোমার মামুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে আলাপ করেছি। তোমার সঙ্গে চমনের বিয়েতে তিনি সম্পূর্ণ রাজি আছেন। তিনি যখন রাজি আছেন, আমার মনে হয় তোমার আব্বাও তাতে আপত্তি করবেন না।

তিনি আজ বহু দূরে। তাই কাজ সেরেই তাকে সংবাদ দেওয়া হবে। চমন এখন কোথায়?

হেনা মাথা নীচু করে বলে—

'আমার এখানেই এসে উঠেছে আপাততঃ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা করেছি----

তার বাচনিক এ খবর শুনে তার মামী যেন আকাশ থেকে পড়লেন—কি বলছ হেনা, তোমার এখানেই এসে উঠেছে? লোকে বলবে কি? সে এখন কোথায়?

'প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ওখানেই আছে—

তার কথা শেষ হতে না হতে চমন এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই হেনার মামী চেচিয়ে উঠেন—

'এই যে চমন তোকেই আমি খুঁজেছি আয় আয় আমার সঙ্গে আমি তোদের বিয়ের দিন সুস্থির করবো সময় আর নষ্ট করিস নে—

বলে তাকে একরূপ জোর করেই নিয়ে রিকশায় উঠেন।

হেনার বালিকা বিদ্যালয় থেকে মালীবাগ বেশ একটুখানি দূরে। এ দীর্ঘ পথের মধ্যে তার মুখে সেই একই কথা।

আগামী শুক্রবারে তোদের আমি একত্র করতে চাই। বলে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন। চমন মাথা নীচু করে বলে—

'আমায় একরাম ভাই মানুষ করেছেন—এ সম্বন্ধে তার মতামতও জেনে নেওয়া দরকার।

একরাম সম্বন্ধে তিনি চমনের কাছে থেকেই অনেক কিছু জেনেছিলেন। তার চরিত্র সম্বন্ধেও কিছুটা আঁচ করেছিলেন তাই বলেন—

'আমি আজই তার কাছে টেলিগ্রাম করবো। আশা করি এতে তার কোন আপত্তি থাকবে না।

www.pathagar.com

বলে তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেন —

'ওগো শুনছো—আমি চমনের সঙ্গে হেনার বিয়ে ঠিক করেছি। আগামী শুক্রবারে ওদের আমি গাঁটছড়া বাঁধতে চাই। আজই টেলিগ্রাম করে দাও একরামের কাছে যেন আজকের সিলেট মেইলে যেন তিনি রওয়ানা দেন —

হেনার মামু একটু টিপ্পনি কাটেন—

'ভাগ্যের ফেরে আমার ঘর করতে এলে, তোমার উপযুক্ত বরছিলেন মুসোলিনী বা হিট্‌লার। ওদের সঙ্গে ব্লিৎয়ক্রিগ বেশ ভাল ভাবেই করতে পারতে। ঝটিকা কাহিনীও গড়ে তুলতে পারতে। মুচকি হেসে তিনি চলে যাওয়ার সময় তার বিবি বলেন—

'টেলিগ্রাম কিন্তু অফিসে যাওয়ার পথেই করে যেয়ো

'তমাস্তু'

বলে তার স্বামী অফিসের পথে রওয়ানা দেন। ফয়েজ-উল-হাসানের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে একরাম তার বাসায় এসে নানা ভাবনায় ব্যতি-ব্যস্ত হয়। তার বাড়িতে বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে তার পরিবারটি সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তিনি বা স্ত্রী কন্যা কোন দিনই আদর্শবাদী ছিলেন না। তাদের ব্যবহারে মাঝে মাঝে উৎকট ভূইফোড়ের স্বভাবও ফুটে উঠেছে। হেনার সঙ্গে তার স্ত্রী বা মেয়ের ব্যবহার মোটেই ভদ্রজনোচিত হয়নি। তবুও মানবতার দিক থেকে বিচার করলে এতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা উচিৎ নয়। বেগম ফয়েজ- উল-হাসান তার স্বামীর বর্তমান সংকল্পের কথা বোধহয় কিছুই জানেন না। জানতে পারলে তিনি বা বাবুল এতে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকবেন না। একরাম তাই সিদ্ধান্ত করে, যে রূপেই হউক ঢাকায় যেয়ে তাদের সংবাদ দিতে হবে। এ কাজে একটা সুযোগও দেখা দিয়েছে।

জজ কোর্টে একটা মোকদ্দমা তার মক্কেল হেরে গিয়ে তার কাছে ধন্না দিয়ে পড়ছে, যেন সে মক্কেলের সঙ্গে ঢাকায় যেয়ে একজন ভাল উকিলের দ্বারা আপিল দায়ের করাতে তাকে সাহায্য করে। আপিলের ম্যাদও আর বেশীদিন নেই। একরাম তাই মক্কেলকে নিয়ে সে রাত্রেই সিলেট মেইলে ঢাকার পথে রওয়ানা দিলে।

ইকবাল হলে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সে চমনের খোঁজ করে। চমন তার ঠিকানা রেখে গেছে মালীবাগে।

www.pathagar.com

তাই সেখানেই উপস্থিত হয়। হেনার মামুর সঙ্গে একরামের পূর্ব পরিচয় ছিল না। তিনি তাকে দেখে সঠিক পরিচয় পেয়ে প্রশ্ন করেন — আমার টেলিগ্রাম পেয়ে কি এসেছেন?

একরাম তা বুঝতে না পেরে তার দিকে চেয়ে রইলে তিনি বলেন — 'আমরা চমনের সঙ্গে হেনার বিয়ে ঠিক করেছি, আপনাকে সে শুভ কর্মে যোগদানের জন্য দাওয়াত পাঠিয়েছি —

একরাম এতক্ষণে বিষয়টী বুঝতে পেরে উত্তর দেয়

'চমন রাজি হলে আমার তা'তে কোন আপত্তিই নেই চমনও সেখানেই উপস্থিত ছিল। আর বাক্য ব্যয় না করে তাকে নিয়ে একরাম আজিম-পুরাতে কবীর আহমদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়।

দু'জনেই জানতো কবীর আজিমপুরা কলোনীতেই থাকে। তবে সঠিক নম্বর বের করতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কোন ভূমিকা না দিয়ে বেগম ফয়েজ-উল-হাসানের কাছে তার বর্তমান মনোভাবের কথা জ্ঞাপন করলে তিনি শুষ্ক হাসি হেসে বলেন —

'এ তো আর নূতন ব্যাপার নয় বাবা, বহুদিন থেকে ওর মনে যে বাসনা রয়েছে। আমার পেটে ছেলে আসেনি বলে ওর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছে আমার উপর। তাই আমি তাকে তার সাধ মিটানোর জন্য অনুমতি দিয়ে এসেছি। আমার পথও আমি দেখবো। বাবুল ও তার অভিসন্ধীর কথা জানে। কাজেই তার ও কোন আক্ষেপ নেই। সে যখন মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে, তখনই তাকে যে এরূপ কোন পিরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ ওফয়াকিফ্হাল। আমার কোন দুঃখ এতে নেই। আমার দুঃখ হচ্ছে বাবুল এখন দাঁড়াবে কোথায়? ওর সঙ্গে দামাদটীর মোটেই বনিবনা নেই। ভবিষ্যতে হয়ত ছাড়াছাড়িও হয়ে যেতে পারে। একরাম তার প্রত্যেকটি কথায় যেন নূতন তথ্যের সন্ধান পায়। বাইরের দিক থেকে পালিস করা এ পরিবারের অভ্যন্তরে যে এত বিষ সঞ্চিত হয়েছে তা' একরাম কেন সিলেটের আদি বাসিন্দাদের মধ্যেও বোধ হয় কেউ কিছু জানেনা।

www.pathagar.com

একষট্টি

মিসেস হাকিমের জীবনে দেখা দিয়েছে চরম দুর্যোগ। চমন তাকে ছেড়ে যাওয়ার পরে তিনি তার পাতানো ছেলে ও ছেলের বউর প্রণয় লীলা দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। প্রতি রাতেই আড়ি পেতে তাদের যৌন জীবনের লীলা দেখাই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ওরাও বোধ হয় তার এ বীভৎস মানসিকতার সন্ধান পেয়ে ছিলো, তাই তিনি যেমন ওৎ পেতে তাদের আদিম প্রবৃত্তির রূপ দেখার চেষ্টায় ছিলেন, রত, ওরাও তার এ আড়িপাতার অভ্যাসকে সম্পূর্ণ উপযোচিত ও নাজেহাল করার বাসনায় ওৎ পেতে রয়।

সেদিন আকাশে ছিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দরজা জানালার ফাক দিয়ে বাইরের প্রকৃতির ছায়াছবির আভাস পাওয়া ছিল অতি সহজ। গভীর রাত্রে তারা একে অপরকে আদর সোহাগ করার সূচনায় টের পেলো, তিনি এসে উত্তর দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন চোখে কামনার উদগ্র লালসা নিয়ে। ওরা উত্তর দিকে না বেরিয়ে দক্ষিণ দিকের দুয়ার ,অতি সন্তর্পণে খুলে, তার সামনে হাজির হয়ে দেখে তিনি প্রায় অসম্বত অবস্থায় জানালার ফুটো দিয়ে একান্ত মনে কোন কিছু দেখবার চেষ্টা করছেন। দুজনেই চুপি চুপি এসে তাকে ধরে ফেলে। আবদুল গর্জন করে —

'এ কি করবার লাগছেন আপনি, আম্মা হইয়া পুতের বউর খুশহালী কারবার দেখবার চান, আপনিতো আম্মা না আপনি হইছেন আসলে একটা কস্‌বি। আবুলের স্ত্রী স্বামীকেও ডিঙিয়ে যায় —

'দেখো হারামজাদি বুড়িয়া মাগীর কাণ্ড। নিজের তাক কত নাই—আশ্ মেটায়। তার লাগিয়া বুড়ি ছিনাল পোলাপানের সখের কারবার দেখবার চায়—এমন হারামির বাড়িতে আমরা আর এক লেহজাও থাকুম না —

বলেই মিসেস হাকিমকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ওরা দুজনই বেরিয়ে যায়।

ক্ষোভে ও অপমানে মিসেস হাকিম তার আপনার কামরায় ফিরে যান। পুরো এক বোতল হুইসিক সাবাড় করে শয্যা গ্রহণ করলেও তার চোখে ঘুম আসেনি। এতবড় অপমান সহ্য করতে হল আস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে আনা এক ছেলে ও তার বউয়ের কাছে। সে রাত্র সম্পূর্ণ একাকী তাকে পড়ে থাকতে হয়েছে গেণ্ডারিয়ার এ নির্জন পল্লীতে তার এক নির্জন মহলে।

www.pathagar.com

ভোরে দোর খুলেই তিনি বেরিয়ে যান তার অপর ছেলের সন্ধানে। সে ও তার স্ত্রী ওই পাড়ায়ই বাস করে। তার উপস্থিতিতে তারা খুবই বিব্রত বোধ করে। তবে তার আদেশ অতি সহজেই পালন করে। তারা তখনই তল্পি তল্পা গুছিয়ে তার অনুগমন করে।

এ বাড়িতে তারা সর্বপ্রথম আগন্তুক নয়। কাজেই মিসেস হাকিমের নাস্তা, খানা প্রভৃতিতে যাতে কোন অসুবিধা দেখা না দেয় তার বিহিত ব্যবস্থা করতে তারা লেগে যায়। এ ছেলে পত্নিগত প্রাণ নয়। অর্থের বিনিময়ে সে যে কোন কাজ করতেই প্রস্তুত। মিসেস হাকিমের অভ্যাস সম্বন্ধে সেও সচেতন ছিল। এতে তার স্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে সে বলেছিল

'এত খাচ্ছি যদি তার বিনিময়ে আমাদের কাজ কর্মের কোন কিছু তিনি দেখতে চান তাতে এত আপত্তির কি কারণ আছে ?

এতে উষ্মা প্রকাশ করে তার স্ত্রী বলেছিল—

'যদি বহুরূপী খেলা দেখবার মত সখ থাকে তা বলে অন্য মাগী আনিয়া দেখাও আমি তাতে অংশ নিতে পারুম না।

www.pathagar.com

বাষট্টি

হেনার মামুর কাছে হেনার বিয়ের আয়োজনের সংবাদ পেয়ে একরাম তার মঙ্গেলের কাজ সমাধা করে, হাতে অন্য কাজ না থাকায় রমনার ময়দানে একটু ঘোরাফেরা করছে, এমন সময় পিছন থেকে হঠাৎ সে শুনতে পায় কে একজন তাকে সম্বোধন করে বলছে

Hallow Mr Akram.

ফিরে চেয়ে দেখে মিসেস হাকিম তার দিকেই ধেয়ে আসছেন।

এ কথা সে কথার পর, তিনি চমন সম্বন্ধে তাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেন। একরাম ইচ্ছা করেই চমনের বিয়ের প্রসঙ্গ চেপে যায়। তাদের ক্লাব ইত্যাদি সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন উত্থাপন করলে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দান করে সে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। তবু ছাচড়ার মত তিনি খুটে খুটে নানা প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করেন। যা হোক যাবার বেলা তিনি শুধু একটি মন্তব্য করতে ত্রুটী করেননি —

এ দুনিয়ায় আর আমার স্থান হলনা মিঃ একরাম. জীবনের পিছল পথে বহুদিন থেকে রওয়ানা দিয়ে বুঝতে পেরেছি, ও পথে যারা পা বাড়ায় এবং যারা পা বাড়াতে সাহস করে না, তারা সকলেই এ পথের যাত্রীকে অতল তলায় ডুবিয়ে দিতে চায়। আমাদের সমাজ পায়ে ঠেলে দিতে সর্বদাই তৎপর. তবে উপরে টেনে তুলতে মোটেই প্রস্তুত নয়। যাক্ আপনার সঙ্গে এই বোধহয় শেষ দেখা। ক্ষমা তো আপনারা করেন নাই, ভুলে যেতেও পারেন না। আমার একান্ত অনুরোধ আমার মত এক দাগী পাপীকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন। মিসেস হাকিম চলে গেলেও তার কথার প্রতিধ্বনি একরামের কানে বাজতে থাকে। এই মিসেস হাকিম, যাকে সে একটা ডাক সাইটে বাঘিনী বলে সর্বদাই ভয় করে আসছে, তার মুখ থেকে যে কয়টা কথা বেরিয়ে এলো, এতো তার পূর্ব পরিচিতা মিসেস হাকিমের বচন হয়। এতো সমাজ-জীবন সম্বন্ধে অতি উচু স্তরের দার্শনিকের উক্তি। কোন মানুষই গোড়াতে চোর, বা-বদমায়েশ নয়। পরিস্থিতিই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সমাজের কাঠামোও তার রাষ্ট্রীয় দর্শণ ব্যক্তি বিশেষের জীবনকে মাটীর পুতুলের মত গড়ছে। আজকে আমাদের সমাজে, ব্যষ্টি জীবনের ওজন হচ্ছে টাকার মাপ কাঠিতে। যার টাকা বেশী সেই বড় লোক—যার টাকা নেই—সে ছোট লোক

www.pathagar.com

সে টাকা উপার্জনের নানা পথ মানুষ বেছে নিচ্ছে, তার শক্তি সামর্থ্য ও পরিবেশের তারতম্য অনুসারে। কেউ ঘুষ খেয়ে হচ্ছে তিন তলার মালিক, আবার কেউ সুদ খেয়ে হচ্ছে চার তলায় সমাসীন-কেউ চুরি করে অথবা তছরূপ করে ছেলেদের করছে সি,এস,পি অফিসার, আবার কেউ ডাকাতি করে মেয়ের বিয়েতে দিচ্ছে একশ ভরি সোনার অলঙ্কার। এদের মত যারা চালাক নয় তারা কেউ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারছে না। পেটের দায়ে ওরা স্ত্রী কন্যার সতীত্বের বিনিময়েও দু'পয়সা উপার্জিত করতে কুণ্ঠিত নয়। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত পিতা বা ভ্রাতা কর্তৃক বিতাড়িতা নারীরাই তো আজ ভিড় করছে বাজারে গঞ্জে, বন্দরে। সাচী বন্দরের সে সুপরিচিত পল্লীতে কারা সন্ধ্যাগমাগমে সাজ গোজ করে খদ্দেরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারা তো আমাদের সমাজেরই মেয়ে, আমাদের মা বোন। আমাদের সকলেরই লক্ষ্য সেই এক। ছলে-বলে-কৌশলে ন্যুনীতি দুর্নীতি যে কোন নীতির সাহায্যে টাকা উপার্জন করতে হবে। টাকা ব্যতীত বেঁচে থাকার আর কোন পথ নেই। যে সব দেশে ব্যষ্টি-জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের উপর সে সব দেশ ব্যষ্টির স্বকীয় বিশিষ্ট কোন চিন্তার মূল্য না থাকলেও, তার পক্ষে বেঁচে থাকার জন্য কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। এ জন্যই আজকের দিনে কমুনিষ্ট পরিচালিত দেশে বারাঙ্গনা বৃত্তি নেই। অথচ আল্লার রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবীদার অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্রে সে বৃত্তি রয়েছে চালু। মহান আদর্শবাদিতা ও জঠরের জ্বালার নিবৃত্তি করতে পারেনি।

কাজেই আদর্শবাদিতার সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের যোগ না থাকলে, কোন মানুষই তার মনোবল অটুট রাখতে পারে না। সংসার বিবাগী বুদ্ধদেব অথবা যীশু খৃষ্টের কাছে আদর্শবাদিতাই ছিল মুখ্য। ওরা সংসারে প্রবেশ না করে, স্ত্রী পুত্র কন্যার দায়িত্ব গ্রহণ না করে তা অটুট রাখতে পেরেছেন। রীতিমত সংসারী ছেলে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াতো বলা কঠিন। মিসেস হাকিমের বাচনিক কেন, চমনের কাছে প্রেরিত তারপত্রেও তার জীবনের আলেখ্য একরামের চোখে ভেসে উঠেছিল। তাকে ডি, এফ, ও রেখেছিল তার উন্নতির এক মাধ্যম হিসাবেই। তার দেহের বিনিময়ে ও লাফ দিয়ে ডি, এফ, ও হয়েছে। তবে তার এ বাসি, মলিন দেহে আর মজে থাকেনি। ভোমরার মত ফুলে ফুলে মধু খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

www.pathagar.com

তবে মিসেসের জীবনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে অন্যভাবে। তিনি অভ্যাসের বসে মদে আসক্ত হয়েছেন এবং তার আনুষঙ্গিক প্রচণ্ড হীরং-সার চাপে তিনি হয়ে উঠেছেন কাম-উন্মাদিনী। তার জীবনের এ পরি-ণতির জন্য কি ডি, এফ, ও দায়ী নয়? আর ডি, এফ, ওর এ উৎকট উচ্চাকাঙ্খার মূলে কি টাকার জন্য অপরিসীম লোভ দায়ী নয়? এ লোভের মূলে কি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা নেই? যতই ভাবতে থাকে ততই ব্যষ্টি জীবনের সব গুলো ত্রুটী, বিচ্যুতি, অপরাধ ও পাপের জন্য সে সমাজকেই ষোল আনা দায়ী সাব্যস্থ করে। আজকে আবার রাত ন'টায় চমনের বিয়ে। তাই রমনার মাঠ পার হয়ে কাকরাইলের পথ ধরে একরাম মালীবাগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

চমনের এ বিয়েতে সম্মতি আছে, তেমনি হেনাও তা'তে রাজি। তবে প্রশ্ন হ'চ্ছে বিয়ের আয়োজন নিয়ে। কোথায় বিয়ের বাসর তৈরি করা হবে? হেনার মামুর বাসাকে পায়রার খোপ বললে অত্যুক্তি হয়না। হেনা রয়েছে বালিকা বিদ্যালয়ের এক বাড়িতে। সেখানেও স্থান সংকুলান হ'বে না। অগত্যা দেওয়ান বাজারে একরামের সঙ্গে এক বন্ধুর বাড়িতেই বরের বাসর তৈরি করা হল। বর মাত্র কয়েকজন, যাত্রী নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে হেনার সে বাড়িতেই উঠবেন। পাত্রী পক্ষে উপস্থিত থাকবেন হেনার মামু ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বর পক্ষে থাকবেন চমনের চাচাতো ভাই একরাম রসুল ও তার বন্ধুবর্গ।

যথারীতি দুলহা মাথায় পাগড়ি পরে চুনীদার পায়জামার ও সার্কস্কীনের আচকান পরে কণের বাড়িতে উপস্থিত হন। এখন এজিন নেওয়ার পালা

কাজী সাহেব তার দুজন অধীনস্থ লোক ও একখানা মস্ত বড় কেতাব নিয়ে কন্যার মামুকে এজিন নিয়ে আসতে আহ্বান করার পূর্বে বরের নাম জানতে চান। একরাম তাকে জানিয়ে দেয় ওর নাম হচ্ছে চমন-ই-রসুল ও তার পিতার নাম খাদিম-ই-রসুল। তার আসল নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চমন সেদিন সত্যিকার ভাবে অনুভব করলো সে একজন পুরুষ। কাটাছাটা নামের প্রভাবে সে এতদিন তার নিজস্ব স্বত্ত্বা যেন খুঁজে পায়নি। তেমনি হেনার নাম প্রকাশিত হল হেনা জাহান চৌধুরী বিন্তে আবদুর রহমান চৌধুরী।

www.pathagar.com

তেষট্টি

বেগম ফয়েজ-উল-হাসানের কাছে থেকে নিতান্ত নিরাশা ব্যঞ্জক উত্তর পেলেও একরাম একেবারে হাল ছেড়ে দেয়নি। তার ধারনা ফয়েজ-উল-হাসানকে এখনও এ বিষয়টীর বিষাক্ত পরিণাম সম্বন্ধে সজাগ করে দিলে তিনি এ পিছল পথে আর অগ্রসর হবেন না।

একরাম তাই সাত তাড়াতাড়ি সিলেটে ফিরে আসে।
বাড়িতে পৌঁছেই সে সংবাদ পায় ফয়েজ-উল-হাসান তার বর্ণিত কুড়ি বয়-সের যুবতী বিধবাকে বিয়ে করে বেশ সুখেই মধুচন্দ্র যাপন করার উদ্দেশ্যে শিলঙে চলে গেছেন।

কাজের ব্যর্থতায় চরম দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গোসল সেরে নাকে মুখে ভাত মাছ গুজে নিয়ে একরাম কাছারির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।
সেদিন কাছারিতে তার ও একটি মোকদ্দমার তারিখ ছিল। তার মক্কেল তরফ ফয়েজাবাদের এক বিশিষ্ট জমিদার তার নাম সামসুন ইসলাম চৌধুরী।

তিনি তার নিজস্ব এক মস্ত বড় ভূ-সম্পত্তি থেকে তারই অপর শরীক ও চাচাতো ভাই রফিকুল ইসলাম চৌধুরী কর্তৃক বেদখল হয়ে খাস দখলের মোকদ্দমা করেছেন। তিনি পূর্বেই সব জজ আদালতের প্রাঙ্গনে একরা-মের জন্য অপেক্ষা করছেন। একরাম উপস্থিত হলে তিনি এগিয়ে এসে বলেন —

'আজকে শুনানীর তারিখ থাকলেও মোকদ্দমা হবেনা। রফিকুল ইসলাম মারা গেছেন। এখন তার স্থলে তার ওয়ারিশানকে পক্ষভূক্ত করতে হবে। সে ওয়ারিশানদের মধ্যে সর্ব প্রথমে হচ্ছেন তার বিধবা স্ত্রী জয়নব বেগম। তার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা নাজমা বেগম ও তার দুই নাবালক পুত্র মইনুল ইসলাম ও শকিবুল ইসলাম এরা নাবালিকা বিধায় ওদের আসন্ন বন্ধু হিসাবে তাদের আম্মাকেই গার্জিয়ান নিযুক্ত করতে হবে।
একরাম জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামীর নাম জানতে চাইলে তিনি বলেন —

'তাকে আপনি চেনেন না?
সে তো আমাদের সঙ্গে অনেক দিন থেকেই পরিচিত। সে হচ্ছে রফিকুল ইসলাম চৌধুরীরই আপন ভাগ্নে সৈয়দ ইকবাল। তার মুখের কথা শেষ হতে না হতে ইকবাল এসে হাজির।
সে ইকবাল আর নেই। মুখে মস্ত বড় ভোজপুরী প্যাটার্নের গোপ। থুতিতে একটুখানি দাড়ি। কোট প্যান্ট ও লাল রুমীতাজ মাথায়। সহসা

www.pathagar.com

দেখলে পাঠান সর্দারের মত মনে হয়। মামু ও শ্বশুরের ইন্তেকালের পরে সে-ই এখন মামুর বাড়ির কর্তা।

তার বাচনিক একরাম জানতে পারলে গুলশান ও সৈয়দা ফরিদা মাঝে মাঝে ফয়েজাবাদে তশরীফ নেন। ওদের আবার নানা ভেক রয়েছে। কোন সময় একজন বেদে ও অপরজন বেদেনী সেজে, চুড়ি মনমন মিঠাই তাগা ইত্যাদি বিক্রি করেন। আবার কোন সময় ফকির ও ফকিরনী সেজে তাবিজ তুম্বা ইত্যাদি জনসমাজে বিক্রি করেন। আবার কখনও বা পাখীর খাঁচা কাধে নিয়ে টিয়া, তোতা, ময়না, চুয়া পাখী বিক্রি করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। তবে তাদের এসব বহুরূপীপনার অন্তরালে রয়েছে একমাত্র লক্ষ্য —

এ দেশের সব মানুষকেই সমাজতন্ত্রবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। এ জন্য মরন-সংকূল এ পথে চলেছে তাদের যাত্রা। ইকবাল তাকে আর ও জানায় তাদের সঙ্গে এসে জুটেছেন একদল হিন্দু কম্যুনিষ্ট। ওরা তাদের দু'জনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টিতে আদাজল খেয়ে লেগেছে।

ইকবাল এমন ধারালো ভাষায় গুছিয়ে নিয়ে তার বক্তব্য বলে যায়, তার কথা শুনে একরামের বাকশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়। সেই বেখাপ্পা ও বেয়াড়া ইকবাল, বিদ্যাতো নেই-ই, বুদ্ধি ও নেই। যখন তখন যার তার সামনে যৌন বিষয়ে আলোচনা, পৌঢ়া আবিবার সঙ্গে যার তার সামনে রঙ্গ রসিকতা যার ছিল অভ্যাস, সে-ই আজ বেশ ভারিকিক চালে এতগুলো কথা বলে গেলো। তাতে স্পষ্টই বুঝা গেলো তার নব-জন্ম লাভ হয়েছে। বিদায় নেবার আগে সে একরামকে বলে গেলো।

'ভাইজান, আপার মক্কেলকে একটু বুঝিয়ে বলবেন এখন তিনি এ মামলা দায়ের করে মোটেই লাভবান হবেন না।

জমিদারী এখন সরকার দখল করে নিয়েছে। এ থেকে আয় আমদানী মোটেই নেই। হাতের টাকা খর্চ করে তিনি যদিও সে মাটী আমাদের কাছে থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারেন, ব্যয়ের তুলনায় তা' থেকে তিনি সে পরিমাণ উপসত্ত্ব ভোগ করতে পারবেন না। খাজনা থেকে বাজনাই সার হবে। আমি এত কথা বল্‌ছি এজন্যই, তিনি ও আমার মামু আম্মার চাচাতো ভাই, তার এত বড় ক্ষতি হলে আমাদের পক্ষেও ক্ষতির কারণ হবে।

www.pathagar.com

ইকবালের এত গুলো কথা শুনে একরামের স্মরণে আবিবার কথা উদিত হলো। ও বলেছিলো এদের বংশের ধারাই এই। প্রথমে আবোল তাবোল যা কিছু বকলে ও এবং কাজে কর্মে খাপছাড়া হ'লেও, আস্তে আস্তে ওরা ভাল মানুষ বনে যান। আকাট মুর্খ এক বাঁদির উক্তিতে সেদিন সে হেসেছিল। আজ তার চোখের সামনেই তার কথার প্রমাণ পাওয়া গেল।

একরামের মনে সে নিরক্ষর নারীর প্রতি ও শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল।

www.pathagar.com

চৌষট্টি

বাসর ঘর। বালিকা বিদ্যালয়ের নবনিযুক্তা শিক্ষয়িত্রী হেনা চৌধুরী ও তার বর চমন-ই-রসুল। উভয়েই উভয়ের কাছে পূর্ব পরিচিত। তবে আজকের উভয়ের এ অভিনব বেশে একে অপরের প্রতি আর কোনদিন চোখ তুলে চায়নি।

যদিও চমন তার শেরওয়ানী, সলিমশাহী জুতো ও মামার কুলাহ খুলে সিলেকর তহবন্দ ও পাঞ্জুবী পরেছে এবং হেনা কেতাব শাড়ি ব্লাউজ খুলে ঢাকার জামদানীও তার সঙ্গে মানান সই একটি ব্লাউজ পরেছে, তবু একের চোখে অপরকে দেখাচ্ছে অপূর্ব রূপে। চমন অপলক দিঠি মেলে চেয়ে রয়েছে হেনার পানে। আর হেনা মাঝে মাঝে চোখে তুলে ওর পানে তাকিয়ে তার পরক্ষণেই চোখ নাবিয়ে নেয়। চমনের সঙ্গে কত মেলামেশা করলেও আজ তার খুবই লজ্জা করছে ওর পানে তাকাতে। একখানা চেয়ারে বসে, ঘরে সবুজ সেডে ঢাকা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় চমন একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে ছাই দানে গুজে দিচ্ছে। হেনা, পালঙ্কে বসে রয়েছে, আর মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছে। প্রথমে চমনই কথা বলতে শুরু করলে—

'দেখো হেনা আমিতো তোমাকে পূর্বেই বলেছি, মিসেস হাকিমের তিন হাজার টাকা আমায় ফিরিয়ে দিতেই হবে। ওই টাকা থেকে এখন পর্য্যন্ত আমি গোটা এক হাজার টাকা খর্চ করেছি, তবে প্রাইভেট টুইশান করে প্রায় পাঁচশত টাকা পেয়ে তাতে জমা দিয়েছি। আশা করি আগামী মাসেও পাঁচশত টাকা জমা দিতে পারবো। তখন তার এ টাকা গুলো আমায় ফিরিয়ে দিতে হবে। তার ঋণ শোধ হলেই, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলেই মনে করবো

মিসেস হাকিমের নাম উচচারণের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিষধর সর্পের মত ঈষা মাথা তুলে দেখা দেয়। হেনা ঠোঁট বাকা করে বলে—

টাকার ঋণ না হয় শোধই করলে, তবে তার কাছে যা শিক্ষা পেয়েছো সে ঋণ তো শোধ করবার আর পথ নেই, তিনি চিরদিনই তোমার গুরু বলেই গণ্য হবেন, এমেচ্চার ঈঙ্গিত অতিশয় স্পষ্ট। চমনের মুখে কালো মেঘের ছায়াপাত হয়। তবে আপনাকে যথাসাধ্য শক্ত করে সে বলে—

'কদম থেকেই কমলের উৎপত্তি হয়—

www.pathagar.com

হেনাও হটবার পাত্রী নয় সে চমনের তীর দিয়েই তাকে পাল্টা আক্রমণ করে--

'তবে কমলের মধ্যে কদমের উৎকট গন্ধের কিছুটা থেকেই যায় চমন কানু না হয়ে উত্তর দেয়---

'গন্ধ কিছু থাকলেও কর্দম ছাড়া কমলের জন্মই হয় না—

ওকে একটু ধুয়ে মুছে সাফ করে দিলে তার মধ্যে, আর কর্দমের কোন চিহ্নই থাকে না. যাক্ মিসেস হাকিমের সঙ্গে থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে আমার পথ প্রদর্শক হয়েই রইবে—

এবার হেনার ভুরু কুচকে যায়--

'তারই আলোকে জীবন পথে যদি এগিয়ে যাওয়ারই তোমার বাসনা থাকে তা'হলে আমাদের মত গো বেচারীর সঙ্গে গাট-ছড়া বাঁধতে এলে কেন?

চমন এতক্ষণে বুঝতে পারে হেনার আশঙ্কা কোন সূত্রে দেখা দিয়েছে। তাই তাকে অপসারণের জন্য সে বলে—

'লোকমান হেকিমের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, তাকে প্রশ্ন করা হল আদব কার কাছে থেকে তিনি শিক্ষা করেছেন? তার উত্তরে তিনি বলেন—বেআদবদের কাছে থেকে অর্থাৎ তারা যা' করতো তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার নীতি গ্রহণ করেই আদব শিখেছি

এবার হেনার মুখে প্রসন্ন হাসি দেখা দেয়—

'তা'হলে জীবনের বিগত অধ্যায়টাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চাও—?

চমন অকপট স্বরে বলে—

'তাই চাই হেনা, আমি তা-ই চাই, জীবনে পবিত্রতার মূল্য আছে বলেই তোমার সংস্পর্শে পবিত্র হতে চাই—

হেনার মনে তখনও সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছে সে আরও পরিস্কার ধারনা করতে চায়—

তবে আমি যদি মিসেস হাকিমের মত অভ্যাসে অভ্যস্থ হয়ে পড়ি—তখন?

চমন ইতঃস্তত না করেই বলে—

'তা হলে তোমার সঙ্গও পরিত্যাগ করতে হবে?

হেনার মুখে সুপ্রসন্ন হাসি দেখা দেয়---

অর্থাৎ রমণীর সংশ্রব পরিত্যাগ করে পাহাড়ে জঙ্গলে সন্ন্যাসীর মত ঘুরে বেড়াবে?

চমনের কণ্ঠে কান্নার স্বর ভেসে উঁঠে--

www.pathagar.com

'হয়ত তাই করবো হেনা, হয়ত আজীবন পথে পথে ঘুরে বেড়াবো তবে নোঙরা মাটীতে আর পা' ফেলবো না।

রাত তখন প্রায় দু'টো। জানালার ওপাশে চাপা হাসির গুঞ্জন শোনা যায়। চমন বুঝতে পারে তাদের মিলন-দৃশ্য উপভোগ করার জন্য মেয়েরা আড়ি পেতে বসে আছে। চমনের ইচ্ছা হল, ওদের একটু বেকায়দায় ফেলে দেয়। সে পিছনের দরজা খোলবার চেষ্টা করলে হেনা তাকে বাঁধা দেয়। তার আশংকা এ দলের মধ্যে তার মামীও থাকতে পারেন। তবে চমন চেয়ার ছেড়ে উঠতেই পলায়নপর মেয়েদের চাপা হাসির গুঞ্জন শোনা যায়।

টেবিল ল্যাম্পের স্তিমিত আলো একেবারে নির্বাপিত করে চমন আস্তে আস্তে পালঙ্কে এসে আশ্রয় নেয়।

এখন মাত্র তারা দুজন এ পৃথিবীতে। পাহাড় পর্বত সাগর, সমুদ্র নদনদী পরিপূর্ণ এ বিশাল পৃথিবীর অস্তিত্ব সবই লোপ পেয়েছে। তাদের উভয়েরই মনে হচ্ছে এ পৃথিবীর আদি নর-নারী তারা, দুজনেই। এ পৃথিবীর সব কিছুই যেন তাদের উভয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে। চমন লরেনসের খুব ভক্ত পাঠক। হঠাৎ তার মনে হল লরেনস তার কোনও উপন্যাস বলেছেন নায়ক তার নায়িকার পায়ের গোড়ালিতেই তাকে উপলব্ধি করে। সেদিন লরেনসের সে কথায় সে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। আজকে তার মনে হল পায়ের গোড়ালিই কেবল নয়—হেনার সারা দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকেই সে রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

পঁয়ষট্টি

বাবুলের সঙ্গে কবীরের আর কিছুতেই বনিবনা হচ্ছে না দুজনের মনের ব্যবধান আরও মারাত্মক হয়ে দেখা দিচ্ছে। কবীর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে বাবুলকে নিয়ে সে ঘর সংসার আর করবে না। বাবুলও তার মুখের উপর তালাক চেয়ে বলেছে 'তাই হোক।' কবীর অবশ্য তালাক দেয়নি, তবে বাবুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই বেগম হাসান পড়ছেন মহা সংকটে। যে মেয়েকে উপলক্ষ করে তিনি তার দামাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন সে মেয়েই যখন বেরিয়ে গেলো, তখন এখানে তিনি পড়ে থাকবেন কোন দাবীতে? তিনি তাই সংকল্প করেন এ ঝামেলাতে আর তিনি মাথা গলাবেন না। তাকেও সম্পূর্ণ নিজের উপরই নির্ভর করে এ সংসার সমুদ্রে জীবন তরণী চালনা করতে হবে। তিনি সেলাইর কাজ খুব ভালই জানেন। তাই মনস্থ করেন কোন বালিকা বিদ্যালয়ে যেয়ে সূচী শিল্পের শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করবেন।

হেনা যে বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছে তার খবরও তিনি পেয়েছেন। সম্প্রতি হেনার বিয়ের খবর ও একরামের মারফতে পেয়েছেন। তবে কোন মুখ নিয়ে তিনি হেনার দ্বারস্থ হবেন। এ হেনাকেই তিনি ও তার মেয়ে তাদের আশ্রয় থেকে একদা তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি ঠিক করলেন বাংলা বাজার, আজিমপুরা বা ঢাকার অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়ে তার ভাগ্য পরীক্ষা করে, দেখবেন যতদিন তার কোন ব্যবস্থা না হয়, ততদিন বেহায়ার মতই দামাদের বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে বাস করবেন। হেনার কথা মানসে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চমনের ছবিও তার চোখে ভেসে উঠে। এ মুখ চোরা ছেলেটাকে তিনি সত্যিই স্নেহ করতেন। তখনকার দিনের তার প্রচণ্ড দাপটের সময়, বাবুল তাকে গ্রাহ্য না করলেও চমন তাকে সমীহ করেই চলতো। ওকে তখন তিনি একটি মাটির পুতুল বলেই মনে করতেন।

ভেঙ্গে দাও তাতে কোন ক্ষতি নেই, একটু পানি দিয়ে আবার তাকে, সহজেই গড়তে পারবে।

মিসেস হাকিমের ব্যাপারও তার কানে পৌঁছেছিল। তাতে তিনি মোটেই বিস্মিত হননি। তিনি জানতেন এ সবই মিসেস হাকিমের শক্ত ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। চমনের মধ্যে পুরুষের ব্যক্তিত্ব নেই বলেই সে তার হাতের

www.pathagar.com

পুতুল সহজেই সেজেছে। ও যদি একজন দরবেশের হাতে পড়তো, তা হলে একজন খাঁটি দরবেশে পরিণত হত। তবে এখন সে চমন আর নেই। এখন সে হেনার কব্জির মধ্যে। তার যে প্রকৃতি তাতে হেনা অনায়াসেই তাকে তার-মনোমত করে গড়ে তুলতে পারে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে বেগম হাসান শিউরে উঠেন। আজন্ম বিলাসিতার মধ্যে লালিতা পালিতা তিনি। বাপের বাড়িতে বা স্বামীর বাড়িতে অভাব অনটন বলে কিছুই ছিল না। জীবনে তিনি বিচার করতে শিখেছেন, বাধ্য বাধকতার চাপ সহ্য করেন নি। শৈশব থেকেই তিনি একটু খুঁত, খুঁতে স্বভাবের মেয়ে। অনেক আহার্য্য তিনি গ্রহণ করেন না। বোয়াল মাছ, বাইম মাছ, রানী মাছ, গোরুর গোশত, মহিষের গোশত তার কাছে হারামের সমান। মেড়া বা পাতি হাসের মাংস তিনি খেয়ে পরিত্যাগ করেছেন। তার প্লেটে বা গ্লাসে তিনি কাউকে খেতে দেন না। অপরের প্লেটে বা গ্লাসে তিনি নিজেও খান না। তিনবার দাঁত মাজে ও তার মনে হয় বুঝিবা মুখের দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ যায়নি।

আহারে বিহারে যেমন তিনি খুঁত খুঁতে স্বভাবের, মানব চরিত্র সম্বন্ধেও তেমনি সন্দিহান। তার যখন বিয়ে হয় তখন ফয়েজ-উল-হাসান সবেমাত্র দারোগার পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তাকে প্রায়ই খুন খারাপি দাঙ্গা হাঙ্গামার তদন্তের জন্য মফস্বলে যেতে হত। তাই তার মনে সব সময়েই সন্দেহ হত—বুঝি বা লোকটা এখানে ওখানে তার খেয়াল খুশীমত চলাফেরা করে। বাসায় ফিরে এলে দু'এক রাতে তিনি তার কাছে ঘেষতেনই না। তার কাপড় চোপড় বাড়ির টিকা ঝি'কে দিয়ে সোড দিয়ে সিদ্ধ করে ছাড়তেন। তার ধারনা ছিল মফস্বলের আস্তাকুড়ের যত সব ময়লা এসে জড়ো হয়েছে সাহেবের কোটপাতলুনে। ফয়েজ-উল-হাসানের সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ছিল।

তাই তিনি পাসিং সোর টীন বাজার থেকে কিনে আনতেন। তবে এ টীন পকেটে করে, তার বেরোবার সাধ্য ছিল না। সিগারেট কেসে পরিপাটি করে তিনি দশটি সিগারেট সাজিয়ে দিতেন। এর বেশী সিগারেট খেলে অসুখ হতে পারে, অপব্যয় তো নির্ঘাৎ হবেই। তবে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন, তার স্বামী এ নিয়মানুবর্তিতা মোটেই পছন্দ করে না। এ থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান।

www.pathagar.com

বাবুলকে তিনি তার নিজের আদর্শেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতে বাবুল তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তার আব্বার শরণাপন্ন হয়। এ বিদ্রোহে তিনি সত্যিই পরাজিত হয়েছেন। কারণ তার স্বামী মেয়ের পক্ষ অবলম্বন করে তাকে কাবু করে দিয়েছেন।

বাবুলের জন্মের পরে, তার বা তার স্বামীর একান্ত কামনা ছিল তাদের ঘরে একটি ছেলে আসবে। তবে সে আর এলো না। না আসার কারণ অনুসন্ধান করতেও তার স্বামী ত্রুটি করেন নি। কোলকাতা মেডিকেল কলেজে তাকে বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়েছেন। তার নিজেকে ও পরীক্ষা করিয়েছেন। যন্ত্রপাতি বা উপকরণ সবই ঠিক আছে। তবে তার পেটে আর কোনদিনই ছেলে আসেনি। তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী জীবিত থাকা কালে, কত তাবিজতুম্বা তার গলায় ও বাজুতে বেঁধে দিয়েছেন। তাতেও কোন ফল হয়নি। অবশেষে ছেলেকে পুনরায় বিয়ে দিতেও চেষ্টা করেছেন। তবে সফলকাম হননি। কেন যে তার স্বামী পুনরায় অপর নারীর পানি গ্রহণে বিমুখ ছিলেন, তা আজ ও তিনি বুঝতে পারেননি। তার প্রতি হাসানের কোন আকর্ষণ ছিল বলে কোনদিনই তিনি প্রত্যয়শীল ছিলেন না। তারও কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। কারণ ওর মধ্যে সত্যিকার স্বামীর কোন গুনই তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। গতানুগতিক দাম্পত্য জীবন পালন তারা উভয়েই করেছেন।

তাতে না ছিল কোন উত্তাপ, না ছিল কোন সত্যিকার প্রেম। মেয়েটীর জন্মের পর থেকে তাদের দু'জনের মধ্যে সেই সেতু রচনা করেছিলো। তবে বেগম হাসান স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন তার স্বামীর মনে অতৃপ্ত বাসনার বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। যে বাসনা তার নিজের পরিতৃপ্তির জন্য, না বংশ রক্ষার জন্য তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি। আপনার পায়ে দাঁড়াতে হলে যে কোন একটা প্রতিষ্ঠানে তাকে অবিলম্বে প্রবেশ করতে হবে। তাই তিনি বাংলা বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাস ধরবার ইচ্ছায় নিউ মার্কেটে রওয়ানা দেন।

বাসের অপেক্ষায় ভ্যানিটি ব্যাগসহ তিনি ষ্টপেজের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এমন সময় উত্তর দিক থেকে একটি বাস থেকে নেমে আসে চমন। হঠাৎ তাকে পথিমধ্যে দেখে চমন বিস্মিত হয়ে যায়।

—খালাম্মা আপনি এখানে?

www.pathagar.com

বলে চমন তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। নানাবিধ প্রশ্ন করার পরে, সে সমস্ত বিবরণ অবগত হয়ে তাকে বলে 'আপনি বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়ে চেষ্টা করে দেখুন—আমি দেখি একটা হিল্লে করতে পারি কি না সহসা অকূলে কূলের সন্ধান পেলে যেভাবে দিশেহারা নাবিক আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে, তেমনি বেগম হাসান আবেগে অধীর হয়ে চমনের দুহাত জড়িয়ে ধরে বলেন —

বাবা চমন তুই একটা হিল্লে কর্ আমি আর পারিনে।

বাবা, আমার সব খুয়া গেছে এ দুনিয়ার আমার বলতে আর কেউ নেই — তার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চমন যেয়ে তার বাসে উঠে। তার কাছে এ দুনিয়ার সব কিছুই এক ভোজবাজির খেলা। এই বেগম হাসানকে সে দেখেছে রাজধানীরূপে আজ তাকে দেখতে হল ভিখারিনী রূপে, সামান্য একটি চাকরীর জন্য আজ তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এতিম বালক বালিকার মত। একেই তা হলে বলে ভাগ্যের পরিহাস? মানুষের জীবন কি অজানা অচেনা কোন কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? একে খুঁজে বের করতে পারে না বলেই কি মানুষ তার নাম দিয়েছে ভাগ্য। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তার কার্য্যকারিতার তো বিরাম নেই সে বলেছে তার কাজ করে এতে মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার কোন স্থান নেই।

www.pathagar.com

ছেষট্টি

ফয়েজ-উল-হাসান বহু চেষ্টা চরিত্র করে পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ করে সদ্য পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে ছিলেন 'মধুচন্দ্র যাপন করার উদ্দেশ্যে শিলিঙে। যেয়ে উঠেছিলেন এডোয়ার্ড মেমোরিয়েল সেনোটরিয়ামে। সেখানে আসাম উপত্যকাবাসী তার এক বন্ধু ছিলেন ম্যানেজার। ভদ্রলোক বহু চেষ্টা করে ছোট্ট একটা কামরাতে নিয়ে তাকে জায়গা করে দিলেন। তবে আশে পাশে যারা বাসিন্দা তারা সকলেই ভিন্ন প্রদেশবাসী লোক। কারো বাড়ি মাদ্রাজে, কারো বাড়ি মধ্য প্রদেশে কারো বা বাড়ি উত্তর প্রদেশে। বাঙ্গালী হিন্দুরাও রয়েছেন। অহমিয়াও দু'এক জন আছেন। রাত্রের খাবারের পরে ওদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ আলোচনা হয়। ওদের কথাবাতার বুঝা যায়, পাকিস্তান ওরা কেউই কামনা করেন নি। তবে মধ্য প্রদেশবাসী মারাঠা ভদ্রলোক তার নাম সহ্য করতেও প্রস্তুত নন। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা, একে তত বিদ্বেষের চোখে দেখেনা, তবে ঢাকা বা ময়মনসিংহের লোকেরা তার উপর খুবই খাপ্পা। সিলেটের এক ভদ্রলোক হবিগঞ্জ থেকে হিজরত করে গৌহাটীতে চলে গেছেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য লাভের আশায় শিলঙে এসেছেন। এদের মধ্যে তিনিই পাকিস্তানের উপর সবচেয়ে খড়্গহস্ত। তার মতে হিন্দুদের যন্ত্রণা দেবার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। তার দুঃখের অন্ত নেই। তার বাড়ি ছিল হবিগঞ্জের মিরাশীতে। তার বাড়ি গেছে, সম্পত্তি গেছে, সবকিছুই চলে গেছে। যারা একদা ছিল তাদের পরিবারের হুকুম বরদার, এখন সে প্যাদা পাইক গোছের লোকেই সে অঞ্চলের নেতা। ওরা এখন তাদের পরিবারের লোকের সঙ্গে যা' তা ব্যবহার করে। উঠতে বসতে তাদের হেনস্থা করে।

তিনি কেবল বৈঠকী আলাপে এ বিষোদগার করেই ক্ষান্ত হননি। ফয়েজ-উল-হাসানের বিরুদ্ধে আই, বিতেও এত্তেলা দিয়েছেন।

তিনি নাকি পাকিস্তানের একজন ঝানু গুপ্তচর। ওকে শিলঙে থেকে না তাড়ালে ভারত সরকারের সমূহ অমঙ্গলের আশঙ্কা রয়েছে।

পথে ঘাটে বিগত জীবনের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গেও তার দেখা হয়। মামুলি সম্ভাষণের পরে ওরা সরে পড়ে। এদিকে তার সেই নতুন

www.pathagar.com

পাগল করে তুলেছেন। আজ তাকে নিয়ে কেলভিন সিনেমায় যেতে হবে, তো কাল তাকে নিয়ে নক্রেমে খাসিয়া কুমারীদের নাচ দেখাতে হবে, পরশু তাকে ঘোড় দৌড়ের মাঠে নিয়ে যেতে হবে। তার এসব আবদারের অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। বাইরের দিকে বার্ধক্যের ছাপ যত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, কলাকৌশলে তাকে তিনি ততই চেপে রাখতে চান। তবে মজা নদীতে জোয়ার আবার দেখা দেবে কোথা থেকে? অশক্ত দেহে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তিনি সাধনা ঔষধালয়ের নানাবিধ ঔষধ সেবন করেও মনোমত ফল লাভ করেননি।

তাই তরুণী ভার্য্যার মনোরঞ্জনার্থে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু গণ্য না করে তার হুকুম পালনেই তিনি তৎপর। একরাত্রে তার বিবিকে নিয়ে গেলেন কেনভিন সিনামাতে। বিষয়বস্তু তাদের জীবন ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক পাড় মাতাল রোজ রাতেই নিষিদ্ধ পল্লীতে যেয়ে আমোদ আহলাদ করে। ফিরে ভোর রাতে টলতে টলতে। এসে দেখে তার সতী সাবিত্রী স্ত্রী ভাত আগলে তার জন্য অপেক্ষা করে, শুয়ে পড়েছে। সে অপরাধের জন্য মাতাল পিতলের বাসন ছুড়ে তার মাথায় আঘাত করে। রক্তের ফোয়ারায় তার মুখে ভেসে গেলেও সে তার পতি দেবতার চরণ ধরে অনুরোধ করে।

'সারারাত কিছুই খাওনি আমি এখনই হাড়ি চড়াচ্ছি না খেয়ে আর কোথাও বেরিয়ে যেয়ো না।

তার এ পতি সেবা দেখে নতুন বিবি লায়লা হেসে কেটে পড়ে।
এ মেয়েটির বুঝি আত্ম-সম্মান বলে কিছুই নেই। একটা পাড় মাতালের পদ সেবা করার জন্যই কি তার জন্ম? অথচ ওই লোকটাই নিষিদ্ধ পল্লীর পারুলের পা জাড়িয়ে ধরে তার জীবন যৌবন সব কিছুই উজাড় করে ঢেলে দিতে চায়। পারুলের অর্ধউলঙ্গ দেহ বরবীর লীলায়িত ছন্দে ছন্দে বিভোল হয়ে সে লোকটা তাকে জড়িয়ে ধরে কত আদর সোহাগই না করে।

পাশের সিটে এক সুশ্রী যুবক একটি মেয়েছেলে নিয়ে বসেছিলেন। এ দৃশ্যের অবতারণায় তাদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেয়। আলো না থাকলেও স্পষ্ট বুঝা গেল তরুণী একেবারে এলিয়ে পড়েছেন তার পার্শ্ববর্তী যুবকের কোলে। লায়লা চিমটী কাটে হাসানের উরুতে এবং ইঙ্গিত

www.pathagar.com

রূপালী পর্দার দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী তরুণ তরুণীর লীলা দেখবার জন্য হাসানকে তাগিদ করে। হাসানের কোন দৃশ্যই সম্পূর্ণ উপভোগ করার প্রেরণা নেই দেখে লায়লা হতাশ হয়ে পড়ে।

হাসান তৃতীয় শ্রেণীর ভিসা পেয়েছিলেন। তাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাকে কোতয়ালীতে একবার হাজিরা দিতে হত। এক টিকটিকি পুলিশের মেহেরবাণীতে রোজ সকাল সন্ধ্যায় তাকে প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হচ্ছে। অবশেষে যখন তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন, শিলঙে মধুচন্দ্র যাপন তো চলবে না, হয়ত তার ভাগ্যে অর্দ্ধচন্দ্রও লাভ হতে পারে, তখন বাধ্য হয়েই সিলেটের পথে আবার সস্ত্রীক রওয়ানা দেন। কুমার পাড়ায় পৌঁছে তার স্ত্রীর মনোরঞ্জণার্থে তার সমুদয় বিষয় সম্পত্তি তার নামে লিখে দিয়ে আপনাকে অনেকটা সুস্থ বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

সাতষট্টি

স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবুল স্থানীয় এক প্রযোজকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তিনি তাকে তার ষ্টুডিয়োতে নিয়ে যান। সেখানে নবীন প্রবীণ সকল তারকার সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হয়। তার বেশভূষা হালচাল সব কিছু দেখে তারা তাকে লাহোরে চলে যেতে পরামর্শ দেয়। তাদের অভিমতে এ অঞ্চলের ছবি গুলোর বিষয়বস্তু যা থাক, তাদের দৃশ্যপট গুলো বাঙলা দেশের নদীর মতই বড় মন্থর।' বাবুলের পক্ষে দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটে অভিনয় করাই হবে তার প্রতিভার অনুকূল। ওদের মতে পঞ্জিম অঞ্চলের সরদার আখতার যেরূপ লোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে চমৎকার অভিনয় করতেন, তার পক্ষে সেরূপ পরিবেশেই হবে অনুকূল।

তার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করে স্বয়ং তাকে লাহোরে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছেন বলে ঘোষণা করেন। রওয়ানা দেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার বাড়িতেই বাবুলকে আশ্রয় দেবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি শান্তি নগরের এক বাড়িতে থাকেন। কাজেই বাধ্য হয়ে বাবুলকে তার অনুসরণ করতে হয়েছে। তার বাড়িতে হৈ হল্লা লেগেই আছে। নানা শ্রেণীর তারকারা সব সময়ই এসে ভিড় করছে। তার উপর নবাগতরাও উমেদারীর প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এসে ধন্না দিচ্ছে। বাবুল খুব আধুনিকা হলেও ওদের মত এত অগ্রসর হতে পারেনি। ওদের মধ্যে নারী পুরুষের ভেদ রেখা যেন একেবারে বিলীন। বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে এরা একে অপরকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে আলিঙ্গন করেন। প্রকাশ্যে চুমো খেতেও তাদের কোন বাধা নেই। প্রযোজকের মেহমান হয়ে মাঝে মাঝে জোড়া জোড়া আসেন। তাদের জন্য পৃথক কামরার ব্যবস্থা করা হয় না। একই কামরায় পাশাপাশি দুটো পালঙ্কে ওরা রাত্রি যাপন করেন। সারা রাত্রি হৈ হল্লা করে ওরা ভোর রাত্রেই নিদ্রা যান।

সকাল ন'টার আগে ওদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না।

মদ ওদের কাছে ডাল ভাতের মত।

www.pathagar.com

কেউ কেউ পানি স্পর্শই করেন না। তার পরিবর্তে মদই তো রয়েছে দু'এক দিনের মধ্যেই বাবুল হাপিয়ে উঠে। বাবা এ কোন রাজ্যে সে প্রবেশ করেছে। এর আইন কানুন, রুস্তম রেওয়াজ কোন কিছুই এ গ্রহের নয়। এগুলো যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে আমদানী করা হয়েছে। বাবুল স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কেন আবুল তার সংস্পর্শে এলে এত জড়োসড়ো হয়ে যেতো। আজ তার মত জাহাঁবাজ মেয়েও এদের কাছে গেয়ো বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। কোনদিন রাতের বেলা ওরা বিশুদ্ধ বাতাস উপভোগ করার ওছিলায় দিগম্বরী সেজে ছাদে বসে গান করেন। তার মধ্যে দুই জাতের নর নারীও থাকেন।

একদিন তারা তাকেও তাদের বসন পরতে অনুরোধ করেছিলো। শত চেষ্টাতেও বাবুল তাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে পারেনি। বলে ওরা তাকে নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ে বলে হেনস্থা করেছে।

প্রযোজক লাহোরে যাচ্ছেন বিনিময়ের প্রোগ্রাম নিয়ে। তিনি লাহোর থেকে একজন পাঞ্জাবী তারকাকে আনতে চান তার নির্মীয়মান চিত্র 'জানসে আপনা' নামক উর্দু ফিল্মে অভিনয় করানোর উদ্দেশ্যে। লাহোরের এক প্রযোজক একখানা বাংলা ফিলমে তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। তারা একজন বাঙালী অভিনেত্রী চান। প্রযোজকের ইচ্ছা বাবুলকে তিনি তাদের হাতে দিয়ে আসবেন।

যথা সময় লাহোর এয়ারপোর্টে মিঃ দাস তাদের উভয়কে সম্বর্ধনা করে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের নাম করা চিত্র তারকাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হল। বাবুল আশ্চার্য্যান্বিত হয়ে দেখে ওদের মধ্যে সংকোচের বালাই মোটেই নেই।

বাংলাদেশে তবু যা' হোক দিনের বেলায় বা প্রকাশ্যে রাজপথে চিত্র তারকারাও তাদের আসল রূপ প্রকাশ করেন না। লাহোরে তাদের গতিবিধিতে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ওরা যেমন উরসের সম্বন্ধ দাতাগঞ্জ বখশের মাজারে যেয়ে দোয়া দরূদ পাঠ করে, তেমনি কোন কাজ উপলক্ষে হীরামণ্ডিতে যেতেও তাদের কোন আপত্তি নেই। বাবুলের কাছে আরও আশ্চর্য্য লাগে ওদের সমাজ জীবনের কায়দা কানুনগুলো। একদিন ভদ্র ঘরের এক তারকা বলেন তাকে হীরামণ্ডিতে যেতে হবে তার খালা আম্মার কাছে। হীরামণ্ডির নাম শুনেই বাবুল শিউরে উঠে, তাকে প্রশ্ন

www.pathagar.com

করে সেখানে তার খালা আম্মা, কি করেন? ভদ্রলোক কোন লজ্জা শরম না পেয়েই উত্তর দেন তিনি এক বাইজি। বাংলাদেশে বেশ্যাদের মধ্যে যারা নাচ গানে পারদর্শিনী তাদের ভদ্রতা করে বলা হয় বাইজি। এরা সমাজ জীবনে অপাংক্তেয়। ওদের মধ্যে কিন্তু বাইজি ও বুবুদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বিয়ে শাদীতে সামাজিক সকল ব্যাপারে বাইজিদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়।

যাক্ বাবুলের কাজ জুটে যায়। প্রথম প্রবেশ করেছে বলে তাকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়নি। তবে এ ভূমিকায় সফলতা অর্জন করলে পরবর্তীকালে তাকে বাংলা বা উর্দু ফিলমের অন্যান্য ভূমিকায়ও উচ্চাসন দেওয়া হবে, বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রথমে মিঃ দাসের বড়ীতে মাস খানেক বাস করে শেষে মাল রোডে পৃথক বাড়ি ভাড়া করে, সে উঠে যায়। লাহোরকেই তার কর্মস্থল নির্ধারণ করায় সে উচ্চ উর্দু ভাষা আয়ত্ব করার সাধনায় মগ্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবী ভাষাও রপ্ত করার চেষ্টা করে। বাংলা দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে বলে সে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

আটষট্টি

ডালিয়ার জীবনে দেখা দিয়েছে চরম হতাশার নিশা। একদা এ 'নয়া জিন্দেগী ক্লাব' তারা গড়ে তুলেছিল —নূতনের আলোকে আমাদের এ সমাজ জীবনকে গড়ে তোলার অপূর্ব উৎসাহ। সে ক্লাব বলতে এখন আর কিছুই নেই। একসঙ্গে বাস করা অনেকগুলো কপোত কপোতীর মত তারা নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করলেও, এখন জোড়া জোড়া হয়ে সুখী কপোতের মত তারা আপনাদের নীড় রচনায় ব্যস্ত।

গুলশান ও সাহেবজাদি তো আগেই সরে পড়েছেন। বাবুলও সরে পড়েছে। গো বেচারী চমনও স্নেহ কাতর হেনাও এখন বাসা বাধার সাধনায় মশগুল। আবুল বশর এখন জালালাবাদ শহরের মধ্যে অন্যতম ধনী ব্যক্তি। আদর্শবাদিতার কোন বালাই তার নেই। সে ভুল করেও এ পথে পা ফেলে না। তার বাড়িতে দিনরাত কেবল কন্ট্রাকটারদের আনাগোনা। কেউ ধান সংগ্রহের কন্ট্রাক্টে সই করছে, কেউ বা এখান থেকে ধান চালান দেবার চুক্তি সম্পাদন করছে। কেউবা আবার চাউলের কন্ট্রাক্ট্ নিচ্ছে। তার একটি ছেলেও জন্ম নিয়েছে। তাকে নিয়েও স্বামী স্ত্রীর আদর সোহাগের অন্ত নেই।

এ ক্লাবের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন না, এমন সব লোকের মধ্যেও নীড় বাধার সাধনা চলছে। আবিরাকে নিয়ে পলাতক কিশোর ইকবাল আজ একজন মস্ত বড় মাতব্বর। সে তরফ অঞ্চলের এক ভয়ানক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি। তার মামার ও শ্বশুরের বাড়িতে এখন সেই সর্বময় কর্ত্তা। বাবুলের আব্বা ক্লাবের সদস্য না হয়েও পরোক্ষ একে সাহায্য করতেন। এখন তরুণী ভার্য্যার মনোরঞ্জণার্থে তিনি সকালে বিকালে কলপ ব্যবহার করেন। থুতনিতে রক্ষিত একটু খানি দাড়িও তিনি নির্মূল করেছেন। এখন চাচাছোলা অবস্থায় তাকে সহসা দেখলে পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক বলেই ভ্রম হয়। বেচারা আবদুর রহমান সাহেব মক্কা শরীফেই সস্ত্রীক বসবাস করছেন। মাসে মাসে একরামের কাছে পত্র লিখে হেনা ও গুলশানের হাল হকিকত জানতে চান।

তবে প্রতি পত্রেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, তিনি আর এ দেশে ফিরে আসবেন না। মক্কায়ই তিনি মৃত্যুর অপেক্ষা করবেন। তার আব্বা তাকে এসে সপ্তাহে একবার দেখে যান, বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি

www.pathagar.com

আর তাকে বাড়িতে নিতে চান না। তার ভাই হামিদ আহমদ ও রাশিদ আহমদ পূর্বাপর ব্যবসার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।

এসব ঘটনা বৈচিত্র বা পরস্পর বিরোধী কার্য্যকলাপের মধ্যে আদর্শের স্থান কোথায়?

'নও-হেলাল' পত্রিকার পরিচালনা নিয়েও সে ও একরাম পড়েছে মহা বিভ্রাটে। এতে যখন ন্যায় ও সাম্যের নীতির জন্য জনমত গঠন করার প্রয়াস দেখা যায়, তখন ধর্মের ধ্বজাধারী একদল রক্ষণশীল লোক এ পত্রিকার সম্পাদককে কম্যুনিষ্ট, নাস্তিক প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত করেন। আবার যখন ইসলামের মাধ্যমেই পাকিস্তান তথা বিশ্ব-সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে জোরালো সম্পাদকীয় লিখা হয়, তখন প্রগতিশীল সমাজ একে বলেন অতিশয় গোড়া ও রক্ষণশীল। অর্থাৎ সোজা কথায় রক্ষণশীলরা বলেন প্রগতিবাদী ও প্রগতিবাদীরা বলেন রক্ষণশীল। অর্থাৎ কোনও দলের বা গুষ্ঠির মনঃপূত না হলে তারা তাকে জাহান্নামে অথবা ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে মোটেই ইতঃস্তত করেন না।

ডালিয়া ভেবে দেখে, এতে ওদের কোন দোষ নেই। বহুদিন যাবত কোনও এক মতবাদ পোষণ, করার ফলে মানুষ হয়ে যায় মাকড়শার মত। তাতে কিছুটা কল্পনার, কিছুটা গোষ্ঠিশুদ্ধ লোকের সুখ সুবিধার জাল বুনে, ওরা মাকড়শার মতই ওৎ পেতে বসে থাকে মশা মাছি বা অন্যান্য কোন কীট-পতঙ্গ তাতে পতিত হলে তাকে অতি সত্বর আত্মস্থ করার চেষ্টা করে। তাতে বিফল মনোরথ হলে ওরা নিরাশ হয়ে গালাগালি করে।

ডালিয়া তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছে। ফুলবাড়ি বর্ন কেলি প্রভৃতি স্থানের নানকরা প্রজারা ভিটা মাটিতে তাদের স্বত্ব স্বামিত্ব লাভের জন্য যখন প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন 'নও-হেলাল জোড়ালো ভাষায় ওদের দাবীর যথার্থ প্রচার করে। এতে খুশীতে গদ্ গদ্ হয়ে কম্যুনিষ্টদের চেলাচামুণ্ডারা এসে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। অপরদিকে চৌধুরী সাহেবেরা প্রচার করতে শুরু করেন, কেবল নানকরদের পক্ষেই নয় —

'নও-হেলাল' এ দুঁনিয়ার যত অরাজকতা আছে তাদের সকলের পক্ষে এক বিষময় মুখপত্র। অচিরেই এ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরেরা চা বাগান, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলোতে আগুন জ্বালাবে। ওরা নাকি 'নও-হেলালের সঙ্গে খুদ রাশিয়ারও যোগসূত্র আবিষ্কার করতে

www.pathagar.com

সক্ষম হয়েছেন। ডালিয়া কিশোরী মোহন বালিকা বিদ্যালয়ে পরস্পর বিরোধী উভয় মতের শিক্ষয়িত্রীরই ঠাট্টা বিদ্রুপের এক সাধারণ লক্ষ্য। কেউ তাকে বলেন—এ যুগের যোয়ান অব আর্ক আবার কেউ বলেন—এ যুগের সুলতানা রাজিয়া। কুমারী শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে আবার কেউ কেউ তাকে মক্ষিরানী বলেও সম্বোধন করেন। তার সঙ্গে একরামের সম্পর্ক নিয়েও মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাশা করেন।

ডালিয়া অবিচলিত চিত্তেই সব সহ্য করে যায়। তবে তার নিজের কাছেই তার এ জীবন নিতান্ত ফাঁকা বলেই মনে হয়। কোথাও যেন নোঙর ফেলার স্থান নেই। অগাধ সমুদ্রে তাকে ভেসে চল্‌তেই হবে। কোন দিন যে তার সমাপ্তি হবে তা জানার উপায় নেই। কোন কোন দিন তার এত খারাপ লাগে যে কোন কাজ করারই প্রবৃত্তি হয় না। তার মনে হয় গোটা পৃথিবীটা যদি তার ঘূর্ণনকালে একটি বিন্দুতে এসে থেমে যেতো তা হলেই ভাল ছিল। গতি গতি বলে এত চেচামেচি করে সে আজ পর্য্যন্ত গতির শেষ লক্ষ্য স্থলে পৌঁছাবার সম্ভাবনা দেখতে পায় না। শুধু শুধু পায়ে চলা পথে ঘূর্ণায়মান বলের মত যদি চলতেই হয়—তা' হলে মানুষে এবং প্রাণ-হীন পদার্থে পার্থক্য কোথায়।

এ চরম অন্ধকারেও সে একটি মাত্র আলোকের শিখা দেখতে পায়। সে আলোকে প্রতিভাত একরামের শুচি স্নিগ্ধ জীবন। এ রূপ জীবনের সাধনা ব্যর্থ হতে পারে না। এ নদী মরুপথে তার ধারা হারাবে না। এ সম্বন্ধে সে স্থির নিশ্চিত। এ আশায়ই সে বেঁচে আছে।

www.pathagar.com

উনসত্তর

হেনা প্রতি মাসেই তার বাড়ি ভাড়া বাবত একরামের কাছে থেকে একশ' টাকা পায়। সে মাসিক বেতন পায় দু'শ টাকা। চমন দু'টো ট্যুইশান জোগাড় করে দু'শ টাকা করে পায়। এতে একটা ঠিকা ঝি'র বেতন বাবত মোটে কুড়ি টাকা ব্যয় হয়। তাদের দু'জনের খাওয়া পরা ও চলা-ফেরাতে একশ' টাকাতেই সংকুলান হয়। কাজেই প্রতি মাসে তাদের পক্ষে কমপক্ষে আড়াইশ' টাকা জমানো সম্ভবপর হয়। তারা উভয়েই স্থির করেছে যে ভাবেই হউক এক হাজার টাকা সঞ্চিত হওয়া মাত্রই তারা মিসেস হাকিমের টাকাটা আবার ফেরত দেবে। যতদিন ঐ টাকা ফেরত দেওয়া না হচ্ছে। ততদিন চমনের সঙ্গে তার যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। তাই প্রস্তাবটা চমনের তরফ থেকে উত্থাপিত হলেও, এতে হেনার আগ্রহই বেশী। তবে বর্তমানে তাতে দেখা দিয়েছে সামান্য একটু খানি প্রতিবন্ধক। ঢাকায় অনেক গুলো বালিকা বিদ্যালয়ে চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়ে বেগম হাসান হঠাৎ একদিন তল্পি তল্পা সহ হেনার বাড়িতে এসে উপস্থিত।

চমনের সঙ্গে যেদিন বাস ষ্টপেজে তার দেখা হয়, সে দিনই চমন অনুমান করেছিলো হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাকেই বেগম হাসানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তবে সে হেনাকে এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দেয়নি। তাই হেনার কাছে তার এ আকস্মিক আবির্ভাব শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, কিছুটা অবাঞ্ছিতও বটে। হেনার সঙ্গে তার বিগত জীবনের ব্যবহার মোটেই ভদ্রজনোচিত হয়নি। তাতেও হেনার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। ক্ষমা করার ঔদার্য্য তার ছিল। তবে তাদের বাড়িতে থাকাকালে হেনা তার খুঁত খুঁতে স্বভাবের যে পরিচয় পেয়েছে, তাতে তাকে সন্তুষ্ট করার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে সত্যটিই এখন তাকে ভীষণ ভাবে পীড়া দিচ্ছে। আশ্রয় দিয়ে আশ্রয় প্রার্থীর মনে ব্যথা দেওয়া আর যাই হোক মনুষ্য জনোচিত কর্ম নয়। চমনের কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে হেনা মনে মনে তার প্রতি বিরক্ত হয়। তবে বাইরে কোন অভদ্রতা প্রকাশ না করে তাকে সাদর সম্ভাষণ করে —

'আমাদের সৌভাগ্য খালা আম্মা, আমাদের মত গরীব ছেলেমেয়ের সঙ্গে আপনি বাস করতে এসেছেন। বেগম হাসানের কাছে তার উক্তি ব্যঙ্গের

www.pathagar.com

মত শোনায়, তাই তিনি তাকে তিরস্কার করেই বলেন —
'কে গরীব আর কে ধনী তার বিচার তো আগেই হয়েছে হেনা, গরীব না হলে তোমার এ চাচী আজ পথে পথে ঘুরে বেড়াতো না —
চমন অগ্রসর হয়ে বলে —
'এখন এসব কথা মুলতুবি রাখুন খালাম্মা। আপনার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। আসুন মুখ হাত ধুয়ে নিন। নাস্তা করুন তারপরে বিশ্রাম করুন। এ সবই আপনার। আমরা দু'জনই আপনার ছেলে মেয়ে।
বেগম হাসান চমনের নির্দেশে তাকে অনুসরণ করেন। এদিকে ইস্কুলের ঘন্টাও পড়ে গেছে বলে হেনা কাপড় পরে ইস্কুলের দিকে রওয়ানা দেয়। বেগম হাসানের পরিচর্য্যার ভার দিয়ে যায় চমনের উপরে। তিনি হাত মুখ ধুয়ে একখানা টোষ্ট ও এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে পড়েন। তার হাবভাবে বুঝা যায় যেন জেলের কোনও এক সেল থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। ইস্কুলে যেয়ে হেনা দেখতে পায় এক হুলস্থল কাণ্ড।

পুলিশের দারোগা ও দু'জন কনষ্টেবল, প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে। ব্যাপার খানা কি জানবার আগ্রহে সে তাদের কমন রুমে যেয়ে উপস্থিত হলে শিক্ষয়িত্রীদের সকলের মুখেই শুনতে পায় সে একই কথা। যূথিকা পিতা মাতার সম্মতি না নিয়েই কোথায় পালিয়ে গেছে। যূথিকার বয়স সবেমাত্র ষোল। কাজেই আইনের চোখে সে নাবালিকা। তার পিতা বাধ্য হয়েই থানায় এত্তেলা দিয়েছেন। দারোগা তাই যূথিকার পূর্ববর্তী জীবনের দত্তি সংগ্রহ করার জন্য ইস্কুলে এসেছে। ইস্কুলে অবশ্য কিছুই পাওয়া যায়নি। এখানে সে শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালিকার মতই চলাফেরা করেছে। তবে ইস্কুলের ঝি তার সাক্ষ্যে বলেছে একটি সুন্দর পুরুষ মানুষ মাঝে মাঝে তাকে গাড়িতে করে ইস্কুলে দিয়ে যেতো।
সে তার নাম জানে না। তার ধারণা লোকটি যূথিকার কোন নিকট আত্মীয়ই হবে। এ জন্য অবশ্য প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাকে তিরস্কার করেছেন। এ ব্যাপারে যদি ঝি জানতো তা হলে তাকে আগে বলেনি কেন? যাক দারোগা ঝি'র এ সূত্র অবলম্বন করেই তার লক্ষ্য পথে অগ্রসর হবেন বলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে জানিয়ে গেলেন।

তবে এ ঘটনার বিশ্লেষণে আরও কতকগুলো বিশ্রি সংবাদ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর গোচরীভূত হল যার প্রতিকার না করলে এ ঘটনার পুণরাবৃত্তি

www.pathagar.com

হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। ঝির বাচনিক জানা গেল, মেয়েদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই ছেলেদের যোগ রয়েছে তাদের প্রায় সকল-কেই কোন না কোন সময় ছেলেদের সঙ্গে দেখা যায়। হয়ত বা ইস্কুলে আসার সময় তাদের কাউকে কোন ছেলে রিকশাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়, না হয় ইস্কুলে ছুটি হলে কোন কোন মেয়েকে তাদের সমবয়স্ক বা সামান্য অধিক বয়সের ছেলেরা এসে নিয়ে যায়। এ নিয়ে ক্লাশ সেভেন থেকে টেনের মেয়েদের মধ্যেও ঝগড়া ঝাটি হয়ে গেছে। এ বলে ওর সঙ্গে সলিমের যোগ আছে, তো ও বলে ওর সঙ্গে রহমতের আশ্নাই আছে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী ওদের প্রত্যেকের ব্যাগ খুলে তার অন্তর্গত মালমসলা পরীক্ষা করেছেন। এদের প্রত্যেকের ব্যাগের ভেতরেই জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদি পেয়ে তিনি আতংকে শিউরে উঠেছেন। এরা কি তা' হলে ?

হেনা তো প্রথম দিন ইস্কুলে প্রবেশ করেই বুঝতে পেরেছে মেয়েরা এখন কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশী আগ্রহান্বিতা। হেনা বুঝতে পেরেছে এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ সমকামিতার দোষেও দুষিত। ক্লাশ সেভেনের কামরুন্নাহার বলে একটি মেয়ে টেনের জামিলার জন্য পাগল। জামিলার মধ্যে রয়েছে পুরুষালী ভাব। তা দেখা যায় জামিলার আদেশ নির্দেশ কামরুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। শুধু পালন করে না পরিতৃপ্তিও পায়। এ সব কথা প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ বলেই হেনা মনে করে।

তবে তিনি বয়সে অনেক বড় বলে তার কাছে এ সব বিশ্রি ব্যাপার বলাতে সে স্বাভাবিক ভাবেই সংকুচিত হয়।

ইস্কুলের বুড়ো দারোয়ান মেয়েদের ফাই ফরমাশ সব সময়ই করে, তাদের চিঠিপত্রও বিলি করে। মেয়েদের সঙ্গে তাকে রঙ্গ রসিকতা করতেও দেখা যায়। হেনার মনে সন্দেহ জাগে বুঝি বা ওই বুড়ো শয়তানটাও মেয়েদের এ সব কাণ্ড কারখানার সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

কি তাজ্জবের ব্যাপার জন্মের পর থেকেই পথে ঘাটে ছেলে মেয়েরা সেই একই সঙ্গীত শুনতে পায়। বয়স সন্ধিকালে তাদের কাছে বীর ও বীর-ঙ্গনা রূপে দেখা দেন —

চিত্র জগতের যত সব তারকারা। এদের যৌন সর্বস্ব জীবন ধারার আদর্শে গঠিত বর্ত্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে থেকে এর চেয়ে উন্নততর আর কোন্ আচরণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে ?

www.pathagar.com

সত্তর

এ পৃথিবীর গর্ভে রয়েছে সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাসা প্রভৃতি অষ্ট ধাতুর খনি। তার উপরিভাগে মানুষের বসবাস মানুষের মধ্যে অষ্ট নয় আট লাখের উপরও ধাতু রয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষই যেন এক একটা পৃথক ধাতুর তৈরি। তাদের আকার গত ঐক্য থাকলেও প্রকারগত অনৈক্যই বেশী। মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয় সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে। প্রয়োজন শেষ হলেই তারা আবার তাদের নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়, আপনাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। দেশে বন্যা ভূমিকম্প মহামারী দেখা দিলে সব মানুষই একই সমতল এসে দাঁড়ায়। আবার ওগুলোর নিরসন হলে মানুষেরা প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কারবার নিয়ে ব্যস্ত হয়। তেমনি কোন দেশের বা রাষ্ট্রের মধ্যে জুলুম বা অত্যাচার দেখা দিলে জাতীয়তা তার দোহাই দিয়ে, ধর্মের দোহাই দিয়ে, মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। প্রযোজন শেষ হলে উত্তেজনার শেষে আবার তাদের মধ্যেই কোন্দল কোলাহল দেখা দেয়। মানুষের মাঝে পরহিতের বা পরার্থিতার বৃত্তি রয়েছে সত্যি। তবে দীর্ঘকালের অবদ মনের ফলে তা' হুয়ে পড়েছে একেবারে আড়ষ্ট। কাজেই কম্যুনিষ্টদের পক্ষে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জনমানসে সে পরার্থপরতার বিকাশ সাধন।

কার্য্যক্ষেত্রে নেমেই গুলশান তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। তার এ কার্য্যসূচীই এখন তাকে নিয়ে গেছে পাতালপুরীতে। সেখানে মানুষের মনে পরার্থপরতার চেতনা জাগিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ করে পাকিস্তানকে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন অবাঞ্ছিত লোককে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়াও তাদের কার্য্যসূচীতে রয়েছে। তবে বর্তমানে সে কাজে তারা হাত দিতে পারে না। এতে তারা খুনে ডাকাত বলেই প্রতিপন্ন হবে। সমাজে তাদের কোন স্থানই থাকবে না।

গুলশান পূর্ব পাকিস্তানের জনসমষ্টিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছে। সর্ব উচ্চেস্থিত ভাসমান সমাজে সে দেখতে পেয়েছে আদমজি ইসপাহানী, কাসিমজি দাদা, দাউদ প্রভৃতি লোকদের।

এরা টাকার স্রোতের উপর ভাসমান। এদের ধন দওলতের কিছুটা অংশ এরা পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করেছেন। তবে বেশীর ভাগই তারা

www.pathagar.com

খাটিয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানে। এখানে কোন গোলযোগের সূচনা দেখা দিলে ওরা অতি সত্বর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। ওদের বাড়িঘর পাকিস্তানের দুই অংশেই রয়েছে। কোটী কোটী টাকা ব্যাংক ব্যালেনসও আছে কাজেই এদের পক্ষে ভেসে চলা খুবই আরামপ্রদ ব্যাপার। এদের নীচের পর্য্যায় রয়েছেন এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা। ওরা কালো বাজারে অথবা লাল বাজারে সুযোগ ও সুবিধা মত রোজগার করে, প্রত্যেকেই এক তলা বা দু'তলা বাড়ি করে আরামে দিন গুজরান করছেন। এদের সঙ্গেই সম পর্য্যায়ে রয়েছে বড় বড় আমলারা সি, এস, পি বড় বড় ডাক্তার, ব্যরিষ্টার, উকিল প্রভৃতি। তারাও সাধারণ মানুষ থেকে বহু উর্ধে বাস করছেন। ওদের বেশভূষা চালচলনে ওরা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের লোকদের মত। তবে এদেশে বাস করেন বলে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে বাধ্য হয়ে যোগ রাখেন। তারপরের স্তরে রয়েছেন নানা অফিসের কেরাণী। তার নিম্ন স্তরে রয়েছে আরদালী চাপরাশী থেকে শুরু করে চাকর, নওকর, ঝি, চাকরানীর দল। গাঁয়ের মানুষের মধ্যে আড়তদার, ব্যবসায়ী দোকানদার প্রভৃতি লোকদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধিক সংখ্যক লোকেরাই নানাবিধ কাজ কর্মে লিপ্ত। কেউ বা চাষী, কেউ বা মাঝি কেউ তেলী, কেউ নাপিত, কেউ কামার কেউ কুমার। চাষীদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগই বর্গাদার। এ অঞ্চলে জমির যতই অভাব দেখা দিচ্ছে ততই জোতদার অবস্থাপন্ন লোকেরা তা' কুক্ষিগত করে নিচ্ছে। তাই ভূমিহীন কৃষক কুল এখন কারখানাতে দিন-মজুর হিসাবে আশ্রয় নিচ্ছে। এ সব লোকের মধ্যে ভূমিহীন কৃষক এবং দিন মজুর ব্যতীত অপর কোন স্তরের লোকই এ দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চায় না। দিন মজুর অথবা কারখানার শ্রমিকেরা অর্থ সঞ্চয়ে সক্ষম হলে আবার সমাজতন্ত্রের ঘোর শত্রু হয়ে পড়ে। আবার এদের মধ্যে কারো মানস সর্বদাই পুঁজিবাদের ধারণায় পরিচালিত। ওরা সমষ্টির রাজত্ব কল্পনাই করতে পারে না।

চোর, ডাকাত, বাটপার প্রভৃতি অসৎ প্রকৃতির লোকদের কাছে সমাজতন্ত্রের অর্থ ভদ্রভাবে লুঠতরাজ করার সুযোগ লাভ, ইস্কুল কলেজ বা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত বলে দাবী করে তাদের মধ্যেও আত্মকেন্দ্রিকতার অভাব নেই। ইজমের দোহাই তুলে ওরা পকেট ভর্তি করে।

রাত্রে রেস্তোরায় বসে শ্যামেপন সেপনের বোতল সাবাড় করে এবং দিনের

www.pathagar.com

বেলায় টেডি পোষাক পরে ওরা লেনিন বা মাও সে তুঙের স্তুতি গুন গায়। ওদের আচার ব্যবহারে বিত্তহীনের প্রতি কোন সহানুভূতি রয়েছে বলে মোটেই প্রকাশ পায় না।

কাজেই সমাজতন্ত্রবাদকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে চরম নিষ্ঠার প্রয়োজন, তা কোথাও দেখা যায় না। গুলশান মূল ভিত্তি থেকে সমাজ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায় বলে, চাষী মজদুর শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই তাপ্রচার করে এসেছে। তাতে তারা সাড়াও দিয়েছে। তবে যতবার সে তাদের দৃষ্টি আত্ম-কেন্দ্রিকতা থেকে সরিয়ে পরার্থপরতার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তত বারই সে বিফল মনোরথ হয়েছে। ওরা সকল তন্ত্রের মূলে আত্মবিস্তাতন্ত্র চায়। এ জন্যই নূরনগরে সে প্রথম যে অভিযান শুরু করে তা' ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এবারকার অভিযান যাতে বিফল না হয় এ জন্য সে খাঁটী কর্মি চায়। তবে কোথায় সে আত্ম-ভোলা নিঃস্বার্থ কর্মি। যাকেই বিশ্বাস করে দলের মধ্যে টেনে আনে সেই পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সম্প্রতি একটা ঘটনায় তার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

রাতদিন খেটে ও পরিশ্রম করে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে গুলশান দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলো। তার এ অবিরাম ভ্রাম্যমান জীবনে টাকা সহ চলাফেরা সহজ ও নিরাপদ নয় জেনে সে টাকাগুলো তার মাতৃ স্বরূপিনী এক বিধবা মহিলার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। তিনি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে টাকা গুলোও অন্তর্ধান করেছে। সে এখন পড়েছে ভীষণ মুশকিলে কর্মিদের কাছে তার মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়েছে। ওরা নিশ্চয়ই এ তছরূপের জন্য তাকেই দায়ী করবে। তার উপর কর্মি শিবিরে ফরিদাকে নিয়ে যতসব গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কর্মিদের সে সাধারণ ভাবি তবে দেওরদের মধ্যে এখন কয়েকজন রয়েছেন যারা ভাবির মিষ্টি হাতের অন্ন পরিবেশনই কেবল চান না, তার দেহটাকেও চান। ওদের শিবিরের নিয়ম কানুন অনুসারে এরূপ দাবী মোটেই অসঙ্গত নয়।

এ সব দুঃখ দুর্দশার কাহিনী কারো কাছে বলাও যায় না। শুধুমাত্র সহ্য করেই যেতে হয়।

গুলশানের জীবনে তাই দেখা দিয়েছে চরম দ্বন্দ্ব। সে পরিবেশের সঙ্গে ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বে গুলশান তাই নাজেহাল।

www.pathagar.com

একাত্তর

হেনার চেষ্টা চরিত্রের ফলে তারই বালিকা বিদ্যালয়ে বেগম হাসান একটা ছোটখাটো চাকরি পেয়েছেন।

বেতন মোটে শতেক টাকা। সিলাইর কাজে তিনি দক্ষ বলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী খুশী হয়েই তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছেন। তিনিও এ টাকার দওলতে হেনাদের পারিবারিক তহবিলে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে দিচ্ছেন। এতে তার আগমনে এ পরিবারের যে আর্থিক ক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা পূরণ হওয়ায় তারা তিন জনেই বেশ খুশী হন। চমন ও হেনা উভয়ের মিতব্যায়িতার ফলে, অচিরেই হাজার টাকা জমানো সম্ভব হওয়ায়, চমন ব্যাংক থেকে দু'হাজার টাকা তুলে বেবি ষ্টাকসি যোগে মিসেস হাকিমের বাসার উদ্দেশ্যে গেণ্ডারিয়ার রওয়ানা হয়।

মিসেস হাকিমের বাড়ির কাছে আসতেই, তার সদর দরজায় লোকারণ্য দেখে চমন আতঙ্কিত হয়। এ আবার কি ব্যাপার! বেবী ট্যাকসির পাওনা আদায় করে ফটকের কাছে ঘেসতেই সে শুনতে পায় গত রাত্রে মিসেস হাকিম আত্মহত্যা করেছেন। তার অকাট্য দলিল তিনি রেখে গেছেন তার ব্যবহৃত বালিশের তলায়। তাতে লেখা রয়েছে ---

'আমার এ মৃত্যুর জন্য অপর কেউই দায়ী নয়। আমিই স্বেচ্ছায় এ দুনিয়া ত্যাগ করলাম। এ কাজের জন্য আপনারা অনুগ্রহ করে অপর কাউকে জড়াবেন না। কেউই এর জন্য বিন্দু বিসর্গ পরিমান নয়। এ কাজে আমি কোন দড়ি কলসীর সাহায্য নেইনি। কোন এসিড বা আফিমেরও সাহায্য নেই নি। যে দোষে আমি সমাজের কাছে কলঙ্কিত সেই নেশার বোতলটারই সাহায্য নিয়েছি। আমি আগেই জানতাম পাঁচটা পর্য্যন্ত হজম হলেও সাতটা বোতলের তীব্র বিষ আমার হৃদপিণ্ড সহ্য করতে পারবে না। তাই ছিপ খুলে রেখে সাতটার বিষমাখা পানীয় একের পর এক করে আত্মস্থ করেছি।

আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম, এতে আমার কাজ হাসিল হবে, হয়েছেও তাই। এখন হয়ত আপনারা সে সাতটা বোতলকেই আমার শোবার ঘরের টেবিলে সাজানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন। ওরা বোধহয় মুখ ব্যাদান করে আমার পানে চেয়ে হাস্‌ছে। ওদের হাসতে দিন।

www.pathagar.com

আমার বালিশের নীচে আপনারা একটি চাবি পাবেন, ওটা হচ্ছে আমার 'আয়রণ সেফের চাবি। আয়রণ সেফ খুলে একটা দলিল পাবেন। সেটি আমার উইল। আমার এ বাড়ি ৬ ব্যাংকের মোট পঁচিশ হাজার টাকা আমি উইল করে আমাদের সমাজের হাতে দিয়ে গেলাম। আমাদের পাড়া অর্থাৎ গেণ্ডারিয়া ইউনিয়নের লোকদের নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রয়োজন মত সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। সে কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। ওদের যুক্ত সাক্ষরেই ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো হবে। এ বাড়ির ভাড়াও তারা নির্ধারণ করবেন। এ ভাড়ার টাকাও ব্যাংকে রাখা হবে। তা থেকে মাসিক একশ' টাকা করে একজন অনাথ বালিকাকে দেওয়া হবে। সে যদি পিতৃ মাতৃহীনা হয় তা হলেও দেওয়া যেতে পারে। তবে পিতা মাতা থাকা স্বত্বেও যদি সে জারজ বলে গণ্য হয়, তবে সে মেয়ের দাবীই হবে অগ্রগণ্য। আপনারা আমাকে যদি ক্ষমা না করেন—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে যদি ভুলে যান তা হলে আপনাদের আমি ক্ষমা করবে না। —

ইতি
হতভাগিনী
পবন

ইতিমধ্যেই গেণ্ডারিয়ায় শোর গোল পড়ে গেছে। পুলিসের দারোগা কনস-ষ্টবলসহ এসেছেন। লাশ সর্ব প্রথমে মর্গে নিতে হবে। আপাততঃ সে বাড়ির বাসিন্দা বলে তার পাতানো ছেলে ও বউকে আটক রাখতে হবে। ভবিষ্যতে তদন্তের ফলে এ ঘটনায় জড়িত আর কেউ আছে কিনা তাও দেখতে হবে।

চমন এ পরিস্থিতিতে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে থাকা সমীচিন নয় বলে, মানে মানে সরে পড়ে। ফটক পার হয়ে রাজপথে উপস্থিত হওয়া কালে সে শুনতে পায় এ পাড়ারই কয়েকটি লোক তার এ মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ফিস্ ফিস্ করে আলাপ করছে। তারা নাকি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছে প্রথম দম্পতি তার অভিলাষ চরিতার্থ করার মানসে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ছেলে তার এ আবদার সহ্য করতে রাজি হলেও তার স্ত্রী এতে কিছুতেই সম্মত হয়নি। অবশেষে তিনি ছেলেকে তার কামরায়ই শোবার ব্যবস্থা করেন। তার হিংস্র স্ত্রী এতে বিক্ষুব্ধা হয়ে একরাত্রে চামুণ্ডা

www.pathagar.com

সর্বনাশীর বেশে তার কামরায় প্রবেশ করে, পানোন্মত্ত তার স্বামীর পাশে বিবশা মিসেস হাকিমকে জুতা পেটা করে তার এ কলঙ্ক সোচ্চার প্রকাশ করে, তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। খুব সম্ভব এতেই তিনি মর্মাহতা হয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

ওদের বাক্যালাপের মর্মাংশ গ্রহণ করে চমন একটা বেবী ট্যাকসিতে চেপে লাল মাটিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

www.pathagar.com

বাহাত্তর

বাড়িটা হস্তান্তর করে ফয়েজ-উল-হাসান ভেবেছিলেন এবার তার স্ত্রী সত্যিই তার বাধ্য হবে। তার ফল ফলেছে সম্পূর্ণ উল্টো। বাড়ির দলিল হস্তগত হওয়ার পরেই, তার হালের বেগম উদ্ভট কাণ্ড কারখানা শুরু করে দিয়েছেন। পাড়া গাঁয়ের মেয়ে বলে এতদিন শহরে আদব কায়দাতে রপ্ত হননি।

এখন শহরে হয়ে তাকে জাহির করার বাসনায় আজ এক পার্টী কাল এক পার্টী দিচ্ছেন। পার্টীতে নানা মতবাদের লোকের সমাগম হলেও তিনি প্রগতিবাদী ছেলে ছোকরাদের টেবিলেই বসেন। তার স্বামীর অনুরোধে একরাম বা ডালিয়াকে তিনি দাওয়াত দিলেও, তাদের কাছে দিয়েও ঘেষেন না। তিনি বসেন এক যুবক আত্মীয়ের সঙ্গে প্রায়ই। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বেরিয়েও যান। ফয়েজ-উল-হাসান এতে বিশেষ আপত্তিও করেন না। তার অনুরোধে সে আত্মীয়কে তাদের বাড়িতেও আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তার নাম বশীর আহমদ। তার বাড়ি অধুনা সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন করিমগঞ্জের এগারসতীতে। সে কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে করিমগঞ্জের সরকারী ইস্কুলে মাষ্টারী করতো। বিভাগের পরে সে সিলেট সরকারী ইস্কুলে বদলি হয়ে এসেছে। অকৃদার সুশ্রী যুবক। সব সময়েই তার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। তবে এ নিয়ে শহরে বেশ কানাঘুষা চলছে। সম্পর্কে খালাতো ভাই এক যুবকের সঙ্গে যখন বেগম সাহেব তামাবিলে খাসিয়া পাহাড়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করার জন্য চলে যান, অথবা জৈন্তা নিজপাটে যেয়ে নর বলির পাথরে ফটোগ্রাফ তোলেন, তখন সকল মানুষের মুখ বন্ধ করা সম্ভব হয়না। মাঝে মাঝে আবার হাসান সাহেবের গাড়ী নিয়ে তিনি ও বশীর আহমদ ছাতকে চলে যান সিমেন্ট ফ্যাকটরী দেখার উদ্দেশ্যে।

রাত বেশী হলেও ফিরেন না। ছাতক ডাক বাংলায় উভয়েই নিশি যাপন করেন। হাসান সাহেবের বন্ধু বান্ধব তার কানে এ সব বিষয় একাধিক বার তুলেছেন। তবে তিনি নাচার। দু'একবার অত্যন্ত বিনীত সুরে অনুযোগ করলে, বেগম সাহেবা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

তা'হলে তিনি সত্যিই বশীরের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করবেন। হাসান সাহেবকে বাধ্য হয়েই তা' সহ্য করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

বাড়ি তো আগেই তার নামে হস্তান্তর করেছেন। নগদ টাকা পয়সাও আস্তে আস্তে ব্যাংকে তার নামেই জমা করছেন, দেখে তার এক বন্ধু তাকে বলেছিলেন 'বুড়ো বয়সে বিয়ে করে' স্ত্রীর সঙ্গে তার নাগরের ঢলাঢলি দেখেই বুঝি মজা পাচ্ছো , তা' না হলে বউয়ের পাছে সব উজাড় করেও তো তার মন পাচ্ছ না? এ সত্যটা কি বুঝবার মত বুদ্ধিও তোমার নেই —

তার উত্তরে হাসান শুধু বলেছিলেন —

'ঝোকের মাথায় কাজটি মোটেই ভাল হয়নি ভাই, এখন অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গেছি আর পিছিয়ে যেতে পারবো না —

সত্যিই তিনি পিছিয়ে যেতে পারেন নি। তিলে তিলে আর্থিকও শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি সবই তার জীবনে দেখা দেয়। তারপরে মেয়েটার ও এ শোচনীয় পরিণতিতে তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে মাত্র তিন দিনের জ্বরে ভুগে তিনি এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব মীনা বেগম বা বাবুলের কাছে তার করে বা পত্র লিখেও কোন সাড়া শব্দ পায়নি। একজন লাহোরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তখন মহড়া দিচ্ছেন, অপর জন তখন লাল মাটিয়ার মেয়েদের সিলাই শিক্ষা দানে ব্যস্ত।

www.pathagar.com

তেয়াত্তর

পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষায় মিসেস হাকিমের মৃত্যুর কারণ অত্যাধিক মদ্য পান জনিত হার্টফেল বলে স্থির হয়। কাজেই সন্দেহ মূলে জড়িত পালিত পুত্র ও তার স্ত্রীকে হাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। যথারীতি পাড়ার লোকেরা তার চেহ্লামেরও আয়োজন করে। তার বাড়িটাও মাসিক তিন শত টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়। কমিটি গঠন করে পাড়ার এক অনাথ এতিম মেয়েকে মাসিক ত্রিশ টাকা ভাতা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চমন এ সব খবর রাখে। পরিস্থিতি থেকে ঘোলাটে আবহাওয়া চলে গেলে, সে তিন হাজার টাকা নিয়ে সমিতির সভাপতির দারস্থ হয়। তিনি অম্লান বদনে সে টাকা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাকে একখানা রশিদ দিলে, তাকে আস্সালাম ওলাইকুম দিয়ে সে সোজা বাসে চড়ে বসে। মিসেস হাকিমের ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে চমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। এ ঋণটা যেন জগদ্দল পাথরের মত তার বুকের শউপর চেপে বসেছিল। তাতে একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের অস্বস্তি, অপর দিকে দাম্পত্য জীবনেও দেখা দিয়েছিল এক কাটা। মিসেস হাকিমের সঙ্গে ওর সর্বশেষ যোগ সূত্র ছিল সে তিন হাজার টাকা।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে চমন ও হেনা মিসেস হাকিমের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ছিলেন রত। হেনার মতে এরূপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হলে এভাবে মৃত্যু অনিবার্য। চমন তার প্রতিবাদে বলে —

'তুমি হয়ত জানো না হেনা, এ ঢাকা শহরেই এরূপ অভ্যাসের ভদ্র মহিলা আরও রয়েছেন। কেবল ঢাকায় কেন গ্রামেও এরূপ স্বভাব চরিত্রের মেয়ে রয়েছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র ঘরের শ্বাশুড়ীরাও মেয়ে জামাই বা পুত্র ও পুত্র বধূর প্রণয় লীলা আড়ি পেতে দেখেন, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বচক্ষে পুত্রের বা দামাদের সামর্থ্য না দেখলেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ওদের বাচনিক যখন জানতে পারেন দামাদ অথবা পুত্র সত্যিকার শক্তির অধিকারী, তখনই তারা সম্পূর্ণ আশ্বস্থ হন —

হেনা ঠোঁট বাঁকিয়ে তাতে ঘৃণা প্রকাশ করে —

'ছি ছি এসব ব্যাপারে বাইরের মানুষ মাথা ঘামায় কেন। এতো দম্পতির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। চমন প্রতিবাদ করে।

www.pathagar.com

'নিজস্ব বটে, তবে তার সামাজিক একটা দিকও তো রয়েছে। কত আহ-লাদ করেই পিতামাতা, ছেলে অথবা মেয়ের বিয়ে দেন। এতে তাদের আহলাদের কারণ ওরা তাদের মারফতে বংশের ধারা প্রবাহিত রাখতে চান। এতে ছেলে বা দামাদ অপারগ হলে তাদের সে সাধে বাধ পড়ে।

হেনা তিরস্কারের সুরে বলে

'আড়ি পেতে দৃশ্য দেখেই তাতে সফলতা লাভ সম্ভব হবে?

এ সফলতা তো অনেকটা আল্লাহর মর্জির উপরই নির্ভর করে —

চমন তাতে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে পারে না —

'আল্লার মরজি তো বটেই, তবে শারীরিক দিক দিয়ে যে কোন পক্ষ অশক্ত হলে বুঝতে হবে এতে পিতামাতার মনোবান্ছা পূর্ণ হওয়ার কোন আশা নেই।

এ জন্য হিটলার বিবাহে ইচ্ছুক নর নারীকে বিবাহের পূর্বে পরীক্ষাধীন হয়ে সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করেছিলেন। আমার মনে হয় এটাই উত্তম ব্যবস্থা।

হেনা মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদ করে বলে —

'তাও ঠিক নয়। নর নারী উভয়েই সন্তানের মা বাপ হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত না হলেও তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সন্তোষ বিধানের জন্য মিলন কামনা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার অর্থ পাপের পথে সমাজকে ঠেলে দেওয়া। তবে তাদের উভয়ের পক্ষেই দায়িত্ব বোধ থাকা উচিৎ। শুধুমাত্র চোখে তৃষ্ণা মিটাবার জন্য অপর পক্ষের জীবনকে বাধ্য করা উচিৎ তো নয়ই আমার মতে মহাপাপ।

চমনও তাতে সায় দিয়ে বলে —

'শুধু শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদে নয়, আত্মার সন্তোষ বিধানের জন্য নর নারীর স্বাভাবিক মিলন প্রয়োজন। কুমার কুমারীর জীবন যত উন্নত পর্য্যায়ের হোক না কেন, তাতে কোথা যেন ফাঁক থেকে যায়।

হেনা মৃদু হেসে বলে

'জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই বোধহয় তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছো। চমন ব্যঙ্গের সুরে বলে, আমি না হয় তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তা বুঝেছি তুমি অভিজ্ঞতার অভাব থেকে তা আরও গভীর ভাবে বোধহয় উপলব্ধি করেছো —

www.pathagar.com

চুয়াত্তর

মক্কেলদের বিদায় দিয়ে খানার টেবিলে যেয়ে বসবার উদ্যোগ করতেই একরামের দরওয়াজায় এক ফকির এসে উপস্থিত। মুখে তার লম্বা দাড়ি, মাথায় মস্ত বড় পাগড়ি পরিধানে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বা পিরহান, পায়ে অল্প মূল্যের স্যাণ্ডেল। তাকে দেখে একরাম অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রয়। ফকির কোন ভূমিকা না দিয়েই বলে

'জনাব, আজকের রাতে আপনার দওলত খানায় থাকার অনুমতি মেহের-বাণী করে দেবেন?

কথার স্বরেও ফকিরের মুচকি হাসিতে একরামেরও হাসি পায়। এতো গুল্‌শান্। কি অপূর্ব বেশই না নিয়েছে। একরাম প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বলে —

'জনাব শাহ সাহেব, এ তো আপনারই বাড়ি, মেহেরবানী করে ভিতরে তশরীফ আনেন

তশরীফ ভিতরে নিয়ে গুলশান আট সাট করে দরওয়াজা বন্ধ করে বলে — 'জলদি কিছু খাবার দিন, তিন দিন কিছুই পেটের চুলোয় পৌঁছায়নি --- একরামের চাকর খানার টেবিলে সব কিছু রেখে সন্ধ্যার পূর্বেই সে তার বাড়িতে চলে যায়। একরামের সঙ্গে তাই তার চুক্তি। কাজেই বাড়িতে এখন তৃতীয় পক্ষ বলে কেউই নেই। তবে মুশকিল হল এই খাবার মাত্র একজনের। এতে দু'জনের চলবে কি করে? একরাম ঠিক করে গুলশানই পেট ভরে আহার করুক। এক রাতে কোন কিছু না খেলে তার কোন ক্ষতি হবেনা। তবে খানার টেবিলে দুজন একত্রে বসে শুধু মাত্র একাই খাবে না। তার মতে এতে দু'জনেরই চলবে। প্রোগ্রামে গুলশান বেশীর ভাগ ভাত গ্রহণ করে একটু খানি সুস্থ হয়ে একরামকে বলে এখন আপনি বাকী সবটুকু বিনা দ্বিধায় আস্বস্থ করতে পারেন। আমার হয়ে গেছে —

খাবার শেষে গুলশান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলে

'শেষ পর্য্যন্ত আপনারই জয় হয়েছে মিঃ একরাম আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এত চেষ্টা চরিত্র করে আমি জনতাকে আমার কাজের জন্য প্রস্তুত করতে পারলাম না। ওরা কিছুতেই আমাদের কথা বুঝতে

www.pathagar.com

চায় না, কাজও করতে চায় না। ওদের মাথায় কেবল একটা কথাই সর্বদা গিজ গিজ করছে, হয় ধনীর মাল মাত্তা ওদের বাড়িতে থাকবে না হয় গরীবেরা তা লুটে নিয়ে ভোগ করবে। সকলের সম্পত্তি হিসাবে তারা কোন কিছুকে রাখতে চায় না। ওদের কাছে সকল বলে কিছুই নেই। তাই এতদিন ভূগর্ভে কাজ করে হয়রান হয়ে, আমি এখন আর পারিনে আমার হাড়মাংস সব যেন চূর্ণ হয়ে গেছে। তার এতগুলো কথা শুনে একরাম বিস্ময়ে প্রশ্ন করে —

'সৈয়দা এখন কোথায়? তাকে কোথায় রেখেছেন?

গুলশান একটু বিরক্তির সুরেই বলে —

'রাখবো আর কোথায়? তার মামুর বাড়িতে ফয়েজাবাদে ভাইর কাছেই এখন আছেন বোন,

'তিনি কি আপনার মত পরিশ্রান্ত?

বলে উৎসুক দৃষ্টি মেলে একরাম তার মুখের দিকে তাকায় —

'হা তিনিও পরিশ্রান্ত তার উপর বড় ঘরের মেয়ে তো ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তার হাড় গুলো পর্যন্ত কালো হয়ে গেছে —

'তাহলে এখন কি করবেন ঠিক করেছেন? বলে একরাম উৎসুক হয়ে গুলশানের পানে তাকায়। গুলশানের মুখে হতাশার ছায়া পড়ে —

'কোন কিছুই ঠিক করতে পারিনি বলেই তো আপনার পরামর্শ নিতে এলুম —

'দল ত্যাগ করে আমাদের দলে ভিড়বেন?

বলে একরাম তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে —

'সে হয়না মিঃ একরাম এতগুলো লোকের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কৈশোর থেকে একটা মতবাদের রূপায়নের সাধনা করে, অকস্মাৎ পলায়ন করতে পারিনে, আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাচ্ছি এ ভাবেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো, না হত্যা বেসাতিতে লিপ্ত হয়ে আমাদের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করবো?

'জন—মানসকে প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে এ ভাবে যত কিছুই করুন না কেন, আপনি ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে শুনুন গুলশান সাহেব, আপনারা গোড়াতেই ভুল করছেন। কোন দিনই আপনারা সংগ্রাম ও সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কারণ আপনারা মানব মানসকে বাদ দিয়ে মানুষকে

www.pathagar.com

যন্ত্র হিসাবে ধারণা করছেন। আমি তো পূর্বাপর আপনাদের কাছে বলে আসছি মানুষকে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে না দিলে, সে অসুস্থ মন নিয়ে সমাজ জীবনকে আরও সংঘাত সংকুল করে তুলবে। তাকে প্রাণে বধ করে আপনারা সমাজ জীবনে আপনাদের মতবাদ সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তবে তা' স্থায়ী হবে না। তার জন্য আপনাদের কে অতন্দ্র প্রহরীর মত সব সময়ই বন্দুক উচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আজকে আপনার চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে মহাবিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে, সমাজবাদ মূলক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরেও কত ভাবে ব্যষ্টি জীবনে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে। তাকে সর্বতোভাবে নির্মূল করার জন্য কত লোককে হত্যা করা হয়েছে, কত লোককে নির্বাসিত করা হয়েছে, কত লোককে বহিষ্কৃত করা হয়েছে, তবুও তা' সর্বতোভাবে নির্মূল করা হয়নি। তার কারণ যে প্রবৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মানুষ স্বার্থপর বা আত্মপর হতে চায় তাকে নির্মূল করা সম্ভবপর নয়। তার অস্তিত্ব স্বীকার করে কি ভাবে তার সঙ্গে পরার্থপরতার যোগ সাজন করা যায়—তাই হবে এখন মানব জাতির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আপনারা আরও একটি সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। আপনারা মনে করেন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্থ হলেই মানুষ স্বার্থপর হয়ে যাবে। তা'ও নিছক মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ দুনিয়ায় যারা তাদের স্বকীয় মননশীলতার ছাপ রেখে গেছেন, তারা কেউই স্বার্থপর বা ভোগ সর্বস্বলোক ছিলেন না। আপনারা একই ধাচে সকল মানুষকেই গড়ে তুলতে চান বলেই ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদানের কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত নন।

আজকের দুনিয়া যে মতবাদের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে তা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার অক্ষুন্ন রেখে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। তার জন্য আপনারা চেষ্টা করেছেন কি? আপনারা তো চেঙ্গিজ খান, হালাকুখান ও তৈমুর লঙের মত সঙ্গীনের ডগায় মানুষের কলজে বিদ্ধ করার ভয় দেখিয়ে আপনাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এত কথা বলে একরাম একটু নিঃশ্বাস লওয়ার জন্য থেমে যায়।

গুলশান কোন প্রতিবাদ করে না। গালে হাত দিয়ে বসে বসে সে মন্ত্র মুগ্ধের মত একরামের কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করে। তবে রাত তখন একটা। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে তা ঘোষিত হলে, গুলশান

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি তারজন্য প্রস্তুত বিছানায় যেয়ে গা এলিয়ে দেয়। রাত্রি শেষ না হতেই তাকে আবার হজরত শাহ জালালের দরগায় যেয়ে নানা জায়গা থেকে আগত ফকির দলের ভিড়ে যোগদান করতে হবে তা না হলে গোয়েন্দা বাবাজিরা তার সম্বন্ধে মনগড়া রিপোর্ট পেশ করতে ইতস্তঃত করবেন না। ইতিমধ্যে এ জিলার সন্ত্রাস বাদীদের খাতায় তার নাম সর্বোচ্চে রয়েছে।

www.pathagar.com

পচাত্তর

ছায়াছবির নায়কের মত গুলশান এসেছিল আবার ছায়াছবির মতই ভোর রাত্রে মিলিয়ে গেলো।

সকালে শূন্য বিছানার দিকে চোখ পড়তেই একরামের চোখে জল দেখা দেয়। কত আরাম আয়েশের মধ্যে লালিত পালিত এই গুলশান। সব কিছু পরিত্যাগ করে নেমেছে শুষ্ক নিরস কঠোর এ মাটীর ধূলিতে। তার নিজের কোন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নয়, এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মুক্তির জন্য। যুগ যুগান্তের শোষণের ফলে ওদের বক্ষ পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, তবু ওরা কিছুই টের পায়নি। পাঠান আমলে বা মুগল আমলে ওরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে উপর তলার লোকের বিলাস ব্যসন জুগিয়েছে। ওরা কত না পরিশ্রম করে মাঠে মাঠে ফসল ফলিয়েছে, তবে নিজেরা তা' ভোগ করতে পারেনি। ওরা পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে মহাজনের মাল সরবরাহ করেছে, সে মহাজনের ঘরে লাখের বাতি জ্বলেছে। তবে তাদের দু'বেলা আহার জুটেনি। ওরা পদ্মা মেঘনার বুকে প্রবল ঝড়ের সময় আড়তদারের মাল পৌঁছে দিয়েছে। তার বিনিময়ে এক টাকা বড়জোর দু'টাকা রুজিয়ানা পেয়েছে।

ইংরেজ শাসনের সময় ওরা জমিদারদের অত্যাচারে ঘর দুয়ার ছেড়ে বনবাসী হয়েছে। চক্রবৃদ্ধি সুদের আওতায় পড়ে ঘটি বাটি মালসা পর্য্যন্ত হারিয়েছেও কেবল নসিবের দোহাই দিয়ে আপনাদের প্রবোধ দিয়েছে। পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পরে উচচ নীচের ভেদাভেদ আরও বেড়ে গিয়েছে। আগে যাদের জমি বাড়ি ছিল এখন তাদের বাড়ি আছে জমি নেই। যাদের কেবল বাড়ি ছিল এখন তাদের তা' নেই। গাঁয়ে তখন জমিদার মহাজন থাকায় তাদের বাড়ি ব্যাগার খেটেও দু'পয়সা রোজগার করা যেতো এখন তারাও আর গাঁয়ে নেই। জমিদারী প্রথার অবসান হয়েছে বটে, তবু জোতদারীর শেষ হয়নি। এক একজন জোতদার হাজার বিঘা পরিমাণ জমি স্বনামে অথবা বেনামীতে দখল করেছেন। জমিদারদের আমলে তা' তারা হতে দিতেন না। সে হাজার বিঘা জমির খাজনা জমিদারদের আমলে যা' ছিল তার দশ গুণ বেশী মূল্যের শস্য এখন জোতদার বা বর্গাদার কাছে থেকে আদায় করছে।

www.pathagar.com

গুলশান মিঞাতো এই সব সর্বহারা লোকদের মুক্তির জন্যই সংগ্রাম করে আসছেন। অথচ তার প্রতিদানে সরকার ওৎ পেতে বসে আছেন সুযোগ পেলেই তাকে শ্রীঘরে প্রেরণ করবেন। আর সমাজের মাতব্বরেরা রাত দিন অভিশাপ দিচ্ছে, না হয় তার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। একেই বলে বিধির বিড়ম্বনা —

শুক্রবার গতিকে আজকে একরামের কোন তাড়াহুড়া নেই। মুখ হাত না ধুয়েই বসে বসে সে গুলশানের কথাই ভাবছে আর ভাবছে। এমন সময় ডালিয়া এসে উপস্থিত। ডালিয়াকে দেখেই একরাম অনুমান করে তার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী আলাপ অপরিহার্য্য। তাই সেভ ও গোসল করার জন্য উঠে যায়।

ডালিয়া একরামের ড্রইং রুমে বসে বসে কি যেন ভাবতে থাকে।
সেভ ও গোসল সেরে একরাম ফিরে এসে ডালিয়াকে বলে

'ভিতরে আসুন এক সঙ্গে একটু নাস্তা করা যাক্—ডালিয়া তার অনুরোধে টেবিলে যেয়ে বসলেও তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বেলা শেষের গানের মত কোন সুদূরে মিলিয়ে যাবে।

একটা টোষ্ট মুখে দিয়ে ডালিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে
'আর কতদিন এ ভাবে ঝুলে থাকবো একরাম সাহেব?

প্রশ্নটি দ্বৈতভাব ব্যঞ্জক। এটি যেমন তাদের দল সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তেমনি তার নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। একরামের মনে পার্টির কথাটাই প্রবল হয়ে উঠে। তাই সে ডালিয়াকে প্রবোধ দিয়ে বলে —

'মিস ডালিয়া এ তো আর নূতন কথা কিছুই নয় এতে তো ইতিহাসেরই পুণরাবৃত্তি হচ্ছে। এ দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও আপনি সহজ সরল পথে কোন দেশকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সক্ষম হতে দেখেছেন? আদর্শ প্রতিষ্ঠা আত্মোৎসর্গ বা ত্যাগ ব্যতীত হয়না। হাজার হাজার মানুষের ত্যাগের মূল্যে তা' রূপায়িত হয়। এ জন্যই আজকের দুনিয়া এমন কোন মত-বাদ গ্রহণ করতে চায়—যাতে হত্যা বেসাতি ত্যাগ করেও মানুষ তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার সফল হতে পারে। আমি তো আপনাদের কাছে বহুদিন মহামতি টলষ্টয়ের নামোল্লেখ করেছি। তিনি আত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে এ দুনিয়ায় সাম্যবাদ মূলক এক সমাজ সংস্থা গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাতে তিনি তাঁর জীবন কালের সফল হননি বটে, তবে তার চিন্তার

www.pathagar.com

স্রোত এখনও এ দুনিয়ায় প্রবল ভাবে চলছে। তারই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ অসহযোগ, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রভৃতি নীতি অবিভক্ত ভারতে আমদানী করে, হিমাচল থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এক নূতন চিন্তাধারার স্রোত বইয়ে ছিলেন। এ আন্দোলনের ফলেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। আমাদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল তা' নয়—তারও বড়ো। আমরা চাই মানব মন থেকে স্বার্থপরতা নামক বৃত্তিকে পরার্থপরতায় পরিণত করার জন্য শিক্ষাদান। তাতে মানব জীবনে স্বাধীনতা বজায় রেখে তার মন থেকে অপরকে শোষণ করার অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি নির্মল হয়ে যাবে। মানুষ একই সঙ্গে আপনার ও অপরের কথা ভাববার অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে।

এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সময় সাপেক্ষ। তবে এ পথেই রয়েছে মানবতার মুক্তি, এ পথেই হবে অনাগত বিশ্ব সংস্থার প্রতিষ্ঠা —

এ সব কথা ডালিয়ার কাছে নূতন নয়। একরামের মুখে সে বহুবার তার সে আবৃত্তি শুনেছে। ডালিয়ার প্রশ্ন ছিল ব্যক্তিগত। তাই একরামকে সে সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সে বলে —

সে তো হল আমাদের আদর্শের কথা, তবে সে আদর্শের পথে সংগ্রাম করে করেই কি এ জীবনের অবসান হবে? আমাদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙখার কি এতে কোন মূল্য নেই?

এতক্ষণে একরাম সংবিত ফিরে পায়।

'তা নিশ্চয়ই আছে মিস ডালিয়া, তবে তাকে আমরা ততক্ষণই প্রশ্রয় দিতে পারি।' যতক্ষণ সে আমাদের আদর্শের পরিপন্থী হয়ে না পড়ে। আজকে আমরা এত গুলো নর-নারীর বিয়েতে কোন বাধা দেইনি কারণ আমরা জানি, যদি তারা সত্যিকার আদশবাদী হয়,—তা হলে তাদের এ মিলনে আমাদের কোন ক্ষতি হবেনা। এখন যদি তারা আদর্শ পরিত্যাগ করে—ভিন্ন পথ ধরে চলে, তা হলে বুঝতে হবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের আয়েশ আরামই ছিল তাদের মনে বিশেষভাবে কার্য্যকরী আদর্শের বুলি ওরা আওড়াতো ফ্যাসান হিসাবে। এ জন্যই মিস ডালিয়া বাবুলের এ পরিণতিতে আমি মোটেই আশ্চার্য্যান্বিত হইনি বা আবুলের সংসারের প্রতি এ প্রবল আসক্তির কথা শুনে মোটেই বিস্মিত হইনি এ জন্যই চমন ও হেনার মিলনে কোন আপত্তি করিনি। স্বভাবকে বন্দূকের

www.pathagar.com

সঙ্গীন দ্বারা যেমন আমরা বিনষ্ট করতে চাইনে, তেমনি আদর্শ প্রতিষ্ঠার কঠোর আইন কানুনের বেড়াজালেও তাকে ঘিরে ফেলতে চাইনি। তাকে বিকশিত হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিনি। আমরা চেয়েছি সে বিকাশের মধ্যে যেন মানবতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয়। মানুষ যেন পরার্থপরও হয়।

একরামের চিন্তাধারা তখনও আকাশ মার্গেই বিচরণ করছে দেখে ডালিয়া তাকে আরও সজাগ করার উদ্দেশ্যে বলে —

'সবারই তো ব্যবস্থা হল শুধু আমিই এখন ঘর-ছাড়া একরাম সাহেব। এতে আমার কোন ক্ষোভ নেই, তবে আমার ভয় হয়, পাছে হঠাৎ কোন সময় ভেঙ্গে পড়ি। নারী জীবন সম্বন্ধে আপনাদের ধারণাকে এত সময় আমি অত্যন্ত ঘৃনা করতাম। অবলা, দুর্বলা, প্রভৃতি শব্দের উচচারণে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠতো। এখন বুঝতে পারছি ঐ শব্দ গুলো নিরর্থক নয়। আমরা স্বাধীনতার নামে যতই চেচ ামেচি করি না কেন, আমাদের পাশে পুরুষ মানুষ না থাকলে আমরা আমাদের বড় অসহায় মনে করি — একরাম এতক্ষণে ডালিয়ার হতাশার মূল কারণ বুঝতে পারে তাই মৃদু হেসে বলে —

'আপনাকেও তো আটকাইনি মিস ডালিয়া, আপনিও তো পছন্দ মত একজনের গলায় মালা পরাতে পারেন

ডালিয়া মাথা নীচু করে বলে —

'আদর্শের পিছনে এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে শেষে এমন মানুষকেই বরণ করবো যার কাছে আদর্শ শব্দের অর্থ পাগলামি? একরাম তার এ উত্তরের প্রতিবাদ স্বরূপ বলে।

'সে আকাট মূর্খকে কি আপনি আদর্শবাদী করে গড়ে তুলতে পারেন না? কথায় বলে নারীর রূপে মুনীর মন টলে যায়—মানুষ তো কোন ছার—

'সে তো একটা মহা জুয়াখেলা। ভাগ্যের ফেরে এমন মানুষের সঙ্গেও তো যোগ হতে পারে যে আমাকে নিয়েই উল্টো পথে রওয়ানা দিতে পারে?

'তাও বিচিত্র নয়—তবে সকল নূতন কাজের বেলাই তো সে ভয় রয়েছে পড়াশুনা করলেন মনোযোগ দিয়ে উদ্দেশ্য হল পাশ করা, তবে ফেল করাও তো সম্ভবপর। ব্যবসায় জুড়লেন লাভের জন্য, তাতেও তো

www.pathagar.com

ক্ষতি হতে পারে। কাজেই অনিশ্চিত একটা ফ্যাক্টর তো রয়ে যায়ই জীবনে জুয়া খেলার এ নীতি তো অপরিহার্য্য।

'তা সত্যিই মিঃ একরাম তবে চান্‌স্ নেওয়াতে তো সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি বলে দু'টো নীতি রয়েছে। পরীক্ষায় পাশ করা হয়তো পড়াশুনার একটা উদ্দেশ্য তবে ফেল করলেও বিদ্যার দওলত তা'তে রয়ে যায়, কাজেই এ ক্ষেত্রে চান্‌স্ নেওয়া কু-বুদ্ধির কাজ নয়। মদ খাওয়াতে অভ্যস্থ হলে হয়ত কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। মাতালেরা বলে নেশায় মত্ত থাকা কালে এ দুনিয়ার সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায়, তবে তাতে আর্থিক ও সাংসারিক যে ক্ষয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তা' তো অস্বীকার করা যায় না। কাজেই ও পথে চান্‌স্ নেওয়া কুবুদ্ধিরই কাজ। জেনে শুনে যে কোন আনাড়ি লোককে গ্রহণ করা যে কোন মেয়ে ছেলের পক্ষে মদ খাওয়ার সবক নেওয়ার মতই।

'তা হলে বিশুদ্ধ আদর্শবাদীতার মধ্যেই এ ভবলীলা সাঙ্গ করে দিন —
'দোয়া করবেন তাই যেন করতে পারি তবে এতেও আমার বুকে ঘন ঘন ভীতি দেখা যায় —

বলেই ডালিয়া চেয়ার থেকে নেমে একরামের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তার পদচুম্বন করতে চায়
'করেন কি, করেন কি?

বলে একরাম তার কাছে থেকে দূরে সরে পড়ে। 'এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে আর আমাদের আদর্শের এতো পরিচয় লাভ করে শেষ পর্য্যন্ত আমার মত এক নাদান পাপীর পায়ের ধূলো নিতে এলেন?

'পায়ের ধূলো শুধু নয় তার সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা ও চাইছি মিঃ একরাম। একদিন আপনাকে আমি অপমানও করেছিলাম। সে ছিলো আমার বুঝার ভুল। সে ভুলের কাফ্‌ফারাও আমায় আদায় করতে দিন মিঃ একরাম, এতদিন আপনার সঙ্গে একত্রে কাজ করে আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি নারী কোনদিনই আপনার কাছে কাম-সহচরী নয়, নারী আপনারা কাছে মহিয়সী মহিলা। আপনি যদি পরবর্তী কালে দুর্বলতা প্রকাশ করতেন, তা হলে আমি এতদিন এ মর্ম-পীড়ায় দগ্ধ হতাম না। আপনার শুচিতা আপনার আদর্শবাদিতাই এখন আমাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছে —

www.pathagar.com

'আপনার সে দিনের আঘাতেই আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতো সমর্থ হয়েছিলাম। এজন্য আপনাকে গুরু বলেই আমি সম্মান করি। যে পবিত্র আদর্শ আমরা এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তার মধ্যে তো পাশবিক ভোগের কোন স্থান নেই।

তাই আমি আত্ম বিশ্লেষণ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে আপনাকে সংশোধন করেছি। আপনার দুর্বলতা কোথায় তাও আমি জানি তবে আমার দ্বারা আপনার অভাব পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। যে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে তার মধ্যে একদল নিঃস্বার্থ কর্মির প্রয়োজন। প্রকৃতিকেও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মধু মক্ষিকাদের মধ্যে একদল থাকে পুরুষ। ওরা বসে বসে মধু খায় ও প্রজনন করে। একদল নারী মক্ষিকা ফুলের রেণু আহরণ করে। একদল আবার সন্তানের জন্ম দিয়েই কর্তব্য শেষ করে। ওদের সঙ্গে থাকে একদল হিজড়া মক্ষিকা। ওরা নারীও নয় পুরুষও নয়। ওদের একমাত্র কাজ হল মধু সংগ্রহ। আপনি আমাকে মক্ষিকাদের সে হিজড়াদের অন্যতম বলেই গণ্য করবেন। আমায় মধু চক্র রচনা করতেই হবে। তবে মক্ষি রানীদের কাছে ঘেষা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আপনিও আমার মতই একজন বলে আপনাকে ধারণা করুন।

ডালিয়ার স্বর কেঁপে উঠে
'আমার দ্বারা তা' সম্ভব হবে মিঃ একরাম?
বলিষ্ঠ কণ্ঠে একরাম উত্তর দেয়—

'কেন হবে না, একশ' বার হবে, তা হলে দাঁড়ান আজই আমরা দু'জনে হজরত শাহজালালের এ পবিত্র মাটিতে প্রতিজ্ঞা করি, আজীবন সেবা করেই যাবো কারো সেব্য হবো না। জানি এ পথ অত্যন্ত কঠিন তবে একে পালন করা মানুষের অসাধ্য নয়—

ডালিয়ার সর্ব শরীর থর থর করে কেঁপে উঠে। তার মনে হয় ভীষণ ভূমিকম্পে তার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে—।

———

www.pathagar.com

www.pathagar.com